পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 31 Wednesday, 31 December, 2025 ❋ ৩১ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা ❋ ১৫ পৌষ ১৪৩২, বুধবার, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বিজেপি-কে জিতিয়ে স্বপ্নের বাংলা গড়ার ডাক শাহের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বরঃ রাজ্য থেকে একের পর এক সন্দেহভাজন 'জঙ্গি এবং অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ার পর থেকেই কেন্দ্রের ব্যর্থতার দিকে আঙুল তুলে আসছে রাজ্য সরকার তথা শাসক দল। পরে সরাসরি কেন্দ্রের 'নীল-নকশা' এবং বিএসএফ-ই রাজ্যে 'লোক, গুন্ডা' ঢোকাচ্ছে বলে সরব হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বরাবরই অনুপ্রবেশের দায় ঝেড়ে বলে এসেছেন, বিএসএফ-ই যত নষ্টের গোড়া। কেন্দ্রের ঢিলেমির কারণেই বাংলায় একের পর এক অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ছে। যদিও, এই দাবি মানতে নারাজ শাহ। এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, রাজ্য সরকারের কাছে জমি চেয়েও পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন, ''সাত সাতটা চিঠি মমতাজিকে লিখেছি। গত ছয় বছরে স্বরাষ্ট্রসচিব তিন বার বাংলায় এসে বৈঠক করেছেন। তার পরেও তৃণমূলের সরকার কেন জমি দিচ্ছে না?'' প্রতিনিয়ত একতরফা এই দোষারোপ না করে মুখ্যমন্ত্রীর দায়ও মনে করিয়ে দিতে চাইলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাও আবার খাস কলকাতা থেকে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের মাঝে মঙ্গলবার কলকাতায় এসে সাংবাদিক বৈঠক করেন অমিত শাহ। মঙ্গলবার দুপুরে প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। মঞ্চে তাঁর এক পাশে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, অন্য পাশে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও শান্তনু ঠাকুরও। বৈঠকের মূল সুর ছিল, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশে মদত দেওয়ার অভিযোগ। সেই সঙ্গে দুর্নীতি, অপশাসন এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ তুলে তৃণমূল সরকারের কড়া সমালোচনা করেন বিজেপি নেতৃত্ব। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগও উঠে আসে সাংবাদিক বৈঠকে। অনুপ্রবেশ নিয়ে শাহের দাবি, বাংলার ভৌগোলিক মানচিত্রের পাশাপাশি জনবিন্যাস বদলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, আর সেই প্রক্রিয়ায় রাজ্য সরকার নীরব সমর্থন দিচ্ছে। যা শুধু বাংলার নয়, দেশের সুরক্ষার জন্যও গুরুতর বিপদের। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের দিকে ইঙ্গিত করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশ প্রশ্নে কড়া অবস্থান নেওয়া হবে। তাঁর হুঁশিয়ারি, ''ক্ষমতায় এলে শুধু অনুপ্রবেশ রোখাই নয়, যারা বেআইনিভাবে ঢুকেছে তাদের চিহ্নিত করে দেশের বাইরে পাঠানো হবে। মানুষ কেন, কাকপক্ষীও ঢুকতে পারবে না।'' মহিলা ভোট টানতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাস্টারস্ট্রোক বলা হয় লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্পকে। ২০২১ সালে বাংলার মেয়েদের জন্য এই প্রকল্প শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেকেই মনে করেন, এই

প্রকল্পই মহিলা ভোটারদের টেনেছে ঘাসফুলের দিকে। রাজ্যের ক্ষমতায় যদি বিজেপি আসে, তাহলে কি সেই প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবে? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, ক্ষমতায় এলে রাজ্যের কোনও প্রকল্প বন্ধ হবে না, উল্টে বাড়বে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন অনেকগুলি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালায়। আর বাংলায় বিজেপি সরকার এলেই নাকি সেই সব স্কিম বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে অভিযোগ করে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও তৃণমূলের এই দাবি উড়িয়ে শাহ জানালেন, ''এটা ভুল ধারণা। আমি এখানে বলতে চাই, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তৈরির পর একটাও স্কিম বন্ধ হবে না। শুধু তাই নয়, আমাদের ঘোষণাপত্রে যা যা স্কিম থাকবে, সেটাও বাস্তব হবে। এটা আমাদের রেকর্ড।'' এদিকে, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প নিয়েও তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর অভিযোগ, দেশের প্রায় সব রাজ্যেই আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে তার বদলে চালু রয়েছে স্বাস্থ্যসাথী- যা তাঁর মতে আরও দুর্বল একটি প্রকল্প। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলে শাহ বলেন, ''বাংলার মানুষ কি ভিনরাজ্যে গিয়ে স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা পাবেন?'' শুধু তাই নয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, দেশের অন্যান্য রাজ্য আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় ৫ লক্ষ টাকার বিমা কভারেজের সঙ্গে নিজেদের তহবিল থেকে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধাও যোগ করেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেই রকম কোনও বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয় না বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এদিন রাজ্যে সরকার গড়া নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে 'প্রত্যয়ী' সুর শোনালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শাহ বলেন, ''২০১৪ সালে বাংলায় বিজেপির ভোট ছিল ১৭ শতাংশ। ২০১৬ সালে তা নেমে গিয়েছিল ১০ শতাংশে। কিন্তু ২০১৯ সালে ৪১ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৮টি লোকসভা আসন জিতি। ২০২১ সালে বিধানসভায় পাই ৩৮ শতাংশ ভোট এবং ৭৭টি আসন। ২০২৪ সালে ৩৯ শতাংশ ভোট নিয়ে ১২টি আসন এসেছে। এই ধারাবাহিকতা বলেই দিচ্ছে, ২০২৬ সালে বিজেপিই সরকার গড়বে।'' একই সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ফের 'তোষণের রাজনীতি'র অভিযোগ তোলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ''এখন দেখছি তোষণের রাজনীতির ক্ষত ঢাকতে মলম লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু কোনও মলমই আর কাজ করবে না।'' দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেও প্রশ্ন ছুড়ে দেন শাহ। তাঁর দাবি, ''মন্ত্রীর বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অনুব্রত মণ্ডল, জীবনকৃষ্ণ সাহা, কুণাল ঘোষ- একের পর এক তৃণমূল নেতাকে জেল খাটতে হয়েছে। তার পরেও কী ভাবে বলা হয়, রাজ্যে দুর্নীতি নেই?'' রাজ্যে বড় শিল্পের অভাব নিয়েও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নিশানা করেন শাহ। অভিষেকের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ''এখন বাংলায় কামানোর অধিকার একমাত্র ভাইপোর। আর কারও অধিকার নেই। শিল্প ক্ষেত্রে বাংলা পুরোপুরি ধ্বংস। তা আপনার আমলে হয়েছে। বামেরা অর্ধেক শেষ করে গিয়েছিল। আপনি পুরোটা শেষ করে দিয়েছেন।'' শাহের বক্তব্য অনুযায়ী, রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের মূলে রয়েছে এই দুর্নীতি ও তোষণের রাজনীতি। আর সেই কারণেই ২০২৬ সালে বাংলায় ক্ষমতার বদল অনিবার্য।

'জেলে পাঠানোর হুমকি দিচ্ছে, আমি এখানে আছি, তোমাকে পাঠাব'

নাম না করে অমিত শাহকে নিশানা মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৩০ ডিসেম্বরঃ কলকাতায় অমিত শাহ সাংবাদিক বৈঠক করার পরই বড়জোড়ার সভা থেকে তাঁকে পাল্টা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য একদিকে যেমন উঠে এল অনুপ্রবেশকারী ইস্যু, তেমনই এসআইআর নিয়ে তাঁকে জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। বাংলায় এসআইআর করে আদতে ন্যায্য নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে- তৃণমূল কংগ্রেসের এই অভিযোগ নতুন নয়। বড়জোড়ার সভা থেকে বিগত ২ মাসে একাধিক বিএলও-র মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে মমতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''চাপ নিতে পারছে না বলে অনেকে মারা গেছেন। তাদের জোর করে বলেছিল নাম কাটতে নাহলে জেলে পাঠিয়ে দেবে। এত সাহস।'' মমতার পাল্টা হুঁশিয়ারি, ''আমি আছি এখানে, তোমাকে জেলে পাঠাব।'' কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই দিয়ে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে বলেও সরব হন মমতা। অভিযোগ, কমিশনের অফিসে বিজেপির আইটি সেলের লোক বসে রয়েছে। নামের ইংরেজি বানানের রকমফেরের জন্য নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। তাঁর হুঙ্কার, ন্যায্য লোকের নাম বাদ গেলেই আন্দোলন করা হবে। বাংলাতে তো বটেই, দিল্লিতে গিয়েও আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তিনি। এদিকে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে অমিত শাহের অভিযোগ ছিল, জমি দিতে রাজ্য সরকার গড়িমসি করছে। রাজ্য সরকারের কাছে জমি চেয়েও পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন, ''সাত সাতটা চিঠি মমতাজিকে লিখেছি। গত ছয় বছরে স্বরাষ্ট্রসচিব তিন বার বাংলায় এসে বৈঠক করেছেন। তার পরেও তৃণমূলের সরকার জমি দিচ্ছে না।'' এই প্রসঙ্গেই মমতার উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন তোলেন, ''কোন রাজ্য সীমান্ত সুরক্ষার জন্য

জমি দিতে চায় না - আপনাদের সরকারই দেয় না। অনুপ্রবেশ হলে রাজ্য পুলিশ কেন তাদের খুঁজে বার করে না? কেন অন্য রাজ্যে এই সমস্যা নেই?'' এর পাল্টা দিয়ে মমতা বড়জোড়ার সভা থেকে প্রশ্ন করেন, ''শুধু বাংলাতেই অনুপ্রবেশ হয়? কাশ্মীরে হয় না?'' তার পরেই পহেলগামে জঙ্গি হামলার প্রসঙ্গ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''পহেলগামে কী ঘটেছিল, সেখানে আপনারা কী করছিলেন?'' মমতার হুঁশিয়ারি, ''আমরা চাইলে আপনাকে এক পা-ও বেরোতে দিতাম না।'' এদিকে এদিন রাজ্য সফরে এসে 'স্বপ্নের বাংলা' গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শাহ। সেই বক্তব্যের পাল্টা দিতে গিয়ে নাম না করে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''ভোট এলেই ওরা সোনার বাংলা গড়ার কথা বলে। কিন্তু সোনার বাংলা নয়, ওরা ধ্বংসের বাংলা গড়তে চায়।'' এই প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ, বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষীদের উপর নানা ভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে। বাংলায় কথা বললেই পরিযায়ী শ্রমিকদের 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এ ধরনের আচরণ শুধু বাংলার মানুষের প্রতি অবমাননাই নয়, দেশের সংবিধান ও বহুত্ববাদী চরিত্রেরও পরিপন্থী।

'কোল্ডেস্ট ডে'-তে শীত দিল দুঃখের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বরঃ ডিসেম্বরের শহর পেল 'স্যান্টার উপহার'। এক নয়, একাধিক বার 'কোল্ডেস্ট ডে' নজির গড়ল কলকাতা। আরও একবার সাক্ষী থাকল মরসুমের শীতলতম দিনের। মঙ্গলবার এক ধাক্কায় পারদ নামল শহরের। ১২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা খোদ আলিপুরেই। এ যেন শীতে 'ঝোড়ো ব্যাটিং'। যার আঁচ পাওয়া গিয়েছিল বড়দিনেই। তবে শুধুই যে পারদ নামল এমনটা নয়। গোটা রাজ্যের নানা প্রান্তেই বইরে হাড় কাঁপানো উত্তুরে হাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, মঙ্গলেও দিনভর বজায় থাকবে স্যাঁতস্যাঁতে ঠান্ডা। তবে যে হিমেল হাওয়া এখন বইছে, তাতে এবার বাঁধ পড়তে পারে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, নতুন বছর উঁকি দিতেই প্রভাব বাড়ছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার। ফলত কমতে পারে উত্তুরে হাওয়ার দাপট। যা আবার প্রভাব ফেলবে এই পারদপতনেও।

জেলা থেকে শহর, বেলা গড়ালেও সরছে না কুয়াশা। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আপাতত ৩রা জানুয়ারি পর্যন্ত তা সরার কোনও সম্ভবনাও নেই। হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশায় ঢেকে থাকবে রাজ্যের নানা প্রান্ত। দৃশ্যমানতা থাকবে ৯৯৯ মিটার থেকে ২০০ মিটারের কাছাকাছি। সব মিলিয়ে শীতের 'ফুল প্যাকেজ'। রাতের দিকে আবার এই তাপমাত্রা আরও দু-তিন ডিগ্রি নামতে পারে বলেই অনুমান আবহবিদদের। দক্ষিণবঙ্গে যখন জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে, উত্তরবঙ্গ কি তখন সেই শীত থেকে ছাড় পায়? গত এক মাস ধরে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলা, দার্জিলিং, কালিম্পঙে তাপমাত্রা ঘোরা ফেরা করছে ৫ ডিগ্রির ঘরে। কখনও শীতের দাপট কমলে তা নামছে ৮-৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। ওই অঞ্চলগুলিতে শীতের সঙ্গে দাপট বাড়িয়েছে কুয়াশাও। দৃশ্যমানতা ১৯৯-৫০ মিটারের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। বছরের শুরুতে দার্জিলিঙে এবং কালিম্পং পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

কলকাতা থেকে উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ খাস কলকাতায় একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ ওই অস্ত্র উদ্ধার করেছে। দুজনকে দুজনকে আটক করা হয়েছে। সূত্রের খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন দুপুরে স্ট্র্যান্ড রোড থেকে দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এগুলি কোথা থেকে এল, কোথায় পাঠানো হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুই যুবকের হাতে বড় ব্যাগ ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন পুলিশ ওই দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তারপর তাঁদের হাতের ব্যাগ খুলতেই দেখা যায়, ব্যাগে ভরা

আগ্নেয়াস্ত্র। পরে তাঁদের অস্ত্র আইনে গ্রেফতার করা হয় তাঁদের। মঙ্গলবারই তোলা হয় আদালতে। জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ওয়ান শটার, ৭ এমএম পিস্তল, ইম্প্রোভাইজড ফায়ার আর্ম। এছাড়াও ২০-২২ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। সাম্প্রতিককালে রাজ্যের একাধিক জায়গায় গুলি চলার ঘটনা ঘটেছে। গত মাসখানেক আগেই কসবায় চলে গুলি। কসবার বোসপুকুরে আহত হন এক তরুণ। তাঁর বাঁ হাতের তালুতে গুলি লাগে। এর আগে ওই কসবাতেই কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের বাড়ির সামনে গুলি চালিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। এছাড়াও মালদহ, মুর্শিদাবাদ সহ বিভিন্ন জেলায় প্রায়ই গুলি চলার ঘটনা সামনে আসে। বারবার প্রশ্ন ওঠে রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে। এবার বর্ষবরণের আগে কলকাতা শহরে এভাবে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে শহরবাসীর।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন অধীর

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বরঃ বছর শেষ হতে আর কয়েকদিন বাকি। তারপরই এই বাংলায় বিধানসভা ভোট। যার পারদ এখন থেকেই চড়তে শুরু করেছে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাংলায় আসছেন। সভা করছেন। অপরদিকে শাসকদল তৃণমূলও ঘোষণা করেছে, আগামী ২ জানুয়ারী থেকে নতুন কর্মসূচি চালু করবে। আর এই আবহের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। বাংলায় এসআইআর চলছে। আর সেই এসআইআর প্রক্রিয়ায় মতুয়ারা যে যে সমস্যায় পড়েছেন সেই বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করতেই অধীর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন বলে তিনি জানান। এছাড়াও, বাংলার বাইরে বিজেপি শাসিত রাজ্যে যেভাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থার খবর প্রকাশ্যে এসেছে সেই বিষয় নিয়েও আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে অধীর দেখা করেছে বলে খবর। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখার পর বাইরে বেরিয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ''আমি দিল্লি এলাম। তখন মনে হল বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের অবস্থার কথা যদি এই সময় বলা যায় তাহলে খারাপ হয় না। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেখা করার সময় চেয়েছিলাম। ঘটনাচক্রে উনি দেখাও করতে চাইলেন।'' এরপর তিনি এও বলেন, ''আমি বললাম বাংলার প্রচুর পরিযায়ী শ্রমিক বাইরের রাজ্যে থাকেন। তাঁদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। যা হচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যে। এটা আপনাদের দেখা দরকার। একই সঙ্গে মতুয়াদের কথাও বলেছি। ওড়িশায় যে ঘটনা ঘটল, একটা ছেলেকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।'' শাসকদলকে হালকা আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, ''আমি পানিপথে গিয়েছিলাম এই পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য, আগামী দিনে ওড়িশাতেও যাব এই পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য। বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর কোথাও অত্যাচার হলে রাজ্য সরকার কী করবে আমি জানি না, আমি হারি বা জিতি পরোয়া না করে সেই সব রাজ্যে গিয়ে গিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করব। লড়াই করব। দরকারে ওড়িশায় যাব বিধানভবনে আন্দোলন করতে।'' অধীরের সংযোজন, ''ভারতের যে কোনও জায়গায় প্রতিটি মানুষের থাকার-খাওয়া-বসবাস এবং রুজির অধিকার আছে। সেটা কেউ নষ্ট করতে পারে না। রাজ্য সরকার কী করবে জানি না। ওরা পাড়ায়-পাড়ায় কাঁদবে। অথচ যে রাজ্যে হয়েছে সেখানে যাবে না। নির্বাচনের ইস্যু বানায় ওরা। কিন্তু আমি যাব। পরিযায়ী শ্রমিকদের হয়ে লড়ব।''

পুতিনের বাতিলে ড্রোন হামলায় উদ্বিগ্ন মোদি

মস্কো ও নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বরঃ অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের বাসভবনে হামলা। মস্কোর দাবি, ইউক্রেনই হামলা চালিয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-ও। সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সার্গেই লাভরভ বলেন যে ইউক্রেন মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবার্গের মাঝে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বাড়িতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে। তিনি দাবি করেন যে ৯১টি ড্রোন, যা হামলা করার জন্য পাঠানো হয়েছিল, তা ধ্বংস করা হয়েছে। পুতিনের বাসভবনে কোনও ক্ষতি হয়নি। এই হামলা নিয়েই ক্রুদ্ধ ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, ''এটা সংবেদনশীল সময়। এখন এগুলো করার সঠিক সময় নয়। কেউ আক্রমণের বদলা আক্রমণ করলে এক বিষয়। কিন্তু কারও বাড়িতে হামলা করা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। এখন এই দুয়ের মধ্যে কোনওটিই করা উচিত নয়।'' ইউক্রেনের বাহিনী পুতিনের বাসভবনে সত্যিই হামলা করেছে কিনা তা মার্কিন গোয়েন্দারা খুঁজে বের করবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ''আমরা খুঁজে বার করব।'' তবে মস্কোর এই দাবি খারিজ করেছে জেলেনস্কি। তাঁর বক্তব্য, গোটাটাই ভুয়ো অভিযোগ। প্রত্যেকবারের মতো এবারও মিথ্যাচার করছে রাশিয়া। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কূটনৈতিক স্তরে যে আলোচনা হয়েছে। তা ভেঙে ফেলতে বদ্ধপরিকর মস্কো। তাই তারা এধরনের বিবৃতি দিচ্ছে।' তিনি আরও লেখেন, 'রাশিয়ার এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং ভিত্তিহীন। তারা নিজেই যুদ্ধ বন্ধ করতে চায় না। তাই তারা এধরনের মিথ্যাচার করছে।' আজ, মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লেখেন, 'রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের বাসভবন লক্ষ্য করে হামলার রিপোর্ট অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমাদের ক্রমাগত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চলছে সংঘর্ষ থামিয়ে, শান্তি ফেরানোর। আমরা সকলে অনুরোধ করছি এই উদ্যোগেই মনোনিবেশ করতে এবং এমন কিছু না করতে, যা এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে।'

২৬ সালেই ফের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে জড়াতে পারে

কাশ্মীর সন্ত্রাস নিয়ে সতর্কবার্তা মার্কিন রিপোর্টে

সংবাদ সংস্থা, নিউ ইয়র্ক, ৩০ ডিসেম্বরঃ মার্কিন বিদেশনীতি পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা 'কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস' মনে করছে, ২০২৬ সালেই ফের ভারত-পাকিস্তান সামরিক সংঘাতের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রেক্ষিতে দু'টি পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে ফের উত্তেজনা ছড়াতে পারে বলে তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্টে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। 'কনফ্লিক্টস টু ওয়াচ ইন ২০২৬' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার ঘটনা নতুন করে সংঘর্ষের জন্ম দিতে পারে, যার সম্ভাবনাকে 'মাঝারি মাত্রার ঝুঁকি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতি আগামী বছরেও অস্থির থাকতে পারে বলেই মত সিএফআর-এর। উল্লেখ্য, ভারতের তরফে আগেই জানানো হয়েছে যে 'অপারেশন সিঁদুর' এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। গত মাসে লালকেল্লার অদূরে গাড়িবোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পরে সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, প্রয়োজনে 'অপারেশন সিঁদুর ২.০'-এর পথে হাঁটতে প্রস্তুত ভারতীয় সেনা। তাঁর কথায়, ''অপারেশন সিঁদুর-১ থেকে যে অভিজ্ঞতা পাওয়া গিয়েছে, তা ভবিষ্যতের যে কোনও অভিযানে সেনাকে আরও শক্তিশালী করবে।'' এই প্রেক্ষাপটেই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে সিএফআর-এর রিপোর্ট। গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগামের বৈসরন উপত্যকায় ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার পাল্টা জবাব হিসেবেই ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী শুরু করেছিল 'অপারেশন সিঁদুর'। ৬ মে গভীর রাতে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মোট ন'টি জঙ্গিঘাঁটি লক্ষ্য করে নিখুঁত হামলা চালানো হয়। এর পর চার দিন ধরে সীমান্তে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়। ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পাল্টা জবাবে পাকিস্তানের একাধিক বায়ুসেনাঘাঁটিতে আঘাত হানে ভারত। শেষ পর্যন্ত ১০ মে দু'দেশের মধ্যে সংঘর্ষবিরতিতে সম্মতি তৈরি হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, তাঁর মধ্যস্থতাতেই নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ সংঘর্ষবিরতিতে পৌঁছয়। সব মিলিয়ে, কাশ্মীর পরিস্থিতি এবং সাম্প্রতিক সামরিক

অভিজ্ঞতার নিরিখে ২০২৬ সালেও ভারত-পাক সম্পর্ক যে অগ্নিগর্ভ থাকতে পারে, সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে সিএফআর-এর রিপোর্ট। জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই হামলার পিছনে যে পাকিস্তানের হাত রয়েছে তার অকাট্য প্রমাণ পেয়েছিল ভারত। তারপর থেকেই প্রত্যাঘাতের পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। মূল হামলার ঘটনার ১৫ দিনের মাথায় বদলা নেয় ভারত। যে সময়ে ওই পাকিস্তানে হামলা হয়েছিল, সেই সময়ে অনেকেই ঘুমের দেশে। তাই প্রত্যাঘাতের খবর অনেক পরেই সকলে জানতে পারেন। পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে সার্জিকাল স্ট্রাইক চালিয়েছিল ভারতের সেনাবাহিনী। ভারত কমপক্ষে ২৪টি মিসাইল ছুড়েছে বলে দাবি করা হয় পাকিস্তানের তরফে।

'দিল্লিতে তো মমতার সরকার নেই, জঙ্গী ঢুকল কী করে?', বাংলায় অনুপ্রবেশ নিয়ে শাহকে জবাব অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ 'স্বাধীনতার পর থেকে দেশের ব্যর্থতম ও অপদার্থতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ,' অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তীব্র আক্রমণ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার একাধিক দাবিতে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবেন তিনি। তার আগে আজ মঙ্গলবার কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। আর সেখান থেকে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে অমিত শাহকে জবাব দিতে গিয়ে এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিরই দুই সাংসদ অর্থাৎ অনন্ত মহারাজ এবং জগন্নাথ সরকারের বক্তব্যকেও হাতিয়ার করেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''গত কয়েকদিন আগেই রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ বলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবথেকে বড় অনুপ্রবেশকারী এবং পাকিস্তানি। দু'মাস আগে রানাঘাটের লোকসভার সাংসদ জগন্নাথবাবু ক্ষমতায় আসলে বর্ডার বলে কিছু থাকবেন না বলছেন। সেই বর্ডার সিকিউর করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে দায়ী করছেন অমিত শাহ।'' শুধু তাই নয়, এহেন মন্তব্যের পরেও দুই সাংসদকে বিজেপিকে কোনও শোকজ নোটিশ দেয়নি বলে মন্তব্য

ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দিল্লি বিস্ফোরণ, পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার প্রসঙ্গ তুলেও বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। অভিষেক বলেন, ''বিহার নির্বাচনের চারদিন আগে দেশের রাজধানীতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার? জম্মু-কাশ্মীরে চারজন জঙ্গি ঢুকে ২৬ জনকে গুলি করে মারল। সেখানে পুলিশের দায়িত্বে কে আছে?'' প্রশ্ন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের। তাঁর কথায়, সীমান্তের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে বিএসএফ, যা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে। অন্যদিকে দিল্লি পুলিশ, জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে। ফলে এর দায় কার? আর এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়েই অমিত শাহকে দেশের ব্যর্থতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে তোপ দাগেন শাহ। বলেন, ''ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর সারা দেশের সবথেকে ব্যর্থতম এবং অপদার্থতম যদি কোনও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে থাকেন, তিনি অমিত শাহ।'' অন্যদিকে মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়ে 'গাজর ঝোলানো' হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন সাংসদ। নাম না করে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকেও আক্রমণ শানান। তিনি বলেন, ''মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেখিয়েগাজর দেখিয়েছেন, এদিকে মতুয়াদের প্রতিনিধি, লোকসভার সাংসদ বলছেন, মতুয়াদের নাম বাদ গেলে বাদ যাবে।'' আর এটাই বিজেপির রাজনীতি বলেও কটাক্ষ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

খালেদা জিয়া-র প্রয়াণে নরেন্দ্র মোদীর শোকপ্রকাশ

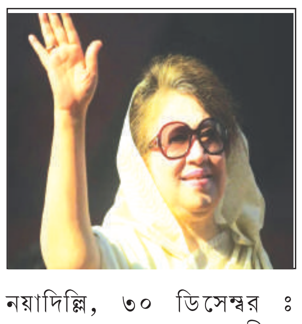

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া-র মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক শোকবার্তায় তিনি জানান, তাঁর প্রয়াণে বাংলাদেশ এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হারাল। তিনি শোকবার্তায় খালেদা জিয়ার পরিবার-পরিজন এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান। একই সঙ্গে এ শোক সহ্য করার শক্তি দিতে সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনাও করেছেন মোদী। বার্তায় উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদা জিয়া দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। পাশাপাশি, ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতেও তাঁর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে জানিয়েছেন মোদী। এক্স-এর পোস্টে ২০১৫ সালে ঢাকায় খালেদা জিয়ার সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কথা স্মরণ করেছেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর আশা, খালেদার রাজনৈতিক দৃষ্টি ও উত্তরাধিকার ভবিষ্যতেও দুই দেশকে পথ দেখাবে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেছেন মোদী। অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোকবার্তা জানালেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। তিনি মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডলে লেখেন- বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আমি শোকাহত। তাঁর দীর্ঘ পেশাদার জন-জীবনে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক যাত্রাপথে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর পরিবার, সমর্থক এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা।উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকাল ৬টা নাগাদ বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০। অশীতিপর বিএনপি নেত্রীর শারীরিক পরিস্থিতি গত কয়েক দিন ধরেই সঙ্কটজনক ছিল। হাসপাতালে সিসিইউ-তে (করোনারি কেয়ার ইউনিট) চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

স্মৃতি মান্ধানা আন্তর্জাতিক মহিলা ক্রিকেটে ১০ হাজার রান পূর্ণ করলেন

তিরুবনন্তপুরম, ৩০ ডিসেম্বর ঃ মিতালি রাজের পর রবিবার স্মৃতি মান্ধানা দ্বিতীয় ভারতীয় মহিলা হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০,০০০ রান পূর্ণ করলেন। তিরুবনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে চতুর্থ টি-টোয়েন্টির আগে এই সাউথপা'র ২৭ রানের প্রয়োজন ছিল। বাকি রান সংগ্রহ করতে এবং এই কীর্তিটি সম্পন্ন করতে তার মাত্র ২০টি বল প্রয়োজন ছিল।দুই ভারতীয় ছাড়াও, সুজি বেটস এবং শার্লট এডওয়ার্ডসই একমাত্র ক্রিকেটার যারা এই চিহ্নটি অতিক্রম করেছেন।স্মৃতির সাতটি টেস্টে ৬২৯ রান এবং ১১৭টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৫,৩২২ রান রয়েছে। মহিলা ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক মিতালি রাজ তিন ফরম্যাটেই ১০,৮৬৮ রান করে তার কেরিয়ার শেষ করেন, যার ফলে স্মৃতি তাঁর রেকর্ড ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পান।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃআজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দুর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেন্টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা

শীর্ষ আদালতের নির্দেশে আরাবল্লী সংজ্ঞা পুনর্বিবেচনা, কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রীর স্বাগত

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বরঃআরাবল্লী পাহা। ও পর্বতমালার সংজ্ঞা নিয়ে চলমান বিতর্কের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত নতুন দিকনির্দেশনা দিল। গত ২০ নভেম্বর আদালতের দেওয়া একটি আদেশে আরাবল্লী পাহা। ও পর্বতমালার অভিন্ন সংজ্ঞা মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট নিজেই সেই আদেশ স্থগিত করে নতুন করে পুনর্বিবেচনার সুযোগ তৈরি করেছে।এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, আরাবল্লী পর্বতমালার সংক্রান্ত আদেশে স্থগিতাদেশ জারি এবং বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার জন্য নতুন কমিটি গঠনের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে আমি স্বাগত জানাই। আরাবল্লী পর্বতমালার পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে আমরা এখনও আগের মতোই বদ্ধপরিকর। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ এসেছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জে কে মাহেশ্বরী ও বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহরের অবকাশকালীন বেঞ্চের মাধ্যমে। আদালত জানিয়েছে, বিষয়টির বিস্তারিত ও সামগ্রিক পর্যালোচনা জরুরি। তাই বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের প্রস্তাব এসেছে, যা আরাবল্লীর পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পাহাড় ও পর্বতমালার সংজ্ঞা নির্ধারণে সহায়ক হবে।শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে জানিয়েছে, কিছু বিষয় এখনও আরও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এই পর্যালোচনার মাধ্যমে আদালত আশা করছে, সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোনো দ্বিধা বা বিভ্রান্তি থাকবে না। এছাা, আরাবল্লী পাহা। ও পর্বতমালা সংক্রান্ত নীতিমালা আরও বিজ্ঞানভিত্তিক ও পরিবেশবান্ধব হবে।পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা এবং নাগরিক সমাজ দীর্ঘদিন ধরে আরাবল্লী পাহা। সংরক্ষণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে আসছেন। তাদের যুক্তি ছিল, পাহাড়। ও পর্বতমালার সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধু ভৌগোলিক নয়, পরিবেশগত দিকটিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আরাবল্লী অঞ্চলে খনিজ ও খনির কাজে নিয়ন্ত্রণ থাকলে স্থানীয় বাস্তুসংস্থান ও নদী-প্রবাহের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে আগে থেকেই বারবার বলা হয়েছে যে আরাবল্লীর পরিবেশ রক্ষা করতে হলে পরিবেশগত দিক বিবেচনায় রেখে নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বলেছেন, আমরা পরিবেশ সংরক্ষণে কঠোর এবং আরাবল্লী অঞ্চলের ন্যায্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আমাদের কাজকে আরও সুসংহত করবে।সুপ্রীম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে একদিকে আদালতের কাছে দায়বদ্ধতা প্রকাশ পেল, অন্যদিকে পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সামনে এসেছে। বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের ফলে আরাবল্লী পাহা। ও পর্বতমালার সংজ্ঞা নির্ধারণে বৈজ্ঞানিক ও সামগ্রিক দিকগুলো বিবেচনা করা সম্ভব হবে।এদিকে, এই নতুন কমিটি কীভাবে গঠিত হবে এবং কীভাবে কাজ করবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে জানা গেছে, কমিটিতে পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, ভূতত্ত্ববিদ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের পেশাজীবী থাকবেন। তারা আরাবল্লী অঞ্চলের ভৌগোলিক, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলো বিশ্লেষণ করবেন এবং সুপ্রিম কোর্টকে একটি সুস্পষ্ট পরামর্শ দেবেন।পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন কমিটির পরামর্শের আলোকে পরবর্তী নীতি নির্ধারণ করা হবে। এতে স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রা, কৃষি, বনসম্পদ এবং জলাধার সংরক্ষণে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।পর্যবেক্ষকরা বলছেন, সুপ্রিম কোর্টের এই পদক্ষেপ পরিবেশ সংরক্ষণে দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। তারা মনে করছেন, আরাবল্লী অঞ্চলে সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও পরিবেশবান্ধব নীতি গ্রহণ দেশের পরিবেশ নীতিমালাকে শক্তিশালী করবে।ভুল্ডএভাবে, আরাবল্লী পাহা। ও পর্বতমালার সংজ্ঞা পুনর্বিবেচনার জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রীর স্বাগত সংবাদ পরিবেশ ও আইন উভয় ক্ষেত্রেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।সুপ্রিম কোর্টের উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত এবং পরিবেশ মন্ত্রীর সমর্থন দেশের পরিবেশ সংরক্ষণে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এটি স্থানীয় জনপদ ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ফিরে দেখা ২০২৫ঃপশ্চিমবঙ্গে ধর্ম ও রাজনীতি প্রবাহিত হলো সমান্তরালভাবে

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর ঃ প্রায় বিদালগ্নে ২০২৫ সাল। আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ফলে তা যে ঘটনাবহুল হবে তা বলাই বাহুল্য। ২০২৫-ও রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী থেকেছে। আস্থা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির মিশেলে এই বছরটি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি ক্যালেন্ডারের পাতাতেই থাকলো না, বরং এই বছর বিবেচিত হচ্ছে গভীর সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায় হিসেবেই।চলতি বছরের প্রায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একের পর এক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি রাজ্যজুড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কখনও তা ধর্মীয় পর্যটনের প্রসার, কখনওবা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক, আবার কখনও রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। এই সব ঘটনাপ্রবাহ শুধু রাজ্য বা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, আন্তর্জাতিক স্তরেও নজর কেড়েছে। জানয়ারিঃবছরের সূচনা হলো গঙ্গাসাগর মেলায় আস্থার সমাবেশে।চলতি বছরের সূচনা হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরদ্বীপে ঐতিহ্যবাহী গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের মাধ্যমে। ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে আনুমানিক ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ পুণ্যার্থী পুণ্যস্নানে অংশ নেন। রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা, পরিবহণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সমগ্র মেল পরিচালনায় সুচারুভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।' সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার'-এই বহুল প্রচলিত প্রবাদকে সামনে রেখে লক্ষ লক্ষ মানুষ আস্থার টানে গঙ্গাসাগরে সমবেত হন।মার্চঃমায়াপুরে আন্তর্জাতিক আধ্যাত্মিক সমাবেশ।মার্চ মাসে নদিয়া জেলার মায়াপুরে ইসকনের চন্দ্রোদয় মন্দির প্রাঙ্গণে ভগবান নৃসিংহদেবের বিগ্রহের অভিষেক হয়। এই উপলক্ষে বৃহ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ইসকন অনুগামীদের অংশগ্রহণে মায়াপুর ফের আন্তর্জাতিক আধ্যাত্মিক মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে উঠে আসে।এপ্রিলঃদিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন ঘিরে জাতীয় স্তরে আলোচনা।এপ্রিল মাসে পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘা জাতীয় স্তরের আলোচনায় উঠে আসে। ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিঘায় নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করেন। প্রায় ৬৫ মিটার উচ্চতার এই মন্দিরটি ওড়িশার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে নির্মিত। মন্দির নির্মাণে রাজস্থান থেকে আনা বিশেষ বেলেপাথর ব্যবহার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে এই প্রকল্পকে ধর্মীয় পর্যটন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে এটি ঘিরে ওড়িশা সরকারের সঙ্গে কিছু মতবিরোধ দেখা যায়।জুলাইঃদুর্গা অঙ্গন প্রকল্পে সংস্কৃতি ও পর্যটনের সংযোগ২১ জুলাই শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার নিউ টাউন এলাকায় ' দুর্গা অঙ্গন' নির্মাণের ঘোষণা করেন। এরপর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রকল্পটির প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং হিডকো কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জমি বরাদ্দ করা হয়। প্রস্তাবিত দুর্গা অঙ্গনে থাকবে সংগ্রহশালা, শিল্প গ্যালারি এবং দুর্গাপুজোর বিভিন্ন রূপ তুলে ধরার স্থায়ী প্রদর্শনী। ইউনেস্কো স্বীকৃত বাংলার দুর্গাপুজোর ঐতিহ্যকে সারা বছর পর্যটকদের সামনে তুলে ধরাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।অক্টোবরঃদুর্গাপুজো ও রেড রোড কার্নিভালে বিশ্বমঞ্চে বাংলাঅক্টোবর মাসে দুর্গাপুজো ও রেড রোড কার্নিভালের মাধ্যমে কলকাতা ফের আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের সাংস্কৃতিক পরিচয় দৃঢ় করে। ইউনেস্কোর হেরিটেজ তকমা পাওয়ার পর দুর্গাপুজো কেবল ধর্মীয় উৎসবের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয়। সেসব ছাড়িয়ে সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা ও ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।ডিসেম্বরঃ ধর্মীয় কর্মসূচি ও রাজনৈতিক আলোচনার আবহ।বছরের শেষভাগে ধর্মীয় কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা তীব্র হয়। ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় বিতর্কিত বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনে, তৃণমূল কংগ্রেসের বরখাস্ত বিধায়ক হুমায়ুন কবির মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে বাবরি মসজিদের আদলে তৈরি একটি মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই ধর্মীয় নির্মাণ এর সূচনা ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।৭ ডিসেম্বর, কলকাতার ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড এক ভিন্ন দৃশ্যর সাক্ষী হয়। প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ একযোগে শ্রীমদভগবদ গীতা পাঠ করেন। বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণে এই কর্মসূচিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন।বছরের শেষলগ্নে বিশ্ব আধ্যাত্মিক সম্মেলন।২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত ১৬তম ওয়ার্ল্ড স্পিরিচুয়াল কনফ্লুয়েন্স। রাজ্যপাল ড. সি. ভি. আনন্দ বোসের উপস্থিতিতে বিভিন্ন ধর্মের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বিশ্ব শান্তি, সহাবস্থান ও পারস্পরিক বোঝাপড়া নিয়ে আলোচনা করেন। এই সম্মেলন বছরজুড়ে চলা ধর্মীয় সংলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।সামগ্রিকভাবে ২০২৫ সাল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আস্থা, সংস্কৃতি, পর্যটন ও রাজনীতির সমন্বয়ে গঠিত একটি উল্লেখযোগ্য বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আযোজনগুলি কেবল আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক পরিচয় ও রাজনৈতিক বাস্তবিকতার সঙ্গেও যুক্ত হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, এই বছরটির প্রভাব আগামী দিনে রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকতে পারে।

আব্বাসউদ্দিনের প্রয়াণবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর ঃ আব্বাসউদ্দিনের প্রয়াণবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এক্স হ্যান্ডেলে মঙ্গলবার এক বার্তায় তিনি লিখেছেন যে, - বাংলার লোকসঙ্গীতের কিংবদন্তী, আব্বাসউদ্দিন আহমেদ -এর প্রয়াণ দিবসে তাঁকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। কোচবিহারের তুফানগঞ্জ মহকুমায় জন্ম নেওয়া, উত্তরবঙ্গের আলো - বাতাসে বেড়ে ওঠা এই মানুষটিই ভাটিয়ালি আর ভাওইয়ার গানকে পৌঁছে দিয়েছিলেন বিশ্বদরবারে। উল্লেখ্য, স্বনামধন্য এক কন্ঠ শিল্পী হিসেবে দেশজোড়া তাঁর পরিচিত। আধুনিক গান, স্বদেশী গান, ইসলামি গান, পল্লীগীতি, উর্দু গান - সব কিছুই দরাজ গলায় পরিবেশন করেছেন। তবে, পল্লীগীতিতেই তাঁর মৌলিকতা এবং সাফল্য উভয়দিক থেকেই বেশি। যদিও গানের জগতে তাঁর ছিল না কোনও ওস্তাদের তালিম। আপন প্রতিভা বলে সকলের সামনেই নিজেকে তুলে ধরেছেন তিনি।

প্রেস ক্লাবে বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলন আজাদ হিন্দ পিপিলস মিশনের

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর ঃসালটা ১৯৪৩, ৩০ ডিসেম্বর । স্বাধীন আজাদ হিন্দ বাহিনীর ধ্বজা উঠেছিল আন্দামান- নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পোর্ট ব্লেয়ারে । ১২৫ বছর অতিবাহিত হলেও , কাটেনি নেতাজি অন্তর্ধানের জট। সেই নিয়েই আজাদ হিন্দ পিপিলস মিশনের তরফে মঙ্গলবার কলকাতার প্রেস ক্লাবে হলো একটি বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলন । সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি এবং নেতাজি গবেষক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী , সমাজ সেবক ডঃ গৌতম পান্ডে, রাজ্য সরকারের টিইউসিসি - র ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি আম্বিয়া হোসেন এবং সমাজ সেবক তেজেন্দ্র লাল দাস ।সম্মেলনের শুরু হয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে । এরপর স্বাগত ভাষণে বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের অন্যতম বিশিষ্ট অথিতি এস পি তিওয়ারি । এদিন তিনি একটি স্মারকলিপি প্রকাশ করেন। এই স্মারকলিপিতে দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাখা হয়েছে দশটি দাবি ।দাবিগুলোতে জানানো হয়েছে , প্রথমত ও দ্বিতীয়ত, আজাদ হিন্দ বাহিনীর সরকার কে ভারতের প্রথম স্বাধীন সরকার এবং নেতাজিকে ভারতের স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর স্বীকৃতি দেওয়া হোক। তৃতীয়ত , ভারতীয় মুদ্রায় নেতাজির স্থানকে সুনিশ্চিত করা । চতুর্থত, দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে নেতাজি এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর স্মৃতিতে সৌধ নির্মাণ। পঞ্চমত , ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং তাঁর নামের একটি সামাজিক আসন সুনিশ্চিত করা । ষষ্ঠত, তকালীন নেহেরু সরকারের সময় সেনাবাহিনীতে নেতাজির অবদানকে প্রত্যাহার করে তাঁর ছবিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। বর্তমান ভারত সরকারের কাছে দাবি , তাঁরা যেন এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন । সপ্তমত, মুখার্জি কমিশনের তদন্তকে সম্পূর্ণ করার জন্য সরকারি উদ্যোগ নেওয়া । অষ্টমত, ২৩ জানুয়ারি দিনটিকে আরও স্মরণীয় করে তোলা । নবমত, আজাদ হিন্দ বাহিনীর ইতিহাসকে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত করা । দশমত, জয় হিন্দকে ভারতের জাতীয় সমন্ধন হিসেবে মর্যাদা প্রদান ।বক্তব্যের দ্বিতীয় অর্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংস্থার সভাপতি ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী বক্তব্যের সপক্ষে তুলে ধরেছেন মনোজ মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট যা তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির কাছে পেশ করা হয়েছিল । এছাড়াও ১৮ আগস্ট, ১৯৪৫ এ তাইওয়ানে বিমান দুর্ঘটনার সপক্ষে যে কোনওরকম উল্লেখ্যযোগ্য প্রমাণ নেই সেই বিষয়টিও কার্যত স্পষ্ট হয় । তিনি আরও বলেন, জাপানের মন্দিরে নেতাজির নামে সংরক্ষিত চিতাভস্ম আদপেই তাঁর নয় ,সেই বিষয়টি সরকারের চোখের সামনে তুলে ধরতেই তাঁরা একত্রিত হয়েছে । এরপর বক্তব্যের রেশ টেনে সমাজ সেবক ডঃ গৌতম পান্ডে আরও বেশ কয়েকটি বিষয় যোগ করেন । তার মধ্যে রয়েছে শ্রমিক দিবস হিসেবে ১ মে- র পরিবর্তে ১ জুলাইকে স্বীকৃতি প্রদান এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিবসকে যুব দিবস হিসেবে উদযাপন করা । এরপর জয় হিন্দ ধ্বনির মধ্য দিয়ে সম্মেলনের ইতি টানা হয় ।

হিন্দুদের মনে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে তা আর কোনও মলমেই সারাতে পারবে না তৃণমূল, মন্তব্য অমিত শাহের

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর ঃ সাম্প্রদায়িক তুষ্টিকরণ চরমে নিয়ে গেছে তৃণমূল। এখন হিন্দুদের মনে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে তা আর কোনও মলমেই সারাতে পারবে না তৃণমূল। মঙ্গলবার কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।তিনি তৃণমূলকে নিশানা করে বলেন, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর বন্দে মাতরম নিয়ে সংসদে আলোচনার প্রতিবাদ করেছিল তৃণমূল। কারণ নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক। তিনি আরও বলেন, জিডিপিতে বাংলা এক সময় তৃতীয় স্থানে ছিল বর্তমানে সেটি ২২ তম স্থানে নেমে গেছে। বাম এবং তৃণমূল শাসনের আগে বাংলার মানুষ জাতীয় আয়ের থেকে বেশি রোজগার করত। এখন সেটা কমে ৭৩ টাকা হয়ে গেছে। যাকে এক সময় সোনার বাংলা বলা হত আজ সেই বাংলা নেই। সব ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে যাচ্ছে। আয়ুষ্মান ভারত লাগু করতে দেয়নি। কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্প লাগু হতে দিচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অপরাধ কী? কেন্দ্র মানুষের চিকিৎসার জন্য ৫ লক্ষ টাকা দিচ্ছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষকে সেই সুবিধা পেতে দিচ্ছেন না। কারণ এই রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা বাড়ছে।তিনি অভিযোগ করে বলেন, রাজ্যে কোথাও গণতন্ত্র নেই। ৩০০ এর বেশি বিজেপি কর্মীকে খুন করা হয়েছে। আজও ৩০০০ এর বেশি কর্মী ঘরছাড়া। বিজেপি কর্মীদের উপর অত্যাচার, মহিলা কর্মীদের হেনস্থা, শারীরিক অত্যাচার করা হয়েছে। দেশের প্রথম মোটর কারখানা, পাওয়ার প্ল্যান্ট, হাই রাইজ, জুট মিল, মেট্রো, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় সহ অনেক কিছুই পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে। কিন্তু এই সব কিছুই তৃণমূলের আমলে হয়নি। বরং তৃণমূল এই রাজ্যকে পিছিয়ে দিচ্ছে। বাংলাকে পুরো শেষ করে দিয়েছে। ৭০০০ এর বেশি সংস্থা বাংলা ছেড়ে চলে গেছে।

ট্রাম্প-নেতানিয়াহু বৈঠকে হামাসকে কড়া বার্তা, অস্ত্র না ছাড়লে কঠোর পরিণতির ইঙ্গিত ট্রাম্পের

ফ্লোরিডা, ৩০ ডিসেম্বর ঃমার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার ফ্লোরিডায় ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকের পর হামাসকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, হামাস যদি অস্ত্র সমর্পণ না করে, তবে তার পরিণতি গুরুতর হবে।বৈঠক শেষে ট্রাম্প জানান, হামাস অস্ত্র ছাড়লে গাজা সংক্রান্ত শান্তি পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপ দ্রুত কার্যকর করা সম্ভব। তাঁর দাবি, একাধিক দেশ এই শান্তি উদ্যোগে সমর্থন জানিয়েছে এবং প্রয়োজনে হামাসের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপে তারা প্রস্তুত। অস্ত্র ত্যাগের বিষয়ে হামাসকে সীমিত সময় দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।ট্রাম্প আরও বলেন, পরিস্থিতির উপর নজরদারিতে থাকবেন মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনার। অস্ত্র ছাড়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না হলে হামাসের জন্য পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। তবে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের মধ্যে এখনও পূর্ণ ঐকমত্য হয়নি বলেও স্বীকার করেন ট্রাম্প।এদিকে নেতানিয়াহু বৈঠককে ইতিবাচক আখ্যা দিয়ে ট্রাম্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইজরায়েলের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করা হবে, যা এই প্রথম কোনও অ-ইজরায়েলি পাচ্ছেন।উল্লেখ্য, ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের আগে নেতানিয়াহু মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন। গত নভেম্বর মাসে ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতির পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়েই এই বৈঠককে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনৈতিক মহল।আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে, হোয়াইট হাউসের আধিকারিকদের একাংশ নেতানিয়াহুর উপরে কিছুটা অসন্তুষ্ট থাকলেও ট্রাম্পের সঙ্গে এই বৈঠক ফের প্রমাণ করল রিপাবলিকান প্রশাসনের আমলে ইজরায়েল ও আমেরিকার সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে চলেছে।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার শক্তি এবং উসাহের অভাব থাকতে পারে, যার ফলে চারপাশের পরিবেশ কিছুটা ভারাক্রান্ত মনে হতে পারে।

বৃষঃআজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। যাঁরা এখনও বেতন পাননি তারা অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারেন এবং তাদের বন্ধুদের কাছে loanএর জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারেন।শুভ দিন

মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি বিশেষ ভাবে শুভ হবে। আপনি আপনার চারপাশের মানুষদের সঙ্গে সৌহার্দ্য এবং ভালবাসা নিয়ে মেলামেশা করবেন। আপনার যোগাযোগের দক্ষতা

কর্কট রাশি ঃমনে হচ্ছে সিনেমা-থিয়েটারে সন্ধ্যাযাপন বা আপনার স্বামী বা স্ত্রীর সাথে সান্ধ্যভোজ আপনাকে এক আয়েসী এবং চমকপ্রদ মেজাজে রাখবে। আপনি যে অর্থ দীর্ঘকাল থেকে সঞ্চয় করেছিলেন তা আজ কাজে লাগতে পারে। তবে ব্যয় আপনার আত্মাকে কমিয়ে দিতে পারে। বিবাহের যোগ।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য কিছু চ্যালেঞ্জে ভরা দিন হবে। এই সময়টি আপনার আবেগ এবং ব্যক্তিগত জীবনের জন্য কিছুটা কঠিন হতে পারে। আপনার চারপাশের শক্তি কিছুটা উত্তেজনাপূর্ণ এবং অস্থির থাকতে পারে, যা আপনাকে অস্বস্তি বোধ করাবে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।

কন্যাঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। আপনি যে অর্থ দীর্ঘকাল থেকে সঞ্চয় করেছিলেন তা আজ কাজে লাগতে পারে। সংসারে শান্তি

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য সামগ্রিক ভাবে একটি অত্যন্ত শুভ দিন। আপনার ভেতরের শক্তি আপনার চারপাশে ইতিবাচকতা ছড়িয়ে দেবে। ব্যবসায় সাফল্য হবে

মকরঃ স্বাস্হ্যের জন্য অবশ্যই যত্নের প্রয়োজন। আপনার বাবার কোনও পরামর্শ কর্মক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে। আর্থিক উন্নতি আজ হবে।

বৃশ্চিকঃ আজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। সংসারে শান্তি।

ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। আপনার জীবনে উদ্ভূত সঙ্কটগুলো আপনাকে সাময়িক ভাবে কিছুটা উদ্বিগ্ন করতে পারে। আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে আপনার অনুভূতিগুলো ভাগ করে

মীনঃযেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন। বিবাহিত দম্পতিদের আজ তাদের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। আপনি পরিচিত কেউ অর্থকড়ি সংক্রান্ত।

আবহাওয়া

রাজ্য জুড়ে রয়েছে কুয়াশার মোড়ক। উত্তরবঙ্গে আগামী সাত দিনে তাপমাত্রার পরিবর্তনের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে দক্ষিণবঙ্গে কিছুটা পারদ চড়বে বলে জানানো হয়েছে। কলকাতার তাপমাত্রা পরিবর্তনের সম্ভাবনা। তাপমাত্রা প্রায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। কারণ, জম্মু ও কাশ্মীরে রয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। উত্তর-পশ্চিম ভারতে নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে মঙ্গলবার। তার প্রভাবে উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়া বাধা পেতে পারে। তাই ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে পারদ। পশ্চিমের জেলাগুলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯-১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে। উপকূলের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৩-১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, মঙ্গলবার পর্যন্ত ঠান্ডার দাপট বজায় থাকবে। তবে বুধবার থেকে কিছুটা চ।তে পারে তাপমাত্রার পারদ। বছরের শেষে বা নতুন বছরের শুরুতে তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি বাড়ার সম্ভাবনা। সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার দাপট থাকলেও বেলা বাড়লে পরিষ্কার হবে আকাশ। আবহাওয়া মোটের উপর শুস্কই থাকবে শহরে। হাওয়া অফিস আরও জানিয়েছে, আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই কলকাতায়।উত্তরবঙ্গের জেলা গুলোতে শীতের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে ঘন কুয়াশা। মঙ্গলবার দার্জিলিং, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারের নিচে নেমে যেতে পারে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-বিকেল ০৪টা ৫৫মনিট এবং ভোর ০৪টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৯মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

অবহেলিত বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম্ ভবন

মলয় সুরঃ দেশজুড়ে যখন 'বন্দে মাতরম'-এর সার্ধশতবর্ষ পালিত হচ্ছে, তখন তাঁর সৃষ্টিকর্তা তথা বাংলার সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি অবহেলা আর অনাদরে একটু একটু করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। এক সময় তিনি যখন হুগলির চুঁচুড়ায় ছিলেন তখন এই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। ঐতিহ্যবাহী এই বাড়িটিকে সংরক্ষণের জন্য অনেকেই সোচ্চার হলেও সেটা ঠিকমতো কার্যকর হয়নি। আপাতত এই বাড়িটি হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভা রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। একসময় তিনি যখন হুগলির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন এই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। ১৮৮১ সালে হুগলির প্রশাসক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কর্মজীবন শুরু করেন। শুরুতে তিনি এই বাড়ি থেকেই যাতায়াত করেন। এই বাড়ি থেকেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' লেখেন যা আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। ১৮৭৭ সালের শেষ পর্ব থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত চুঁচুড়ায় ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পাশেই গঙ্গা নদী বয়ে গিয়েছে। কয়েক বছর আগে সেই বাড়িটিকে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয় হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভা। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি এবং তাঁর ব্যবহৃত টেবিল-চেয়ার রাখা হয়েছে। কিন্তু তিনি এই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন সেটির এখন কার্যত পেছনের দিকে ভগ্নপ্রায় অবস্থা। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন মেরামত না হওয়ায় বর্তমানে বাড়ি থেকে ইট, বালি খসে পড়ছে। বাংলার সাহিত্য সম্রাটের স্মৃতি বিজড়িত বন্দে মাতরম্ ভবনের বেহাল দশা নিয়ে নানাভাবে প্রশ্ন উঠেছে। এবার সেই কাজটাই করতে চাইছে চুঁচুড়া পুরসভা, সেই সঙ্গে ওই ভবনের আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে বঙ্কিমচন্দ্রের চুঁচুড়া বসবাসের সময়কে ধরে একটি সংগ্রহশালাও তৈরি করা হবে। পুরকর্তাদের দাবি, ওই বিষয়ে সাহিত্য গবেষক থেকে ইতিহাসবিদ প্রত্যেকের কাছে সহযোগিতা চাওয়া হবে। এই ভবনটি হেরিটেজ হিসাবে চিহ্নিত। তাই আমরা একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করেছি। সেটিই হেরিটেজ কমিশন ও রাজ্য পুরদপ্তরের কাছে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে।

মেসি-উন্মাদনায় ক্ষতবিক্ষত যুবভারতী, শুরু হতে চলেছে সংস্কার-খরচ দেবে কে?

লিওনেল মেসির কলকাতা সফর যে শুধু ফুটবলপ্রেমীদের আবেগে ভাসাবে, তা নয়-তা যে শেষ পর্যন্ত যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনকে বড়সড় সংকটে ফেলবে, সেই ইঙ্গিত তখনই মেলেনি। আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী তারকাকে এক ঝলক দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা মুহূর্তে রূপ নেয় বিশৃঙ্খলায়। গ্যালারিতে জায়গা না পেয়ে মাঠে নেমে পড়েন উত্তেজিত জনতা। ভাঙচুরের শিকার হয় গ্যালারির সিট, প্লেয়ারদের টানেল, ক্যানোপি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো। সেই ঘটনার এক মাস পর অবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত যুবভারতী সংস্কারের পথে হাঁটতে চলেছে। কিন্তু প্রশ্ন একটাই-এই বিপুল খরচের দায়ভার কার কাঁধে পড়বে? মেসির সফর ঘিরে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার পর পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তদন্তের নির্দেশ দেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় একটি তদন্ত কমিটি। সেই কমিটিতে ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, ক্রীড়া সচিব রাজেশ সিনহা-সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। তাঁরা সরেজমিনে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন পরিদর্শন করেন এবং ক্ষয়ক্ষতির বাস্তব চিত্র খতিয়ে দেখেন। তদন্তের পাশাপাশি স্টেডিয়ামের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয় পূর্ত দপ্তরকে। সূত্রের খবর, পূর্ত দপ্তর ইতিমধ্যেই নবান্নে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পর রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসনিক স্তর থেকে সংস্কারের কাজ শুরু করার অনুমোদন

মিলেছে। প্রশাসনিক সূত্রের মতে, আগামী বছরের শুরুতেই যুবভারতী সংস্কারের কাজ শুরু হতে পারে। প্রসঙ্গত, তদন্ত কমিটির কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া সম্ভব ছিল না। সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পরই সবুজ সংকেত মিলেছে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ক্রীড়া দপ্তরের অধীনস্থ, আর বর্তমানে সেই দপ্তরের দায়িত্বে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, স্টেডিয়ামের পরিকাঠামোগত সমস্ত কাজের দায়িত্ব পূর্ত দপ্তরের হাতে। ফলে প্রশাসনিক সমন্বয়ে সংস্কারের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলেই মনে করছেন আধিকারিকরা। তবে প্রশাসনিক প্রস্তুতির মাঝেও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এই বিপুল সংস্কার খরচ কে বহন করবে? মেসিকে কলকাতায় আনার মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছেন। রবিবার তাঁকে বিধাননগর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়। সরকারি আইনজীবী আদালতে জানান, টিকিট বিক্রি ও সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস-এই দুই অভিযোগ মিলিয়ে প্রায় ২৩ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে শতদ্রুর বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠছে, যুবভারতীর ক্ষয়ক্ষতির অর্থ আদায় করা আদৌ সম্ভব হবে কি না। আদালতে শতদ্রুর আইনজীবী যুক্তি দেন, ক্ষতির পরিমাণ কি সত্যিই ২৩ কোটি টাকা? নাকি তা ৩ থেকে ৫ কোটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ? এবং যদি অভিযুক্ত জামিনে মুক্ত না হন, তাহলে ক্ষতিপূরণের অর্থ জোগাড় করবেন কীভাবে? ফলে সংস্কারের কাজ শুরু হলেও অর্থের উৎস নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে।

পূর্ত দপ্তরের বেশ কিছুটা জায়গা দখল করে সাত তলা অট্টালিকা নির্মাণের অভিযোগ উঠল আরামবাগে

বনস্পতি দে, আরামবাগ,৩০ ডিসেম্বর ঃ ১৫ দিনের মধ্যে সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করার নোটিস পাঠিয়ে দিয়েছে পূর্ত দপ্তর। শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে, পূর্ত দপ্তরের বেশ কিছুটা জায়গা দখল করে সাত তলা অট্টালিকা নির্মাণের অভিযোগ উঠল খাস আরামবাগ শহরেই। এই ঘটনায় রীতিমতো হইচই পড়ে যায় আরামবাগে। জানা গিয়েছে, আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডের ঠিক বিপরীতে, আরামবাগ বস্ত্রালয়ের পাশে, সাত তলা বহুতল নির্মাণ করছেন ব্যবসায়ী সৌমেন মণ্ডল-সহ বেশ কয়েকজন শরিক। অভিযোগ, পূর্ত দপ্তরের প্রায় ৮ ফুট জায়গা দখল করে এই অট্টালিকা নির্মাণ করা হচ্ছে। এ ছাড়াও, পুরসভা নির্ধারিত যে ছাড় দেওয়ার কথা, তা নিয়েও সংঃদহ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় মানুষজন। তবে সেই বিষয়টা পুরসভা দেখবে। কিন্তু সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করার জন্য পূর্ত দপ্তর নোটিস দেওয়ার পাশাপাশি, নির্ধারিত দিন বেঁধে দেয়, যাতে দখল করা জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, এই অট্টালিকা আরামবাগ শহরের প্রাণকেঃদ্র তৈরি হচ্ছে। জনবহুল এলাকা হওয়ায়, প্রতি দিন এই এলাকারই একেবারে পাশ দিয়ে কয়েক হাজার মানুষ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় নানা কাজে আসেন। এই জন্য সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করতে বদ্ধপরিকর প্রশাসন। সাধারণ মানুষের যাতে কোনও অসুবিধে না হয়, সেই জন্য সরকারি নিয়ম মেনে বিল্ডিং তৈরির নির্দেশ দিয়েছে তারা। এই বিষয়ে আরামবাগের পূর্ত দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা ওই জায়গা মাপজোক করেন। কিন্তু দেখা যায়,

কিছুটা সরকারি জায়গা দখল হয়ে রয়েছে। তাই, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করার জন্য নোটিস দেওয়া হয়েছে। যদি তা না হয়, তা হলে সরকারি আইন মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' জানা গিয়েছে, পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে এই বিল্ডিং নিয়ে ইতিমধ্যেই আরামবাগ মহকুমা শাসক থেকে শুরু করে পুরসভা-সহ বিভিন্ন দপ্তরকে জানানো হয়। অন্য দিকে, ওই বিল্ডিংয়ের মালিকপক্ষের তরফে সৌমেন মণ্ডল বলেন, 'নোটিস দেওয়া হয়েছে। সরকারি জায়গা দখল করে কোনও বিল্ডিং করা হবে না। সরকারি ভাবে একটা মাপজোক হয়েছে। এ বারে আমাদের তরফে ও সরকারি তরফে যৌথ ভাবে একটা মাপজোক হবে। যদি দেখা যায়, সরকারি জায়গা দখল হয়েছে, তা হলে আইন মেনে ভেঙে দেওয়া হবে। আমরা আইন মেনেই কাজ করব।' কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, প্রকাশ্যে যখন এই নির্মাণকাজ করা হয়, তখন মালিকপক্ষ কেন মাপজোক না করেই কাজ শুরু করলেন? পূর্ত দপ্তরও কি জেগে ঘুমোচ্ছিল? এই বিষয়ে বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, 'এখানেও নিশ্চয়ই কাটমানির ব্যাপার আছে। তা না হলে, শহরের মূল জায়গায়, প্রকাশ্যে সরকারি জায়গা দখল করে এত ব। একটা নির্মাণকাজ হয় কী ভাবে? আমরাও প্রতিবাদ করছি। অবিলম্বে পূর্ত দপ্তর যেন বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করে। না হলে আমরাও পথে নামব।' অন্য দিকে, তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক তথা ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার স্বপন নন্দী বলেন, 'বিষয়টি আমাদের জানার বিষয় নয়। পূর্ত দপ্তর পদক্ষেপ করেছে। পুলিশ ও প্রশাসন দেখছে।'

রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল মুজরাকোণ্ডা গ্রামবাসীদের উষ্ণতা প্রদান অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদাতা, ৩০ ডিসেম্বর ঃ শীতের ঠান্ডা যখন বাড়ছে, রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল দুর্গাপুরের জেমুয়া পঞ্চায়েতের একটি ছোট গ্রাম মুজরাকোণ্ডার অবহেলিত গ্রামবাসীদের উষ্ণতা এবং সান্ত্বনা প্রদানের জন্য এগিয়ে এসেছে। একটি হৃদয়গ্রাহী উদ্যোগে, ক্লাবটি একটি উদার স্পনসর পরিবার, হাজরা পরিবারের সহযোগিতায় আজ গ্রামবাসীদের ৫০ টি উলের কম্বল বিতরণ করেছে। গ্রামবাসীদের হাতে কম্বলগুলি তুলে দেন স্পনসর পরিবার এবং রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রালের সভাপতি রোটারিয়ান মানতার সিং, যিনি আনন্দ এবং উষ্ণতা ছড়াতে গ্রামে গিয়েছিলেন। এই মহৎ কাজটি গ্রামবাসীদের অনেক প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যারা কঠিন শীতের রাতগুলি মোকাবিলা করতে সংগ্রাম করছে। এই উদ্যোগটি কমিউনিটিকে সেবা করার এবং প্রয়োজনীয়দের জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য ক্লাবের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ। হাজরা পরিবারের উদারতার জন্য এবং রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রালের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য আমরা তাদেরকে সম্মান জানাই। আসুন আমরা এই নিরলস কাজ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে আমাদের নিজেদের মতো করে পরিবর্তন আনতে একসাথে হাত মেলাই। একসাথে, আমরা এই শীতকে যারা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের জন্য একটু উষ্ণ করতে পারি।

উদ্যোগী অভিষেক, দুর্ঘটনায় মৃত বিএলএ-২ চন্দন সরকারের পরিবারের পাশে দাঁড়ালো দল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ডোমজড়,৩০ ডিসেম্ভর ঃ শনিবার মর্মান্তিক এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ডোমজুড়ের বালি-জগাছা ব্লকের ১৮৬নং বুথের বিএলএ-২ ও বুথ সভাপতি চন্দন সরকার (৩৯)। তাঁর এই অকালপ্রয়াণে সমাজমাধ্যমে ঘটনার দিনই গভীর শোক ব্যক্ত করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তাঁরই উদ্যোগে চন্দনের শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ালো তৃণমূল। আর্থিক সহায়তা করা হয়। পাশাপাশি দলের তরফ থেকে পরিবারের পাশে থাকারও বার্তা দেওয়া হয়। সোমবার চন্দনের বাড়িতে যান ডোমজুড় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তাপস মাইতি সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তাপস বাবু বলেন, 'সবাই দেখছেন যে নির্বাচন কমিশনের অপরিকল্পিত পরিকল্পনার কারণে এসআইআর পর্বে কতো মানুষের প্রাণ চলে গেছে। চন্দন সরকার বিএলএ-২ হিসেবে হিয়ারিংয়ে বুথের মানুষকে সাহায্য করবেন বলে যাচ্ছিলেন। রাস্তাতেই দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। নির্বাচন কমিশনের অপরিকল্পিত পরিকল্পনার কারণে আজকে কতো মানুষের প্রাণ চলে যাচ্ছে। এর দায় নির্বাচন কমিশনের এবং ভারতীয় জনতা পার্টির। আমরা আজকে চন্দন সরকারের বাড়িতে এসেছিলাম। উনি আমাদের বুথ সভাপতি ছিলেন এবং বিএলএ-২ হিসেবে কাজ করছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দল ওনার পরিবারের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর অফিস থেকে নির্দেশ পেয়েই আমরা দলগতভাবে এখানে এসেছি। চন্দনের ছেলের পড়াশোনা থেকে শুরু করে ওনার পরিবারের পাশে আমরা সর্বতোভাবে থাকব।' উল্লেখ্য, গত শনিবার ২৭ ডিসেম্বর সকালে স্কুটি নিয়ে যাওয়ার পথে দিল্লি রোড ও বম্বে রোডের ক্রসিংয়ে লরির ধাক্কায় চন্দন সরকারের মৃত্যু হয়। চন্দন বাবুর বাড়ি ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের নিশ্চিন্দয়।

জয়নগরে হয়ে গেল মেগা ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,৩০ ডিসেম্ভর ঃকনকনে শীতে জয়নগরে হয়ে গেল মেগা ফুটবল খেলা। ম্যাজিক বাস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফিফা ফাউন্ডেশনের সহায়তায় সোমবার জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার বকুলতলা ইয়ং ফাইটার্স ক্লাবের মাঠে হয়ে গেল মেগা ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫।এদিনের এই আয়োজনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল বালিকাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, খেলাধুলার মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশ এবং জীবনদক্ষতা শিক্ষা প্রদান। ফুটবলকে একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে শিশুদের মধ্যে দলগত কাজ, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস ও সহনশীলতা গা।ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ, সমাজসেবী হারুন রসিদ মোল্লা, প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার শৌভিক ঘোষ, পেশাদার ফুটবলার, ইস্ট বেঙ্গল এফসির শুভম সেন সহ আরো অনেকে। ম্যাজিক বাস ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রীড়া ভিত্তিক জীবনদক্ষতা শিক্ষার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও কিশোর কিশোরীদের শিক্ষা থেকে জীবিকার পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করে চলেছে। এই মেগা টুর্নামেন্টে স্থানীয় অভিভাবক, শিক্ষক, কমিউনিটি সদস্য ও প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল।এদিন আয়োজকরা বলেন, ভবিষ্যতে আরও বৃহ পরিসরে এ ধরনের ক্রীড়া-ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের পাশে হুগলি প্রেস ক্লাব, সঙ্গে বাবুল সুপ্রিয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, হুগলি, ৩০ ডিসেম্ভর ঃ চোখের আলোয় দেখে ছিলেম, চোখের বাহিরে-এই মানবিক দর্শন ও সমাজের প্রতি দাযবদ্ধতাকে সামনে রেখে চেনা গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে নিরন্তর ঘড়ির কাঁটার মতোই শহর থেকে গ্রাম, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে চলার অঙ্গীকার নিয়েছে হুগলি প্রেস ক্লাব। ভয় বা সংকোচের ঊর্ধ্বে উঠে অন্ধকার থেকে আলোর পথে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই যাত্রা আজ আরও এক মানবিক অধ্যায়ের সাক্ষী হতে চলেছে। এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে শ্রীরামপুরের আর এম এস ময়দানে এক শীতকালীন সন্ধ্যায় একঝাঁক দৃষ্টিহীন পড়ুয়া ও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে কিছু নির্ভেজাল মুহূর্ত। মঞ্চে উত্তরপাড়া লুই ব্রেইল মেমোরিয়াল স্কুল ফর সাইটলেস স্কুলের ১২ জন দৃষ্টিহীন পড়ুয়ারা সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। আন্তরিক আড্ডা, ভালোবাসার স্পর্শ ও মানসিক সাহচর্য-যেখানে আনন্দই ভাষা, আর সহমর্মিতাই বন্ধন। এই বিশেষ সন্ধ্যায় শিশুদের পাশে থেকে তাঁদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার বার্তা পৌঁছে দিতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী ও সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়, পরিবহনমন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চাঁপদানি বিধানসভার বিধায়ক অরিন্দম গুইন থেকে শুরু করে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। অতিথিদের উপস্থিতিতে এই মানবিক উদ্যোগকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, দর্শকদের জানাই কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণ, হুগলি প্রেস ক্লাবের এই উদ্যোগ শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং সমাজের প্রান্তিক শিশুদের প্রতি দায়িত্ববোধ ও মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-যেখানে না বলা কথাগুলি মিশে যায় ভালোবাসা, সহানুভূতি ও আশার আলোয়।

এস আই আরে আতঙ্কিত হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, উলুবেড়িয়া,৩০ ডিসেম্ভর ঃ হাওার আমতার সাবসীট গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রাহ্মণ গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। এস আই আরে আতঙ্কিত হয়ে মৃত্যু হয়, মৃতের নাম সেখ জামাত আলি (৬৪) বৎসর। পরিবারের দাবি ২০০২ সালে তার নাম ভোটার তালিকায় ছিল না।

বিস্তৃত বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৬০_২০২৫/কে/১২৮৮ তারিখঃ ২৪-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ৬০_২০২৫। কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলে- তিন (০৩) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটিহার মণ্ডলের এলএইচবি টাইপ এসি এবং টিএল কোচসমূহে উপলব্ধ করা পিআইই মেকের আরইবিসির (রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার) বিস্তৃত বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১৬,২৪,৭৯১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩২,৫০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-০১-২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী **১৫-০১-২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএণ্ডসিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিস্তৃত বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৫৫-২০২৫/কে/১২৮৩ তারিখঃ ২৪-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ৫৫-২০২৫। কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলে- তিন (০৩) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটিহার মণ্ডলের এলএইচবি টাইপ এসি এবং টিএল কোচসমূহে উপলব্ধ করা ইইসি মেকের আরইবিসির (রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার) বিস্তৃত বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪২,৪৪,৩৫২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৮৪,৯০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-০১-২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী **১৫-০১-২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএণ্ডসিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

শুনানি কেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে রীতিমতো কাঁপছেন পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব সংবাদদাতা,গোঘাট, ৩০ ডিসেম্ভর ঃ এসআইআর-এর শুনানি শুরু হওয়ার পর লাইনে দেখা গেল তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চাযেত় প্রধানকে। তাঁর বাবা ও মা উভয়েরই নাম নেই ২০০২-এর এসআইআর তালিকায়। ফলে জটিলতা তৈরি হয়েছে। সোমবার সকালে হুগলির গোঘাটে পঞ্চাযেত় প্রধানকে দেখা গেল, শুনানি কেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে রীতিমতো কাঁপছেন তিনি। তিনি জানিয়েছেন, দিদির নাম নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন তিনি। নোটিস পেয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান। তাঁর বৃদ্ধ বাবা ও মা দুজনেই বেশ আতঙ্কিত। তাঁদের বক্তব্য, বিজেপি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই এগুলো করছে। পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, সবথেকে বেশি চিন্তিত আছি আমার দিদি-ক নিয়ে। বাবা ও মায়ের ২০০২-এর লিস্টে নাম না থাকায় বিবাহিত দিদির ম্যাপিং হচ্ছে না। তাই তিনি ভয়ে আছেন আর কাঁপুনি হচ্ছে।

উত্তর প্রদেশ বিহার রাজ্য সংবাদদাতার মাতৃবিয়োগ

নিজস্ব সংবাদাতা, ৩০ ডিসেম্ভর ঃ তৎকাল বার্তার উত্তর প্রদেশ বিহার রাজ্য সংবাদদাতা শ্রীমতী সুশীলা দেবীর মা, ৫১ বছর বয়সে স্থানীয় বাবা রাঘব দাস মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।রাজঘাটে রাপ্তি নদীর তীরে মৃতদেহ দাহ করা হয়েছিল। তাঁর ছোট ছেলে বিনয় শঙ্কর চিতায় আগুন জ্বালিয়েছিলেন। সুশীলা দেবী একটি প্রতিবন্ধী ছেলে সহ পুরো পরিবার রেখে গেছেন। এক প্রতিবন্ধী ছেলে ছাড়াও বীরেন্দ্রকুমার যাদবের সাথে বিবাহিত। মৃত সুশীলা দেবীর স্বামী, প্রয়াত খুব লাল, উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ট্রেন ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

কুয়াশার কারণে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন কমাতে গৃহীত পদক্ষেপ

৩০ ডিসেম্ভর ঃ জিএমনর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়েকে ট্রেনগুলির রিয়েল-টাইম পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে এবং ক্যাটারিং সহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডিআরএমদিল্লি, লখনউ, মোরাদাবাদ, বেনারস, প্রয়াগরাজকে ট্রেনগুলির রিয়েল-টাইম পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে এবং ক্যাটারিং সহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ট্রেন সঠিক সময়ে চালু করার জন্য বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং শতাব্দী এক্সপ্রেসের জন্য অতিরিক্ত রেক উপলব্ধ রাখা হবে। কয়েকটি উদাহরণঃ উপলব্ধ ২০-কোচের বন্দে ভারত রেকটি নতুন দিল্লি-বারাণসী পরিষেবা সঠিক সময়ে চালু করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। নর্দার্ন রেলওয়ের কাছে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অতিরিক্ত হিসেবে থাকা আরেকটি ২০-কোচের রেক বারাণসী এবং নতুন দিল্লির মধ্যে বন্দে ভারত পরিষেবা সঠিক সময়ে চালু করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। ১৬-কোচের বন্দে ভারত পরিষেবা বাড়ানোর জন্য নির্ধারিত একটি ২০-কোচের বন্দে ভারত রেক ওয়েস্টার্ন সেন্ট্রাল রেলওয়ে থেকে নর্দার্ন রেলওয়েতে নিয়ে আসা হচ্ছে, যাতে বঃেদ ভারত পরিষেবা সঠিক সময়ে চালু করা যায়। ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে এবং সাউদার্ন রেলওয়েতে, দেরিতে চলা ট্রেনগুলি সঠিক সময়ে চালু করার জন্য উপলব্ধ কোচ দিয়ে ২টি এসি রেক তৈরি করা হচ্ছে। অতিরিক্ত রেকগুলির জন্য ক্যাটারিংযের ব্যবস্থা আইআরসিটিসি করবে। অতিরিক্ত রেকগুলির জন্য ওবিএইচএসলিনেনের ব্যবস্থা করা হবে।

অভিষেকের দাবিতে সাড়া, প্রবীণদের বাড়িতে শুনানির বিজ্ঞপ্তি নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা,৩০ ডিসেম্ভর ঃ লাগাতার চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত অবস্থান বদল করল নির্বাচন কমিশন। এসআইআর সংক্রান্ত শুনানি পর্বে প্রবীণ ও অসুস্থ ভোটারদের হয়রানি নিয়ে. তৈরি হওয়া বিতর্কের আবহে বড় সিদ্ধান্ত নিল কমিশন। নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, ৮৫ বছর বা তার বেশি বয়সের ভোটারদের আর শুনানি কেন্দ্রে হাজির হতে হবে না। তাঁদের ক্ষেত্রে বাড়িতেই শুনানির ব্যবস্থা করা হবে। শুধু তাই নয়, অসুস্থ এবং বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য হবে বলে স্পষ্ট জানিয়েছে কমিশন। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, মানুষের স্বার্থে তৃণমূল বরাবরই লড়াই করে এসেছে। তাঁর বক্তব্য, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে যে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে কমিশন যে পদক্ষেপ করেছে, তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট। প্রসঙ্গত, গত শনিবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে এসআইআর সংক্রান্ত শুনানি পর্ব। কিন্তু শুরু থেকেই এই প্রক্রিয়া ঘিরে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির অভিযোগ উঠতে থাকে। কনকনে ঠান্ডার মধ্যে বিভিন্ন শুনানি কেন্দ্রে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে দেখা যায় প্রবীণ নাগরিকদের। নির্বাচন কমিশনের তরফেই আগে জানানো হয়েছিল, ৮৫ বছরের ঊর্ধ্বে প্রবীণ

ভোটারদের শুনানির জন্য ডাকা হবে না। বাস্তবে সেই নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ে। শুধু প্রবীণ নন, অসুস্থ ভোটারদেরও শুনানি কেন্দ্রে হাজির হতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। এই পরিস্থিতিতে প্রথম থেকেই নির্বাচন কমিশনের উপর চাপ বাড়াতে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার প্রকাশ্যে প্রবীণ নাগরিকদের হয়রানির প্রসঙ্গ তোলেন। সোমবারও কলকাতায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঁচ সদস্যের তৃণমূল প্রতিনিধি দল যায়। সেখানে প্রবীণ, অসুস্থ ও বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের শুনানিতে হাজিরা সংক্রান্ত সমস্যার কথা তুলে ধরা হয় এবং অবিলম্বে মানবিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবি জানানো হয়। এরপরেই আসে কমিশনের বিজ্ঞপ্তি। তাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ৮৫ বছর বা তার বেশি বয়সের কোনও ভোটারকে শুনানি কেন্দ্রে যেতে হবে না। অসুস্থ ও বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের ক্ষেত্রেও বাড়িতেই শুনানির ব্যবস্থা করা হবে। এমনকি ইতিমধ্যে যদি কাউকে শুনানির নোটিস পাঠানো হয়ে থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট ইআরও, এইআর বা বিএলও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি জানাবেন বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তিকে সমাজমাধ্যমে শেয়ার করে অভিষেক বন্দেদ্যাপাধ্যায়য আরও লেখেন, ' অনুরোধ প্রবীণ নাগরিকদের, বিশেষ করে ৬০ বছরের বেশি বয়সের কোনও ব্যক্তি, যাঁরা কোনও শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন তাঁদের কথা যেন একটু বিবেচনা করা হয়। আশা করি, এইসব ভোটেরদের শুনানি থেকে অব্যাতি দেওয়া হবে। যাতে অযথা কষ্ট না হয়।'

চুঁচুড়া-মগড়া ব্লক অফিসে শুনানি বন্ধ করে দেন বিধায়ক অসিত মজুমদার

নিজস্ব সংবাদদাতা,হুগলি, ৩০ ডিসেম্ভর ঃ সোমবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ চুঁচুড়া-মগড়া ব্লক অফিসে শুনানি বন্ধ করে দেন তিনি। প্রায় এক ঘণ্টা বন্ধ থাকে হিয়ারিং পর্ব। BLA-২-দের শুনানিতে না রাখলে হিয়ারিং হবে না- যেমন কথা, তেমন কাজ চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের। এ দিকে BDO অফিসের বাইরে তখন লম্বা লাইন। বিপাকে পড়েন তাঁরা। BDO অফিস চত্বরে হাওয়া গরম হতে শুরু করে। ঘটনাস্থলে আসে মগরা থানার পুলিশ। কমিশন সূত্রে খবর, জেলাশাসকের হস্তক্ষেপের পরে শুনানি শুরু হয়। তবে চুঁচুড়া সদরের মহকুমা শাসক অয়ন নাথকে ফোন করা হলে এ নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, ' এই ধরনের হিয়ারিং পদ্ধতির বিরুদ্ধে। যাঁকে পারছে, শুনানিতে ডাকছে। কত বয়স্ক মানুষ

দেখছি অ্যাম্বুল্যান্সে পর্যন্ত এসেছেন। এর অর্থ কী? যাঁরা সরকারি কর্মী, দীর্ঘদিন সরকারি কাজ করেছেন, অবসর নিয়েছেন, পেনশন পান, তাঁদেরও হিয়ারিং-এ ডাকা হচ্ছে। পাসপোর্ট থাকুক বা ২০০২-এর SIR লিস্টে নাম থাকুক, হিয়ারিং নোটিস দিয়ে দিচ্ছে। এই দুর্ভোগের শেষ কোথায় কেউ জানে না।' অসিতের দাবি, স্বচ্ছতা আনতে হলে BLA-২-দের প্রবেশের অধিকার দিতে হবে। তাঁর দাবি, ফর্ম বিলি থেকে অন্য কাজে যদি BLA-২ থাকতে পারেন, তা হলে শুনানিতে কেন নয়? একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, BLA-২ থাকতে পারবেন না, তা লিখিত ভাবে দিতে হবে। BLA-২-দের সরিয়ে ইচ্ছেমতো নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হবে, তা চলবে না। একজনও যোগ্য ভোটারের নাম বাদ দেওয়া যাবে না।' যদিও খবর পৌঁছতেই প্রশাসনের লোকজন নড়েচড়ে বসে। ফোনাফোনি শুরু হয়। সূত্রের খবর, ঘণ্টাখানেক পরে সমস্যা মেটে। আবারও শুরু হয় হিয়ারিং পর্ব।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩১ সংখ্যা, বুধবার, ১৫ পৌষ ১৪৩২

মনরেগা মুছে 'জি রাম জি বিল' গান্ধী-বর্জনের রাজনীতি?

গ্রামীণ ভারতের দরিদ্র মানুষের ন্যূনতম কর্মসংস্থানের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য যে আইন এক সময় আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রশংসিত হয়েছিল, আজ সেই আইনই কার্যত বিলুপ্তির পথে। ' গবেষকদের মতে, 'গ্রামীণ ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট' বা মনরেগা বাতিল করে কেন্দ্রীয় সরকার যে নতুন বিল এনেছে, তা শুধু শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী নয়, বরং অঙ্গরাজ্যগুলির আর্থিক ও প্রশাসনিক অধিকারের ওপরও গভীর আঘাত হানছে- এমনটাই মত বহু অর্থনীতিবিদ ও সমাজকর্মীর। এই আশঙ্কার সূত্রপাত হয়েছিল ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই। সে বছর বাজেটে মনরেগা প্রকল্পে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়। তখনই বিশ্বের ২৮ জন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে সতর্ক করেছিলেন- মনরেগা দুর্বল করা হলে গ্রামীণ ভারতের জীবিকা সঙ্কট আরও তীব্র হবে। এক দশক পর সেই আশঙ্কাই বাস্তব রূপ নিল। নতুন প্রস্তাবিত আইনটির নাম- ' বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)ঃ ভিবি-জি রাম জি বিল ২০২৫'। নাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল করা হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর নাম। শুধু নাম নয়, মনরেগার বহু মৌলিক কাঠামোই এই বিলে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ফলে যে আইন এক সময় কাজের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দিয়েছিল, তা এখন কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ হয়ে প।ার আশঙ্কা প্রবল। মনরেগা আইনটি ২০০৫ সালে ইউপিএ সরকারের আমলে প্রণীত হয় এবং ২০০৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর নামে নামাঙ্কিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল- গ্রামীণ শ্রমজীবী পরিবারগুলিকে বছরে অন্তত ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা দেওয়া। মজুরি বাবদ সম্পূর্ণ খরচ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের ৭৫ শতাংশ ব্যয় বহনের দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রের উপর। রাজ্যের দায়িত্ব ছিল বাকি ২৫ শতাংশ ব্যয় এবং কাজ না পেলে বেকার ভাতা দেওয়া। এই কাঠামোর ফলেই আর্থিক ভাবে দুর্বল রাজ্যগুলিতেও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে রাস্তা, পুকুর, জলসংরক্ষণ প্রকল্পের মতো পরিকাঠামো তৈরি হয়েছিল। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের ২০১১-১২ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশের ৩৮ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের কাছে মনরেগার জব কার্ড ছিল। পশ্চিমবঙ্গে এই হার ছিল প্রায় ৬০ শতাংশ। কোভিড অতিমারীর সময় মনরেগার গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয়। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ৫২ দিন কাজ পেয়েছিলেন জব কার্ডধারীরা, যা জাতীয় গড়ের সমান। অথচ ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নিজেই মনরেগাকে ' শাসনের ব্যর্থতার স্মারক' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় হল- ২০২২ সালের মার্চ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের মনরেগার টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। হাজার হাজার শ্রমিকের বকেয়া মজুরি আটকে থাকে, যা আইনের সরাসরি লঙ্ঘন। মজুরি সময়মতো দেওয়া মনরেগা আইনের অন্যতম মূল শর্ত হলেও কেন্দ্র দীর্ঘদিন তা মানেনি। নতুন 'জি রাম জি বিল'-এ পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। এখানে মজুরির খরচের ৪০ শতাংশ রাজ্যের উপর চাপানো হয়েছে (উত্তর-পূর্ব ও পাহাড়ি রাজ্যে ১০ শতাংশ)। অর্থাৎ আর্থিক ভাবে দুর্বল রাজ্যগুলিতে কাজের গ্যারান্টি কার্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। কাজের দিন ১০০ থেকে ১২৫ করা হলেও, তার আর্থিক দায় মূলত রাজ্যকেই বহন করতে হবে- যা বাস্তবে অসম্ভব। আরও বিপজ্জনক দিক হল, বরাদ্দ নির্ধারণে রাজ্যের মতামতের গুরুত্ব পুরোপুরি তুলে দেওয়া হয়েছে। আগে রাজ্যের চাহিদার ভিত্তিতে কেন্দ্র বরাদ্দ করত। এখন কেঃদ্র নিজস্ব মাপকাঠিতে টাকা দেবে। ফলে প্রকৃত চাহিদা ও বরাদ্দের মধ্যে ফারাক তৈরি হবে, যার ভোগান্তি প।বে শ্রমজীবী মানুষের উপর। এছাড়া নতুন বিলে চাষের মরসুমে মোট ৬০ দিন প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখার বিধান রাখা হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ কৃষি মজুরি বাড়ার যে সুযোগ মনরেগা তৈরি করেছিল, তা নষ্ট হবে। ধনী ও মধ্য কৃষকরা কম মজুরিতে শ্রমিক পাবে, আর কৃষিমজুররা হারাবে দর কষাকষির ক্ষমতা। সব মিলিয়ে এই বিল শ্রমিক-বিরোধী, রাজ্য-বিরোধী এবং সমাজকল্যাণমূলক নীতির পরিপন্থী। প্রশ্ন উঠছে- এত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেন মহাত্মা গান্ধীর নাম মুছে দেওয়া হলো? অনেকের মতে, বিজেপির রাজনৈতিক মতাদর্শে অসাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতির প্রতীক গান্ধীর কোনও জায়গা নেই। গান্ধী জনমানসে জীবিত থাকলে হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ মসৃণ হয় না। তাই সরাসরি আঘাত নয়, ধীরে ধীরে ইতিহাস ও নীতির পরিসর থেকে গান্ধীকে সরিয়ে দেওয়াই লক্ষ্য। নাথুরাম গডসের পথ নয়, বরং নীরব প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়েই গান্ধীকে মুছে ফেলার এই প্রয়াস- সেটাই কি 'জি রাম জি বিল'-এর অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য? এই প্রশ্নই আজ ভারতের গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়ের ভবিষ্য নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। সব দিক বিবেচনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মনরেগার জায়গায় প্রস্তাবিত 'জি রাম জি বিল' শুধু একটি আইনি পরিবর্তন নয়, বরং গ্রামীণ ভারতের কর্মসংস্থান, সামাজিক সুরক্ষা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর একটি গভীর আঘাত। যে আইন প্রায় দু'দশক ধরে দেশের কোটি কোটি প্রান্তিক মানুষের ন্যূনতম রোজগারের ভরসা ছিল, তাকে আরও শক্তিশালী করার বদলে তার মূল দর্শনকেই দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে। কেঃদ্রীয় সরকারের আর্থিক দায় কমিয়ে রাজ্যের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানোয় বাস্তবে কাজের গ্যারান্টি অনেক রাজ্যেই কার্যকর থাকবে না। বরাদ্দ নির্ধারণে রাজ্যের মতামত উপেক্ষা করা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকেও প্রশ্নের মুখে ফেলছে। এর পাশাপাশি মহাত্মা গান্ধীর নাম মুছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিছক প্রশাসনিক নয়, বরং গভীর রাজনৈতিক তাপর্য বহন করে। গান্ধী ছিলেন অসাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক ন্যায় ও দরিদ্র মানুষের অধিকারের প্রতীক। সেই প্রতীককে সরিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে শুধুই একটি নাম নয়, একটি আদর্শকেও আ।াল করার চেষ্টা চলছে।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

সে অনেক দিনের কথা। তিন যুগ হ'য়ে গেল। ১৩২০ সাল। শ্রীশ্রীঠাকুরের বয়স হবে তখন চব্বিশ-পঁচিশ। যৌবনের জোয়ারে জীবন তাঁর কানায়-কানায় ভরা-উচ্ছল জীবনের উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্য্যে তখন থেকেই তিনি মানুষের স্বাস্থ্য দান করতেন, জীবন দান করতেন-ডাক্তারী করতেন তিনি। ডাক্তারী তিনি চিরদিনই করতেন-এখনও করেন শরীরের-মনেরও! কত রুগ্ন স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে তাঁর হাতে, কত লোক প্রাণ পেয়েছে, মরা মানুষও সেদিন তাঁর অমৃতস্পর্শে জীবন্ত হ'য়ে উঠল-এ স্বপ্ন নয়, কাহিনী নয়-এই ছিল বাস্তব সেদিন! আমরাও দেখেছি,-খুব বেশী দিনের কথা নয়-পাবনা সৎসঙ্গ-আশ্রমে তার পূর্ব্বে বহু বসর ধ'রে কেউই মরতে পারেনি-প্রথম যখন কানাই নামে একটি যুবক মারা গেল, তখন এই যুবকটির অকালমৃত্যুর জন্য আশ্রমবাসী অনেকেরই কাছে আমাদের জবাবদিহি দিতে হয়েছিল-এই বিংশ শতাব্দীতেও!

শ্রীশ্রী মা সারদা

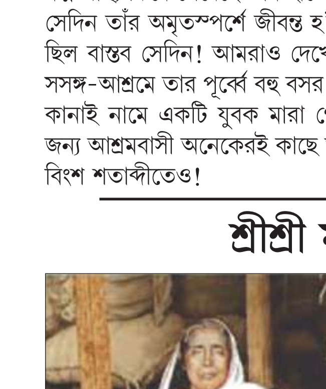

বলরাম বসুজায়া কৃষ্ণভাবিনী রোগে শোকে জর্জরিত হইয়া স্থান পরিবর্তনের জন্য বিহারের কৈলোয়ারে যান। মা-ও এই দুঃসময়ে তাঁহার সঙ্গে দুই-মাস থাকিয়া তাঁহার মনে শান্তি দেন। কৃষ্ণভাবিনী বাবুরামের ভগিনী। তাঁহাদের মাতা হুগলী জেলার অন্তঃপাতী স্বগ্রাম আঁটপুরে দুর্গোসবে নিমন্ত্রণ করায় গোলাপ-মা ও যোগীন-মাকে লইয়া মা তথায় গমন করেন। পূজার পর জননী ও ভ্রাতাদের লইয়া মা কাশী হইয়া আবার বৃন্দাবনে যান এবং তিন মাস খুব আনন্দে কাটান। ফিরিবার কালে একটি বালগোপাল মূর্তি কিনিয়া আনেন। কয়েকদিন পরে মা স্বপ্নে দেখেন-গোপাল বলিতেছে, 'তুমি আমায় এনে ফেলে রেখেছ, খেতে দাওনি, পুজো করনি। তুমি পুজো না করলে আমাকে কেউ পুজো করবে না।' পরদিনই মা সযত্নে গোপালকে পূজা করিয়া ও খাওয়াইয়া ঠাকুরের পাশে রাখিয়া দিলেন।

সমকালীন রক্ষণশীল ব্যক্তিদের ধারণা ছিল যে, আইন পাস হলেও বিধবাবিবাহ বাস্তবে আদৌ ঘটা সম্ভব নয়

বিশেষ প্রতিনিধি,(দ্বিতীয় পর্ব)ঃ পরিশেষে একথাও উল্লেখ্য যে, এই পত্ররচয়িতাও কিন্তু বিধবাবিবাহের বিষয়ে তকালীন দেশের সরকারের সাহায্য গ্রহণ করবার পক্ষপাতী ছিলেন। গবেষকদের মতে, যদিও এই পত্রদাতার বক্তব্য খুব যে ব্যাখ্যামূলক বা বিশ্লেষণাত্মক ছিল-সেটা নয়, কিন্তু তবুও সেকালের হিসেবে প্রগতিশীল বক্তব্যের প্রকাশ ঘটবার জন্য এই পত্রটির একটি ঐতিহাসিক মূল্যও রয়েছে। তাছাড়া সমকালীন ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, এই পত্রদাতার বক্তব্য তখন দেশের কোন কোন মহলে বেশ আলো।নের সৃষ্টিও করেছিল। আর একারণেই এরপরে ১৮৪২ সালের ২৬শে এপ্রিল তারিখের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় উপরোক্ত পত্রের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। সেই পত্রপ্রেরক জানিয়েছিলেন যে, একবার সম্প্রদান করা হয়ে গেলে সেই কন্যার ওপরে পিতামাতার আর কোন স্বত্ব থাকে না, অতএব বিধবাকন্যাকে দ্বিতীয়বার সম্প্রদান করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই পত্রপ্রেরকের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ১৮৪২ সালের পঞ্চম সংখ্যার বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকায় প্রকাশিত আরেকটি পত্রে প্রতিবাদকারী লেখক জানিয়েছিলেন যে, মনুর মত অনুযায়ী বিধবাবিবাহে দান না থাকলেও সংস্কার কিন্তু রয়েছে তাছাড়া বিধবা নিজেই নিজেকে দান করতে পারেন। এছাড়া স্পেক্টেটরের পত্রলেখক একইসাথে একথাও জানিয়েছিলেন যে, নবাবী আমলে রাজা রাজবল্লভ সেনের বিধবাকন্যার বিবাহের বিষয়ে ভারতের নানা জায়গা থেকে আগত পণ্ডিতেরা-স্বামীর দেশান্তর গমন, মরণ, সন্ন্যাস ধর্মাবলম্বন, ক্লীবত্ব এবং পাতিত্ব এই পঞ্চ প্রকার আপদে স্ত্রীলোকের প্রতি বিবাহান্তর করণের বিধি আছে (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, পৃ-৯১)

-এই প্রমাণের ওপরে ভিত্তি করে বিধবাবিবাহের অনুকূলে রায় দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে একথাও উল্লেখ্য যে, যদিও স্পেক্টেটর পত্রিকার এই প্রতিবাদকারী পত্রদাতা বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু তবুও পুণর্ভূ পুত্রের ধনাধিকার বিষয়ে তিনি সরকারের সহায়তা গ্রহণ করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। এছাড়া সমকালীন রক্ষণশীল ব্যক্তিদের ধারণা ছিল যে, আইন পাস হলেও বিধবাবিবাহ বাস্তবে আদৌ ঘটা সম্ভব নয় আর ১৮৫৬ সালের ১৫নং আইন, অর্থাৎ-বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার অব্যবহিত পরেই কোন বিবাহের ঘটনা অনুষ্ঠিত না হওয়ার জন্য তাঁদের সেই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে দেশে তখন বিধবাবিবাহ নিয়ে নানাধরণের গুজব রটে গিয়েছিল এবং এই আইনের বিরোধীপক্ষীয়রা নানা কথা বলবার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এই আইন পাস হওয়ার পরে বিদ্যাসাগর খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আর এজন্য তখন তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁর এই বিশ্রাম নেওয়ার সময়েই বিরোধীপক্ষীয়রা এবিষয়ে এমনতর কথা বলবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে এবিষয়ে তখন যে-ই যা কিছু অনুমান করুন না কেন, আইনানুগ বিধবাবিবাহ দেওয়ার জন্য বিদ্যাসাগর ঠিকই চিন্তা করে নিয়েছিলেন, এবং সেইমত ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে খোদ কলকাতাতেই তাঁর সেই চিন্তা সফলতা লাভ করেছিল। এদিনই বিদ্যাসাগরের প্রযত্নে শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিধবাকন্যা কালীমতী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ইতিহাসে এই দিনটি তাই নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। প্রথম বিধবাবিবাহের ঘটনাটি যে তৎকালীন বাংলায় প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, একথার ঐতিহাসিক পরিচয় সমকালীন সংবাদপত্রাদিতে পাওয়া যায়। সমসাময়িক সংবাদপত্রাদিতে পূর্বোক্ত বিবাহঘটনার বিস্তৃত পরিচয় যেমন বর্ণিত হয়েছিল, তেমনি সমকালীন কোন কোন পত্রিকা এই বিবাহ বর্ণনা করতে গিয়ে কিছু কিছু অসত্য তথ্যও পরিবেশন করেছিল বলে দেখা যায়। যেমন-এই বিবাহের প্রসঙ্গে সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকা জানিয়েছিল-গত রবিবাসরীয় রজনীযোগে লক্ষ্মীমণি দেবী শ্রীশচন্দ্র বরে ঐ কন্যা সম্প্রদান করিরাছেন, বিবাহের পূর্বদিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিস্তর চলিতপত্র বিতরণ হইয়াছিল উপস্থিত পণ্ডিতগণকে পত্র দিতে অবকাশ হয় নাই। অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন অধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাঁহারদিগের নাম লিখিয়া লইয়াছিলেন, বরযাত্র, কন্যাযাত্র, প্রায় দুই সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল বিবাহকালে স্ত্রী আচারাদি যে সকল হইয়া থাকে এ বিবাহে সে সকলের কোন অংশে ত্রুটি হয় নাই। যথাশাস্ত্র মন্ত্রপাঠ পূর্বক কন্যা সম্প্রদান হইয়াছে। (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, পৃ-৩৪৪-৪৫)

কিন্তু সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা আবার এই বিবাহের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিল-পাঠকগণ! আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি এবং এইক্ষণেও লিখিতেছি যে হিদুবিধবার এই প্রথম বিবাহ কোন ক্রমেই সর্বাঙ্গসুন্দররূপে বাচ্য হইতে পারে না, যেহেতু বিবাহস্থলে দম্পতির পরিবার বা জ্ঞাতিকুটুম্ব কেহই উপস্থিত হয় নাই, এবং কন্যার খুড়া কিম্বা ভ্রাতা ইত্যাদি কেহই তাঁহাকে পাত্রস্থ করেন নাই, তাঁহার জননী চক্রাকার রূপচাঁদের মোহনমন্ত্রে মুগ্ধা হইয়া তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, বর-পাত্রও কেবলমাত্র রাজদ্বারে প্রিয়পাত্র হইবার প্রত্যাশায় এতদ্রূপে ত্রিকুল পবিত্র করিলেন, পরিশেষে কি হয় তাহা অনির্বচনীয়, যাহা

হউক তিনি প্রধানতঃ সাহসিকরূপে বুক বাঃিদয়া ততদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে বিধবারবিবাহ পক্ষগণ অবশ্য তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন। (বিদ্যাসাগর, বিহারীলাল সরকার, ১৩০২ বঙ্গাব্দ, পৃ-৩৪৮-৩৪৯)

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সংবাদ প্রভাকর নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই মন্তব্যটি করেছিল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, তখন যিনি সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক ছিলেন, তিনি বিধবাবিবাহের ব্যাপারে একেবারে অনুদার না হলেও যেভাবে বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, সেটা তাঁর মনঃপূত হয়নি। আর খুব সম্ভবতঃ একারণেই, সংবাদ প্রভাকর এমন উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ পরিবেশনা করেছিল। তবে বিধবাবিবাহের এই ঘটনায় সেকালের অনেকে উৎসাহিত হয়ে এবিষয়ে সমর্থন জানানোর জন্য এগিয়েও এসেছিলেন। এমনকি যে বর্ধমানের মহারাজা এর আগে কোন একসময়ে বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন, তিনিও কিন্তু এই ঘটনার পরে বিধবাবিবাহকে সমর্থন করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, পৃ-৩৫৫-৩৫৬) বস্তুতঃ শ্রীশচন্দ্রের বিবাহের পরে বহু মানুষের ধারণা হয়েছিল যে, বিধবাবিবাহ বুঝি শেষপর্যন্ত সত্যিই চালু হয়ে গিয়েছে। এমনকি এই বিবাহের পরে অল্পদিনের মধ্যে আরও তিনজন বিধবানারীর বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চতুর্থটির পরে পঞ্চম বিবাহটির ব্যবধান একটু বেশি সময়ের হওয়ার ফলে বিধবাবিবাহ নিয়ে সেযুগের গোঁড়া মনোভাবসম্পন্ন মানুষেরা পুনরায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। সেযুগের রক্ষণশীল মানুষের এমনতর চিন্তা সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখা হয়েছিল-

কয়েকমাস আর বিবাহ হয় নাই। ইহাতে অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং সর্বত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে বিধবাবিবাহের আইন রহিত হইয়া গিয়াছে আর বিধবার বিবাহ হইবেক না। (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ- ২০৩)অবশেষে ১২৬৪ বঙ্গাব্দের ২৮শে অগ্রহায়ণ তারিখে পঞ্চম বিধবাবিবাহটি ঘটেছিল কিন্তু এরপরে ষষ্ঠ বিধবাবিবাহটি ১২৬৫ বঙ্গাব্দের আষা। মাসে সম্পন্ন হয়েছিল। এই দুই বিবাহের মধ্যে যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান ছিল, সেটার কারণ হল-সিপাহীবিদ্রোহ। বাস্তবে রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের চাপেই তখন বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা চাপা পড়ে গিয়েছিল।সেযুগের রক্ষণশীল হিন্দুরা কিভাবে এই রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়কে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের কাজে ব্যবহার করেছিলেন-প্রসঙ্গক্রমে এখানে সেকথারও উল্লেখ করবার প্রয়োজন রয়েছে। তখন তাঁরা প্রচার করেছিলেন যে, ইংরেজরা বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেছিলেন বলেই দেশীয় সিপাহীরা তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন! অবশ্য সমকালীন কোন কোন বিদেশীও বিধবাবিবাহকে সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ হিসেবে অনুমান করেছিলেন বলে দেখা যায়। কিন্তু এখানে একইসঙ্গে একথাও মনে রাখবার দরকার রয়েছে যে, বিধবাবিবাহ তখন যেভাবে প্রচলিত হওয়া উচিত ছিল কিংবা যেভাবে এই বিবাহ প্রচলিত হবে বলে আশা করা হয়েছিল, সেটা কিন্তু সেযুগে সত্যিই হতে পারেনি। আর সেটার অন্যতম কারণ ছিল যে, সেযুগের উদারপন্থী প্রগতিশীল মানুষেরা এবিষয়ে উদাসীনতা দেখিয়েছিলেন বা অসহযোগিতা করেছিলেন।

বিধবাবিবাহকে উৎসাহিত করবার জন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোসাহিনী সভার পক্ষ থেকে কোন একসময়ে সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকার পাঠকদের জানিয়েছিলেন যে, প্রতি বিধবাবিবাহকারীকে সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে। (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ- ৫০৩) কিন্তু শেষপর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতি আর রক্ষা করা হয়নি। এতে তখন পরোক্ষভাবে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বাধারই সৃষ্টি হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে এখানে কালীপ্রসন্ন সিংহকে এবিষয়ে অভিযোগ করে লেখা একটি পত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে, যেটা নিম্নরূপ ছিল-মহাশয় ভাস্করপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন বিদ্যোসাহিনী সভা সম্পাদক শ্রীযুত বাবু কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে গমনপূর্বক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করত বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিয়াছিলেন সংবসর মধ্যে বিধবাবিবাহের সাহায্য ও উসাহ বর্ষনাথে প্রত্যেক বিবাহে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন সে বিজ্ঞাপন এইক্ষণে কোথায় থাকিল, বাবু মহাশয়ের বাক্য শবকালের মেঘ গর্জনের ন্যায় কেবল ডাক হাঁক সার হইল, আমি বিধবা রমণীর পাণি পীড়ন করিয়া মহাবিপদগ্রস্ত হইয়াছি, কোন ব্যক্তির পরামর্শ ক্রমে উক্ত মহাশয়কে পত্র লিখিয়া বিস্তারিত জ্ঞাপন করিয়াছি, অনুমান ছিল বাবু মহাশয়ের বদান্যতা সফল হইবেক তাহা কৈ হইল, সে পত্র প্রাপ্ত হইলেন কিনা তাহাই বা কিসে জানিতে পারিব। (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ- ৩৭৭)

এছাড়াও ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, যাঁরা এবিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন ও চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন-তাঁরাও তখন ধীরে ধীরে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। ফলে বিধবাবিবাহের সবধরণের দায়িত্ব তখন একা বিদ্যাসাগরেরই ঘাড়ে গিয়ে চেপে বসেছিল। ওই সময়ে অসহায় বিদ্যাসাগরের মানসিক অবস্থার পরিচয়-দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে জানা যায়। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের জন্য দুর্গাচরণের কাছ থেকে তখন কিছু অর্থ ধার করেছিলেন। পরে দুর্গাচরণ নিজের সেই টাকার জন্যে তাঁকে তাগাদা দিলে বিদ্যাসাগর তাঁকে প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছিলেন যে, এবিষয়ে সাহায্যদানের অঙ্গীকার করেও অধিকাংশ অঙ্গীকারকারী তাঁকে আর কোন সাহায্য করেননি। বস্তুতঃ এরপরে ধীরে ধীরে এমন একটা সময় এসেছিল যখন বিদ্যাসাগর এবিষয়ে প্রায় কারোর সহযোগিতাই পাননি। সেই সময়ে তিনি প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন বলে একাকী সেই অবস্থায় তাঁর পক্ষে এবিষয়ে বেশি কিছু করবার উপায় ছিল না। বিধবাবিবাহ আইনপাস হওয়ার পরে প্রথম বিধবাবিবাহটি ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হলেও তারপরে কখনও তীব্র বেগে, তো কখনও আবার মন্দগতিতে এই বিবাহের ধারা-১৮৭০ সালের ১১ই আগস্ট তারিখে বিদ্যাসাগরপুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহের সময় পর্যন্ত প্রসৃত হয়েছিল বলে দেখা যায়। কিন্তু এরপরে কদাচি বিধবাবিবাহের দু'-একটি ঘটনা ঘটে থাকলেও বিধবাবিবাহ তেমনভাবে প্রচলিত হতে পারেনি। অবশ্য এজন্য বিদ্যাসাগরের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তিদের অসহযোগিতাই যে শুধুমাত্র দায়ী ছিল তা নয়, তকালীন দেশবাসীর দেশাচারবশ্যতাও এর পিছনে অন্যতম কারণ ছিল। বিধবাবিবাহের বিষয়ে যুক্তি ও শাস্ত্রের কথা অনুধাবন করলেও দেশাচারকে দেশবাসীরা শেষপর্যন্ত অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। আর সমকালীন দেশবাসীর এই দেশাচারপ্রিয়তা দেখেই বীতশ্রদ্ধ বিদ্যাসাগর একটাসময়ে অত্যন্ত খেদের সঙ্গে বলেছিলেন- আমি আশা করিয়াছিলাম, কোনো সামাজিক ক্রিয়াকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলেই এদেশের লোক তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে, কিন্তু আমার সে বিশ্বাস বিনষ্ট হইয়াছে। এদেশে শাস্ত্র এবং দেশাচার এক পথে না চলিয়া পরস্পর বিভিন্ন পথে চলিয়াছে। (বিদ্যাসাগর, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ-২৫৮) আজও এদেশের মানুষের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের উপরোক্ত কথাগুলি পরিপূর্ণভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়নি। যদিও বিদ্যাসাগরের যুগ থেকে বর্তমানযুগের মানুষেরা অনেক উন্নত চিন্তার অধিকারী ও অনেক বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার ধারকবাহক হয়েছেন কিন্তু তবুও এখনও কি অধিকাংশ মানুষ মনেপ্রাণে বিধবাবিবাহের সমর্থক হতে পেরেছেন?

২০২৫ঃ ভারতের বিকাশের এক নির্ণায়ক বছর, ভারতের 'গোল্ডিলকস মুহূর্ত'

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ভারতের যথাযথ জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৮.২, যা

এবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের ৭.৮ এবং ২০২৪-২৫- অর্থবর্ষের চতুর্থ ত্রৈমাসিকের ৭.৪-এর তুলনায় বেশি। ২০২৫ সালের নভেম্বরে বেকারত্বের হার কমে ৪.৭-এ নেমে এসেছে, যা অক্টোবরের ৫.২-এর তুলনায় কম এবং এপ্রিল ২০২৫-এর পর সর্বনিম্ন। CPI অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতি ২০২৫ সালের জানুয়ারির ৪.২৬ থেকে কমে নভেম্বর ২০২৫-এ ০.৭১-এ পৌঁছেছে। ২০২৫ সালের নভেম্বরে পণ্য রপ্তানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যেখানে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে তা ছিল ৩৬.৪৩ বিলিয়ন ডলার। ২০২৫ সালে ভারত এমন এক গোল্ডিলকস পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, যেখানে উচ্চ বৃদ্ধির হার বজায় থাকলেও মুদ্রাস্ফীতির চাপ দেখা যায়নি। অর্থনৈতিক সূচকগুলি ধারাবাহিকভাবে গতিশীল ছিল। বৃদ্ধি, স্থিতিশীলতা ও আস্থাঃ ভারতের অর্থনীতির তিন স্তম্ভ-২০২৫ সালে ভারত ৪.১৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের জিডিপির সাথে জাপানকে অতিক্রম করে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। অনুকূল আর্থিক পরিস্থিতি এবং পরিকাঠামোগত সংস্কার ভারতের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালি করেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বৃদ্ধির গতি আরও মজবুত হয়েছেঃ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। এর পেছনে রয়েছে শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা, শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং সহায়ক মুদ্রানীতি। এর প্রতিফলন দেখা যায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার জিডিপি বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বাভাসে।

বেকারত্বের হার ক্রমাগত হ্রাস পাওয়া-কর্মসংস্থানের পরিস্থিতিতে ধারাবাহিক উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে, যা উপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে শ্রমশক্তির আরও ভালো অন্তর্ভুক্তিকে নির্দেশ করে। ভারতের জনসংখ্যাগত সুবিধা এবং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ মিলিয়ে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বেকারত্বের হার নিম্নমুখী হওয়ার প্রবণতা-২০২৫ সালের নভেম্বরে বেকারত্বের হার বহু মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে। বিশেষত, গ্রামীণ শ্রমশক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে, যা বৃদ্ধি, উপাদন এবং কর্মসংস্থানের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ককে প্রমাণ করে। শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি-শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার এবং কর্মরত জনসংখ্যার অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের প্রসার শ্রমবাজারকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং শক্তিশালী করেছে। ২০২৫ সালে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাওয়া-২০২৫ সালে মুদ্রাস্ফীতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এবং বছরের বেশিরভাগ সময় এটি আরবিআই-এর নির্ধারিত সীমার নিচে ছিল। খাদ্যদ্রব্যের দাম সীমার মধ্যে থাকা এবং কার্যকর মুদ্রানীতি অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে সহায়তা করেছে। বাণিজ্যে উন্নতি-২০২৫ সালে ভারতের রপ্তানি ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। ভারত বৈদ্যুতিন, ওষুধ এবং পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য রপ্তানিতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যা আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করেছে। বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা-পরিষেবা ক্ষেত্রে রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়া, প্রবাসীদের প্ররিত অর্থ বা রেমিট্যান্সে বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার ভারতের বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রকে স্থিতিশীল রেখেছে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ভারতীয় অর্থনীতির উপর আন্তর্জাতিক আস্থার প্রতিফলন। গতিশীল অর্থনীতি ভারতের অগ্রগতির মূল মন্ত্র ঃ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস উন্নীত করেছে, যার পেছনে রয়েছে শক্তিশালী চাহিদা, কম বেকারত্ব, নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতি এবং স্থিতিশীল বহির্বাণিজ্য। পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ধারাবাহিক সংস্কারের জোরে ভারত ২০৪৭ সালের উন্নত ভারতের লক্ষ্যের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।

বাংলার গীতা গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ

বিশেষ প্রতিনিধি,(দ্বিতীয় পর্ব)ঃ কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণা মনে করে পনেরশো খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ৮৫০ খ্রীষ্টপূর্বর মধ্যে কোন একটা সময় এই ভারত যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। আর গীতার সময়কাল সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী। পরে কোনোসময়ে এটি মহাভারতের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করে দেওয়া হয়। ধ্রুপদী সস্কৃত সাহিত্য এবং প্রাকৃত সাহিত্যে কৃষ্ণ কথার ধারাবাহিক বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। ভাগবত পুরাণ যে কৃষ্ণকথাকে অবলম্বন করে রচিত এবং আমাদের পরিচিত কৃষ্ণকথার সর্ববৃহৎ আকর এ কথা আমরা সবাই জানি। হরিবংশ পুরাণ, ভাসের বাল চরিত নাটক, প্রাকৃত ভাষার কবি সাতবাহন হাল রচিত গাঁথা সপ্তসতী ইত্যাদিও বেশ বিস্তারিতভাবে আমাদের কৃষ্ণকথা শুনিয়েছে। কৃষ্ণকথা নিয়ে ভাগব পুরাণের পরে যেটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা, সেটির রচয়িতা একজন বাঙালি। তবে রচনাটি ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত ভাষায় লেখা। দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার কবি জয়দেবের এই গীতগোবিন্দম এর জনপ্রিয়তা তুঙ্গস্পর্শী। দ্বাদশ সর্গে সমাপ্ত সংলাপধর্মী সঙ্গীতময় এই কাব্যের ছন্দ, অলঙ্কার, শব্দঝঙ্কার ও চিত্ররূপময়তা শুধু বাংলা নয়, গোটা ভারতের সাহিত্য পাঠকের চিত্তজয় করে নিয়েছে। অনাবৃত শৃঙ্গারচর্চার জন্য আধুনিককালে এর বিরুদ্ধে অনেকে আপত্তি তুলেছেন বটে, কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যে তা অস্বাভাবিক ছিল না। পরবর্তীকালে বাংলা সহ বিভিন্ন ভাষায় রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যকে জয়দেবের গীতগোবিন্দ গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বাংলার বৈষ্ণবসমাজ জয়দেবকে গোস্বামীর পর্যায়ে তুলে ধরেছেন, অবৈষ্ণব সমাজেও তাঁর খ্যাতি কম নয়। মাইকেল মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথ-বিপরীত মেজাজের কবিদের কেউই জয়দেব বা তাঁর গীতগোবিন্দকে এড়িয়ে যান নি। মধুসূদন জয়দেবের সঙ্গে গোকুলভবনে মানস পরিক্রমা করেছেন আর রবীঃদ্রনাথ বর্ষার মেঘমেদুর অন্ধকারে জয়দেবকে স্মরণ করে লিখেছেন-যেথা জয়দেব কবি কোন বর্ষাদিনে দেখেছিলা দিগন্তের তমাল বিপিনে শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর। জয়দেব এর মধ্য দিয়ে বাঙালির কৃষ্ণচর্চার যে উল্লেখযোগ্য ইতিহাস শুরু হল দ্বাদশ শতাব্দী থেকে, পরবর্তী প্রায় নশো বছর ধরে তা অবিরাম গতিতে এগিয়েছে। পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে লেখা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে জয়দেবের গীতগোবিঃদমের অনেক প্রভাব আছে। তেরোটি খণ্ডে রাধা কৃষ্ণের কাহিনী এখানে বর্ণনা করেছেন বড় চণ্ডীদাস। এই তেরোটি খণ্ডের নাম থেকেই এর কাহিনীসূত্রটি সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়-জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ। এই শেষখণ্ড রাধাবিরহ অবশ্য পুরোটা পাওয়া যায় নি, পুঁথির শেষের দিকের কয়েকটা পাতা নেই। তাই আমরা জানি না কৃষ্ণের বৃন্দাবন থেকে মথুরা গমনে রাধার বিরহ কাতর অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়েই কাব্যটি কবি শেষ করেছিলেন, ভারতীয় সাহিত্যের স্বাভাবিক নিয়ম মেনে কল্পনা মিলনে তাঁর সমাপ্তি হয়েছিল।চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের এই কাব্যটি পরবর্তীকালে তাঁর জনপ্রিয়তা হারিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছিল, কিন্তু প্রাকচৈতন্য যুগের আরেকটি কাব্য বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সেটি অবশ্য স্বাধীন রচনা নয়, ভাগবত পুরাণের আংশিক অনুবাদ। মালাধর বসুর এই অনুবাদ কাব্য শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একটি পংক্তি - ' নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' - চৈতন্যদেবের খুব প্রিয় ছিল। মালাধর বসু দশম ও একাদশ ভাগবতের দুটি স্কন্ধ মাত্র অনুবাদ করেছিলেন। সম্পূর্ণ ভাগবত মোট বারোটি স্কন্ধ বা পরিচ্ছেদ নিয়ে রচিত। তাতে রয়েছে ৩৩২ টি অধ্যায়। মোট শ্লোকসংখ্যা ১৮,০০০। ভাগবত পুরাণ কবে রচিত হয় তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। ভাণ্ডারকর মনে করেছেন এটি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের রচনা। পুরনো সংস্কৃত, প্রাকৃত বা বাংলা গ্রন্থগুলির সাল তারিখ নিয়ে বিতর্ক ও মতভেদ প্রচুর। তবে মালাধর বসুর অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণবিজয় সেই দিক থেকে ব্যতিক্রমী। গ্রন্থকার নিজেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন - ১৩৯৫ শকে গ্রন্থ রচনার শুরু ও ১৪০২ শকে তার সমাপ্তি। অর্থা এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ। মালাধর ভাগবতের দুটি খণ্ডকে বেছে নিয়েছিলেন কারণ এই দুটি খণ্ডই কৃষ্ণকথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের জন্ম থেকে দ্বারকালীলা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এখানে কাহিনী অংশ বেশি। তুলনায় একাদশ স্কন্ধে কাহিনি অংশ অনেক কম। এখানে যদুকুল ধ্বংস ও কৃষ্ণের মৃত্যুকাহিনী বর্ণিত। বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশের কাহিনী বলতে গিয়ে মৈথিল বিদ্যাপতির কথা বাদ দেওয়া যায় না বাংলা কবিতার লেখক ও পাঠকের ওপর তাঁর গভীর ও বিস্তৃত প্রভাবের কারণেই। পদাবলীর চণ্ডীদাসের মতো তিনিও বাঙালির প্রাণের কবি পাঁচশো বছর ধরে। সেকালের গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির দ্বারা এত ঘনিষ্টভাবে প্রভাবিত ছিলেন যে তাঁকে বলাই হয় দ্বিতীয় বিদ্যাপতি। রবীন্দ্রনাথ কাব্যজীবনের শুরুতে বিদ্যাপতির প্রভাবেই যে তাঁর ভানুসিংহের পদাবলী লিখেছিলেন একথাও আমাদের সবারই জানা। বিদ্যাপতির মাথুর বা প্রার্থণা পর্যায়ের বেশ কিছু পদ বাঙালি সংস্কৃতির চিরন্তন অঙ্গ হয়ে গেছে। বিদ্যাপতির কাছ থেকে যদি বাঙালি অলঙ্কারবহুল কাব্য শুনে থাকে তবে চণ্ডীদাসের কাছ থেকে সে শুনেছে বিপরীতধর্মী সহজ ভাষার পদাবলী।

রামপুরহাটের সংস্কৃতি কেন্দ্র রক্তকরবীর উদ্বোধন, খুশি সংস্কৃতিকর্মীরা

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ৩০ ডিসেম্বর ঃ বীরভূম জেলার নাট্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হিসেবে রামপুরহাটে গড়ে ওঠে রক্তকরবী। আগেও একবার উদ্বোধন হয়। কিন্তু পরিকাঠামোগত ত্রুটির অভিযোগের কারণে উদ্বোধনের পরেও রক্তকরবী বন্ধ হয়ে যায়। এদিন ফের রক্তকরবীর উদ্বোধনের খবরে খুশি রামপুরহাটবাসী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বোলপুর লোকসভা সাংসদ অসিত মাল, বীরভূম লোকসভা সাংসদ শতাব্দী রায়, রামপুরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত, এসডিপিও, রামপুরহাট থানার আইসি প্রমুখ। এদিন অনুষ্ঠানে গান

গান সাংসদ শতাব্দী রায়। রামপুরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত বলেন, আগে ৬৬ লক্ষ টাকা দেন বীরভূম সাংসদ, পরে এক কোটি দেন তিনি। আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সর্বমোট সাড়ে তিন কোটি অর্থ ব্যায়ে রক্ত করবী নির্মিত হলো। আমরা বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা করে ঠিক করবো কবে থেকে বুকিংয়ের জন্য খুলে দেওয়া হবে। সেখানেই রেট চার্ট তৈরি হবে। উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালের টাউন হল কর্তৃপক্ষ দান করে ১৫ কাঠা। সেই জায়গায় পুরমঞ্চ নির্মাণ কাজের শিলান্যাস করেন তৎকালীন প্রস্তাগার মন্ত্রী তপন রায়। সেই থেকে শুরু পথ চলা। কয়েক বছর কাগজপত্র তৈরিতে সময় ব্যয় হয়। ইতিমধ্যে ২০০৩-০৪ আর্থিক বর্ষে বীরভূম কেন্দ্রের প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ রামচন্দ্র ডোমের সাংসদ তহবিলের টাকায় টাউন হল সংস্কারের কাজ শুরু হয়। ২০০৮ সাল পর্যন্ত কয়েক দফায় বাম সাংসদ মোট ১ কোটি ৭০ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা বরাদ্দ করেন। মাঝে সাংসদ তহবিল থেকে ৫ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা দেন রাজ্যসভার প্রাক্তন ফরওয়ার্ড ব্লক সাংসদ দেবব্রত বিশ্বাসও। টাউন হল সংস্কারের দায়িত্ব পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম (ডব্লিউবিআইআইডিসি)। ওই সরকারি সংস্থা কাজের বরাত দেয় একটি বেসরকারি ঠিকা সংস্থাকে। প্রায় এক সাথে কাজ শুরু হয় রক্তকরবী প্রেক্ষাগৃহের। তৎকালীন লোকসভা ভোটের মুখে ২০০৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সেই অসম্পূর্ণ রক্তকরবী মঞ্চের উদ্বোধন করেন চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার। ৫২৬ আসন বিশিষ্ট মঞ্চ পর্যাপ্ত আলো, পাখা ও সাউন্ড সিস্টেম ছাড়াই পথ চলা শুরু করে। ২০১৬ সালে রাজ্যের আর্থিক অনুমোদন ছাড়াই মঞ্চ আধুনিক মানের গড়ে তোলার কাজ শুরু করে পুরসভা। ব্যয় ধার্য হয় প্রায় নয় কোটি টাকা। এমপি শতাব্দী রায় ৪৬ লক্ষ ও পুরদপ্তর থেকে প্রাথমিক ভাবে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা দেয়। সেই টাকায় মঞ্চের উপরের টিন বদলে অ্যাসবেস্টস বসানো, অডিটোরিয়ামের চার দেওয়াল ছাড়াও সিলিংয়ে উন্নত মানের ম্যাগনেসিয়াম বোর্ড, ব্যালকনি, সেন্ট্রাল এসি ও বাইরের লুক পরিবর্তন করা হয়। এরপরই আর্থিক জোগানের অভাবে বন্ধ হয়ে যায় সংস্কারের কাজ। টাকার অভাবে সেন্সর অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা, দর্শকদের বসার জন্য পুস ব্যাক সিট, স্টেজ, লাইট এবং ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম সহ কিছু কাজ বাকি রয়েছে। অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় প্রায় সাত-আট বছরের বেশি সময় ধরে পড়েছিলো রক্তকরবী। জানা গেছে, শহরে রেলওয়ে রঙ্গমঞ্চ আছে। তবে সেটি আধুনিক মানের নয়। তাছাড়া মঞ্চের ভাড়াও বেশি। এখন দেখার রক্ত করবী অডিটোরিয়াম কতো ভাড়া ধার্য করে।

গাজিয়াবাদে ওয়ার্ল্ড কাপ যোগা কম্পিটিশনে সাফল্যের ঝড়, আন্তর্জাতিক মঞ্চে পদক জিতে পারুলিয়ার ছাত্রছাত্রীরা

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৩০ ডিসেম্বর ঃ গাজিয়াবাদে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সাল যোগা স্পোর্টস ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত চতুর্থ ওয়ার্ল্ড কাপ যোগা কম্পিটিশন ২০২৫-এ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করল পশ্চিমবঙ্গের পারুলিয়ার ছাত্রছাত্রীরা। এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ২৭ ডিসেম্বর, গাজিয়াবাদের পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় অডিটোরিয়ামে। প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ১২টি দেশ অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে পূর্ব বর্ধমান

জেলার পূর্বস্থলী থেকে ২৫ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করে দলটি এবং ২৬ ডিসেম্বর গাজিয়াবাদে পৌঁছায়। ফিটনেস যোগা সেন্টার, পারুলিয়া-র পক্ষ থেকে ট্র্যাডিশনাল যোগা বিভাগে তিনজন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে এবং সকলেই পদক জিতে এলাকার মুখ উজ্জ্বল করে। ৯-১০ বছর বালক বিভাগে অংশগ্রহণ করে সত্যম দাস তৃতীয় স্থান অধিকার করে। সে পারুলিয়া শিশু ভারতী একাডেমির চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। ৯-১০ বছর বালিকা বিভাগে পিয়ালি দাস দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। সে ধিতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। এছাড়াও ১৩-১৫ বছর বালক বিভাগে অংশগ্রহণ করে স্নেহাশীষ সরকার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। সে পারুলিয়া কুলোকামিনী বিদ্যালয়ের ছাত্র।

CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e- N.IT No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-93/2025-26 (SL No 05, 07 to 12), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-94/2025-26 (SL-01), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-95/2025-26 (SL-03 to 08), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-96/2025-26 (SL-01 to 05) Tender Id is 2025_ MAD_ 961310_ 5, 2025_ MAD_961310 _7, 2025_ MAD_ 961310_ 8, 2025_ MAD_ 961310_ 9, 2025_ MAD_ 961310_ 10, 2025_ MAD_ 961310_ 11. 2025_ MAD_ 961310_12, 2025_MAD_ 961607_1, 2025_MAD_ 961882_ 3, 2025_MAD_961882_ 5. 2025 MAD 961882 7. 2025 MAD 962269 1 2025_MAD_961882_4, 2025_ MAD_ 961882 _6, 2025 _MAD _961882_ 8. 2025_MAD_962269_2, 2025_ MAD_ 962269_ 3, 2025_ MAD _962269 4 & 2025_MAD_962269_5. Bid Submission closing date (Online) **15/01/2026 instated of 24/12/2025** and Bid Submission opening date (Online) **17/01/2026 instated of 26/12/2025.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition dition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

২০২৫ সালে আরওবি ও আরইউবি পরিকাঠামো নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ৩০ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় রেলওয়ের মানবযুক্ত লেভেল ক্রসিং গেটগুলি বিলুপ্ত করার জন্য চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫-এ উল্লেখযোগ্য পরিকাঠামোগত মাইলফলক অর্জন করেছে, যা এই অঞ্চলের সুরক্ষা, গতিশীলতা এবং রেল- সড়ক সংযোগকে উন্নত করেছে। রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) এবং রোড আন্ডার ব্রিজ (আরইউবি)-এর ধারাবাহিক ও অগ্রাধিকারভিত্তিক নির্মাণের ফলে অপারেশনাল সেফটি উন্নত হয়েছে, ট্রেনের বাধাহীন চলাচল নিশ্চিত হয়েছে, সড়কে যানজট ও অপেক্ষার সময় কমেছে এবং রেল-সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকিও হ্রাস পেয়েছে। এই কাজগুলিকে যানবাহনের পরিমাণ, সুরক্ষার ওপর প্রভাব, জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা এবং প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতার উপর ভিত্তি করে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, যার ফলে সমগ্র অঞ্চলে যাত্রী ও মালবাহী চলাচল সুগম হয়ে যায়। ২০২৫ সালে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আওতাধীন রাজ্যগুলিতে ১৬টি রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) এবং ২২টি রোড আন্ডার ব্রিজ (আরইউবি) নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই সাফল্যগুলির পাশাপাশি, বেশ কয়েকটি আরইউবি প্রকল্প বর্তমানে চলমান অবস্থায় রয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান যানজট ও সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য প্রয়োজন অনুসারে নতুন কাজ শুরু করা হচ্ছে। এই আরইউবিগুলি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশনের কৌশলগত স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে, যার মধ্যে পানবাজার, চাপরমুখ, কামপুর, কাটিহার এবং মানকোট্টার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই আরওবি এবং আরইউবিগুলির নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার ফলে রেল- সড়ক সংযোগের উন্নতি হয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা মজবুত হয়েছে এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নেটওয়ার্কে ট্রেন ও সড়ক ব্যবহারকারী উভয়ের জন্যই সুরক্ষা ও সুগম চলাচল নিশ্চিত হয়েছে। এই বছরের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল গুয়াহাটির পানবাজারে আরওবির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হওয়া। ৪৭ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মিত ২৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের এই আরওবিটিতে উভয় পাশে ১.৫ মিটার চওড়া ফুটপাথসহ একটি প্রশস্ত ক্যারেজওয়ে এবং আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং উপাদান রয়েছে, যেমনকি কম্পোজিট গার্ডারসহ ৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের বো স্ট্রিং গার্ডার। এই কাঠামোটি পর্যাপ্ত পরিমাণে ভার্টিকাল এন্ড হরাইজন্টাল ক্লিয়ারেন্স প্রদান করে, যার ফলে দক্ষ ট্রেন চলাচলকে সহজতর করে এবং ব্যস্ত পানবাজার-পল্টন বাজার করিডোরে যানজট উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। একইভাবে, একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত মাইলফলক হলো আরইউবি যা রহা (এনএইচ-২৭)-কে চাপরমুখ রেল জংশন-এর সাথে এবং সেখান থেকে ওয়েস্ট কার্বি আংলং-কে সংযুক্ত করে। ৮৪.৬ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মিত এবং ১,১৭৯ মিটার দৈর্ঘ্যের এই রেল আরওবিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক সংযোগকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যার ফলে ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে, জনসাধারণ ও পণ্য পরিবহন সহজ হয়েছে এবং লেভেল ক্রসিংয়ের জন্য সৃষ্ট বিলম্ব দূর হয়েছে। এছাড়াও, ২০২৫ সালে ২২টি রোড আন্ডার ব্রিজ (আরইউবি) সফলভাবে নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এই আরইউবিগুলি রেল সড়কের সুরক্ষা বৃদ্ধি করেছে, ট্রেন চলাচল নিরবচ্ছিন্ন রেখেছে, যানজট কমিয়েছে এবং যাত্রী ও পণ্য পরিবহন উভয়ের জন্যই দ্রুত ও সুগম ভ্রমণ সম্ভবপর করে তুলেছে। এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মানবযুক্ত লেভেল ক্রসিংগুলি বিলুপ্ত করতে এবং সুরক্ষিত, দক্ষ ও ভবিষ্যত উপযোগী রেল পরিকাঠামো গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০২৫ সালের সাফল্যগুলি যাত্রী সুরক্ষা, পরিচালনগত উৎকর্ষ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ওপর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক মনোযোগকে তুলে ধরে, যা এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখছে।

সার্বিক বার্ষিক প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৬৪_২০২৫/কে/১২৯২; তারিখ: ২৪-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং. ঃ ৬৪_২০২৫; কাজের নাম ঃ** কাটিহার ডিভিশনে:- তিন (০৩) বছরের জন্য কাটিহার ডিভিশনে এলএইচবি টাইপ এসি এবং টিএল কোচে সরবরাহ করা সিগনোট্রন -এর তৈরী আরইবিসি (রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার) -এর সার্বিক বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ত্রুটি মেরামতের রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য:** ২৪,৮৬,৯২৫/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৪৯,৭০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫-০১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for Installation of solar lights under APAS fund of **N.I.e.T. No.-47/HPS/APAS/2025-26(2nd Call) & 49/HPS/APAS/2025-26(2nd Call)**. Documents and other details is available in the website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **05/01/2026** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

১৩ তম বর্ষ রায় বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী স্মৃতি মেলার দ্বারোদঘাটন এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে মেলার শুভ সূচনা করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অরূপ রায়, বরাহনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা অভিনেত্রী সায়ন্তিকা ব্যানার্জী, হাওড়া গ্রামীণ জেলার পুলিশ সুপার সুবিমল পাল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডা. জর্জ অ্যালেনজন, বাগনান কেন্দ্রের বিধায়ক অরুনাভ সেন, জগৎবল্লভপুর কেন্দ্রের বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ, হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষা সুলেখা পাঁজা, উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্যাণ গায়েন, সহ সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত দাস, এস ডি পি ও নিরুপম ঘোষ, আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ধনঞ্জয় বাকুলি, অ্যাডভোকেট রমেশচন্দ্র পাল সহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

মোবাইল দোকানে দু ঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের লেকটাউন এলাকায় একটি মোবাইলের দোকানে দু ঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে দোকানের মালিক দোকান খুলতে এসে দেখেন দোকানের শাটার ভাঙা এবং দোকানের ভেতরে জিনিসপত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এরপরই চুরির ঘটনা সামনে আসে। খবর দেওয়া হয় এনজেপি থানার পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দোকানে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। চুরি হওয়া জিনিসপত্র উদ্ধারের জন্য তদন্ত করছে পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং ১, টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২৭৭-২০২৫-২৬, কাজের বিবরণ ঃ** অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত সিনিয়র ডিইএন/I/শিয়ালদহর অধীনে শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে ফুট ওভার ব্রিজের ওপর শেড এর ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৯,৭৭,৭৯৭ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ২,১৯,৯০০ টাকা। **ক্র. নং ২, টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২৭৯-২০২৫-২৬, কাজের বিবরণ ঃ** তিন (০৩) বছরের জন্য বিল্ডিং নং ২১০/শিয়ালদহতে (নির্মাতা ঃ মেসার্স ভারত এলিভেটর্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড) ০৫ (পাঁচ) জন যাত্রী (জি+২) বহন ক্ষমতার প্যাসেঞ্জার লিফ্ট-এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯৯,৬৯২ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ৪,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং ১-এর জন্য ০৮ মাস এবং ক্র. নং ২-এর জন্য ৩৬ মাস। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ০২.০১.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৬.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

SDAH-328/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সার্বিক বার্ষিক প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৬১_২০২৫/কে/১২৮৯; তারিখ: ২৪-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং. ঃ ৬১_২০২৫; কাজের নাম ঃ** কাটিহার ডিভিশনে:- তিন (০৩) বছরের জন্য কাটিহার ডিভিশনের সিডলারের তৈরি এলএইচবি টাইপ এসি এবং টিএল কোচগুলিতে সরবরাহ করা আরইবিসি (রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার)-এর জন্য সার্বিক বার্ষিক প্রতিরোধমূলক ও ত্রুটি মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৭৫,২৬৯/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৫০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫-০১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নববর্ষের প্রাক্কালে যাত্রীদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর ঃ নববর্ষের প্রাক্কালে অর্থৎা ৩১.১২.২০২৫ তারিখে যাত্রীদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং সহজ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে.এসপ্ল্যানেড, পার্কস্ট্রিট, ময়দান, রবীন্দ্র সদন, দমদম এবং দক্ষিণেশ্বর সহ প্রধান মেট্রো স্টেশনগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেদিন একটি নিরাপদ, মসৃণ এবং ঝামেলামুক্ত যাত্রা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং যাত্রীদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত আরপিএফ কর্মী মোতায়েন করা হবে। মহিলা ও শিশুদের সুবিধার জন্য পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে পর্যাপ্ত সংখ্যক মহিলা আরপিএফ অফিসার ও কর্মী মোতায়েন করা হবে। ৩১.১২.২০২৫ তারিখে পার্ক স্ট্রিট, ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনগুলিতে যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য একটি বিশেষ দল স্ট্যান্ডবাই বাহিনী হিসেবে উপস্থিত থাকবে। জরুরি অবস্থার জন্য পার্ক স্ট্রিট, ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড স্টেশনের জন্য একটি কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) বিশেষ বাহিনী হিসেবে প্রস্তুত রাখা হবে। সেন্ট্রাল কন্ট্রোলে পর্যাপ্ত কর্মী মোতায়েন করা হবে এবং সার্বক্ষণিক নজরদারি ও যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রিয়েল টাইম ভিত্তিতে ব্যাপক সিসিটিভি পর্যবেক্ষণ করা হবে। পার্কস্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে যাত্রীদের চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য কিউ ম্যানেজার, লাউড হেলার, দড়ি ব্যবহার করা হবে এবং অন্যান্য যাত্রী নিযন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ডগ স্কোয়াডের সাহায্যে নাশকতা বিরোধী পরীক্ষাও চালানো হবে। এছাড়াও, পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে একজন অফিসার এবং চারজন কর্মী নিয়ে গঠিত আরেকটি বিশেষ দল মোতায়েন করা হবে। যাত্রীদের সঠিক নির্দেশনা, সাহায্য এবং সহায়তা প্রদানের জন্য পার্ক স্ট্রিট, ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনগুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক আরপিএফ কর্মী মোতায়েন করা হবে। উল্লেখ্য যে, যাত্রীদের মসৃণ ও দ্রুত চলাচল সহজতর করার জন্য মেট্রো রেল নববর্ষের প্রাক্কালে রাতে ব্লু লাইনে অতিরিক্ত পরিষেবা পরিচালনা করবে। সেদিন, অর্থাৎ ৩১.১২.২০২৫ তারিখে, ২১.৪০ ঘটিকার পর যাত্রীদের সুবিধার জন্য ব্লু লাইনে আটটি অতিরিক্ত পরিষেবা (৪টি আপ এবং ৪টি ডাউন) পরিচালনা করা হবে। মেট্রো কর্মী ও নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আবেদন ও অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

Name of the Department : **Engineering (Civil), Br-V,** Tender invited & to be received by : **Executive Engineer (Civil), Br-V,** Name of the Work & Location : **Arrangement for holding flower show (2025-2026) from 15.01.2026 to 17.01.2026 in Br-V.** Estimated Amount: **Quotation Invited (Incl. GST, CESS)**. Earnest Money: **2% of Quoted Amount**. Time of Completion: **3 Days**. Time and last date of receipt/opening of Tender Paper : **07.01.2026 at 12 noon / 12.30 p.m.** For detailed information please visit KMC website **https://www.kmcgov.in**

The **Ex. Engineer (Civil)/Br-XII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/43/25-26
Name of work : **Renovation of roads near Kendua Primary School and surroundings in Ward-101.** Estimated Cost: **Rs. 4,97,970.64**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.

2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/24/25-26
Name of work : **Renovation of roads and other ancillary works near Prantapally Girls' School and surroundings in Ward-101.** Estimated Cost: **Rs. 2,97,276.27**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.

3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/91/25-26
Name of work : **Renovation of Mithatalab Pond railing in Ward No.-107, Br-XII.** Estimated Cost: **Rs. 2,49,673.55**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/108/25-26
Name of work : **Development of park near 261B Rajdanga School Road in Ward No.-107, Br-XII.** Estimated Cost: **Rs. 3,99,512.25**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/44/25-26
Name of work : **Renovation of roads near Kendua Mahendranath High School new extension and surroundings in Ward-101.** Estimated Cost: **Rs. 1,31,483.24**. Earnest Money: **Rs. 2,700.00**. Period of Completion: **90 Days**.

6. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/62/25-26
Name of work : **Renovation of roads and other ancillary works near Patuli Central Club and surroundings in Ward-101.** Estimated Cost: **Rs. 3,05,445.49**. Earnest Money: **Rs. 6,200.00**. Period of Completion: **90 Days**.

7. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/97/25-26
Name of work : **Renovation and development of Indu Park in Ward No.-107, Br-XII.** Estimated Cost: **Rs. 4,99,866.09**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

8. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/115/25-26
Name of work : **Improvement of road by laying inter locking paver block near Prem No. 10/1, 9, 16/3 Deshbandhu Sarani & surrounding areas in W/No.-106.** Estimated Cost: **Rs. 3,45,779.00**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

9. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/089/25-26
Name of work : **Construction of U/G drainage system including restoration of road near 14, Anandapur etc in Ward No.-108.** Estimated Cost: **Rs. 4,27,732.11**. Earnest Money: **Rs. 8,600.00**. Period of Completion: **75 Days**.

10. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/090/25-26
Name of work : **Renovation of road by kerb and channel at Madurdah in Ward No.-108, Br-XII.** Estimated Cost: **Rs. 2,89,092.14**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **75 Days**.

11. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/101/25-26
Name of work : **Construction of footpath along the Nayabad Main Road (near Prem. No. 3050 Nayabad) in Ward No.-109, Br-XII, KMC.** Estimated Cost: **Rs. 4,99,077.74**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **120 Days**.

12. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/084/25-26
Name of work : **Development of road beside Mini-Brigde at Purbaloke in Ward No.-109, Br-XII, KMC.** Estimated Cost: **Rs. 4,99,937.95**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.

13. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/093/25-26
Name of work : **Renovation of road by kerb and channel at Madurdah in Ward No.-108, Br-XII.** Estimated Cost: **Rs. 2,54,859.33**. Earnest Money: **Rs. 5,500.00**. Period of Completion: **75 Days**.

14. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/102/25-26
Name of work : **Development of C.C Road at new Bantala near H/O- Gopal Sardar and others in Ward No.-108.** Estimated Cost: **Rs. 3,13,848.35**. Earnest Money: **Rs. 6,500.00**. Period of Completion: **70 Days**.

15. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/127/25-26
Name of work : **Development of Purbaloke Park in Ward No.-109, Br-XII, KMC.** Estimated Cost: **Rs. 2,29,810.77**. Earnest Money: **Rs. 4,600.00**. Period of Completion: **90 Days**.

16. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/125/25-26
Name of work : **Fencing around the play ground for renovation & protection at Jamuna Nagar in Ward-109, Br-XII, KMC.** Estimated Cost: **Rs. 2,99,398.16**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **90 Days**. Last date and time of submission of bid : **10.01.2026 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 16). Date and time of opening of bid : **12.01.2026 - 1 p.m.** (for sl. no. 1 to 16). The bid forms and other details are available on and from **30.12.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 16). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 16).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

1. NIT No. KMC/E.E(C)/BR-XVI/124/024/25-26 (2nd Call)
Name of work : **Development of C.C road at Gournagar Bye Lane Road, Vidyasagar Pally Bye Lane Road & Purbapara Bye Lane Road near Pre. No. 117/A, B/49 and 78 in Ward No.-124**. Estimate Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,92,495.52**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of bid : **14.01.2026 - 2 p.m.** The tender will be opened on : **16.01.2026 - (2 p.m.)**.

2. NIT No. KMC/E.E(C)/BR-XVI/144/028/25-26
Name of work : **Development of C.C road at Joka Barui Para near Pre. No. 30/10 in Ward No.-144**. Estimate Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,90,990.76**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **21 Days**.

3. NIT No. KMC/E.E(C)/BR-XVI/144/024/25-26
Name of work : **Development of C.C road at Jaigirghat near Pre. No. 27/31 in Ward No.-144**. Estimate Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,73,470.10**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **21 Days**. Last date and time of submission of bid : **15.01.2026 - 12 noon** (for sl. no. 2 & 3). The tender will be opened on : **17.01.2026 - 12 noon** (for sl. no. 2 & 3).

4. NIT No. KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/034/APAS/258/P-3 (2nd Call)
Name of work : **Construction of cement concrete road at Fakirdanga Bye Lane in Ward No.-143**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,07,738.82**. Earnest Money : **Rs. 2,500.00**. Period of Completion : **21 Days**. Last date and time of submission of bid : **16.01.2026 (12 noon)**. The tender will be opened on : **19.01.2026 - (2.47 p.m.)**.

5. NIT No. KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/033/APAS/258/P-2 (2nd Call)
Name of work : **Construction of C.C road at Kajirchak Bye Lane in Ward No.-143**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,92,636.61**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **21 Days**.

6. NIT No. KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/017/APAS/255/P-2 (2nd Call)
Name of work : **Construction of new cement concrete road and repairing of cement concrete road at Nazrul Sarani Bye Lane near H/O Latif Sarkar in Ward No.-143**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,09,303.69**. Earnest Money : **Rs. 8,500.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of bid : **16.01.2026 (12 noon)** (for sl. no. 5 & 6). The tender will be opened on : **19.01.2026 - (12 noon)** (for sl. no. 5 & 6). The bid forms and other details are available on and from **30.12.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1) and **02.01.2026 (5 p.m.)** (for sl. no. 2 to 6). The website **https://etender. wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 6).

The **Executive Engineer (C)/BR-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No. KMC/EEC/VII/66/40/25-26/R (3rd Call)
Name of work : **Construction of new pits and catch pits at different places in Ward No. 66.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,64,883.98**. Earnest Money : Rs. 5,300.00. Period of Completion : **45 Days**.

2. NIT No. KMC/EEC/VII/66/30/25-26/U (3rd Call)
Name of work : **Improvement of bathing platform at G.J. Khan Road., Topsia Road, C.N. Roy Road and other Uttaran Places in Ward No. 66.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,80,551.46.** Earnest Money : **Rs. 5,700.00**. Period of Completion : **45 Days**.

3. NIT No. KMC/EEC/VII/GMBG/9/25-26
Name of work : **Installation of over Head Reservior and other Ancillary Civil Work at Gobra Burial Grount – III, under Br-VII.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,34,820.07.** Earnest Money : **Rs. 4,700.00**. Period of Completion : **30 Days**.

4. NIT No. KMC/EEC/VII/66/48/25-26/U
Name of work : **Removal of chockage of Uttaran Sewerage System at Topsia Road, Sapgachi 1st Lane, Kustia Road and surrounding areas in Ward No. 66**. Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 1,96,964.33**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.

5. NIT No. KMC/EEC/VII/66/49/25-26/R
Name of work : **Repairing of Road by providing hot mix at East Topsia Road, Topsia Road, P.G. 1st and 2nd Lane, C.N. Roy Road and surroundings in Ward No. – 66.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 4,89,327.86**. Earnest Money : **Rs. 9,800.00**. Period of Completion : **60 Days**.

6. NIT No. KMC/EEC/VII/66/47/25-26/U
Name of work : **Improvement of Uttaran Passages at 20,26 Tiljala Lane, 43 G.J. Khan Road, 4 No. Topsia 1st Lane and surroundings in Ward No.- 66.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 3,65,614.23**. Earnest Money : **Rs. 7,400.00**. Period of Completion : **45 Days**.

7. NIT No. KMC/EEC/VII/56/55/25-26/U
Name of work : **Repairing of Sanitary Latrines at Bibi Bagan Lane and its surroundings of Uttaran areas in Ward No. 56.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 1,51,805.48**. Earnest Money : **Rs. 3,100.00**. Period of Completion : **30 Days**.

8. NIT No. KMC/EEC/VII/56/54/25-26/U
Name of work : **Repairing of Sanitary Latrines at Pottery Road, Kamardanga Road and its surroundings of Uttaran areas in Ward No. 56.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,88,471.06**. Earnest Money : **Rs. 5,800.00**. Period of Completion : **30 Days**.

9. NIT No. KMC/EEC/VII/58/98/25-26/R
Name of work : **Restoration of Road disturbed due to laying of sewer line at Boinchtala Beharipara and its surroundings area in Ward No. 58.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,95,001.46**. Earnest Money : **Rs 5,900.00**. Period of Completion : **45 Days**.

10. NIT No. KMC/EEC/VII/58/93/25-26/U
Name of work : **Improvement of Uttaran Passage (disturbed due to laying of Sewer Line) at 38C, Pulin Khatic Road and its surrounding Uttaran area in Ward No. 58.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 3,65,952.95**. Earnest Money : **Rs. 7,400.00**. Period of Completion : **45 Days**.

11. NIT No. KMC/EEC/VII/58/97/25-26/R
Name of work : **Maintenance of entire water pipeline and other Ancillery Civil Word at Dog Pound in Ward No. 58.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 3,64,121.45**. Earnest Money : **Rs. 7,300.00**. Period of Completion : **45 Days**.

12. NIT No. KMC/EEC/VII/56/59/25-26/U
Name of work : **Improvement of Sanitary Latrines at Bibi Bagan Lane, Convent Lane and at different places of Uttaran areas in Ward No. 56.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 3,64,516.19**. Earnest Money : **Rs. 7,300.00**. Period of Completion : **30 Days**.

13. NIT No. KMC/EEC/VII/58/102/25-26/U
Name of work : **Patch repairing of Uttaran passage at Dhapa Road, 33 Pulin Khatick Road, Seal Lane and its surrounding Uttaran areas in Ward No. 58.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 1,43,809.94**. Earnest Money : **Rs. 2,900.00**. Period of Completion : **60 Days**.

14. NIT No. KMC/EEC/VII/58/110/25-26/U
Name of work : **Maintenance of Uttaran Drainage System at Dhapa Kacharipara, Arupota, Dhapa Jalpara and its surrounding Uttaran area in Ward No. 58.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,43,897.50**. Earnest Money : **Rs. 4,900.00**. Period of Completion : **90 Days**.

15. NIT No. KMC/EEC/VII/58/107/25-26/U
Name of work : **Renovation and improvement of Uttaran Sanitary Latrine at 47, Christopher Road, Debendra Chandra Dey Road, Pulin Khatic Road and its other surrounding Uttaran area in Ward No. 58.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 3,95,939.87**. Earnest Money : **Rs. 8,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.

16. KMC/EEC/VII/58/115/25-26/D
Name of work : **Restoration of Bituminous Road at 76/1, Christopher Road, 59/H/1A, Matheswartala Road, South Bointchtola Road and its surrounding area disturbed by CESC and natural wear and tear in Ward No. 58.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 4,76,901.01**. Earnest Money : **Rs. 9,600.00**. Period of Completion : 45 **Days**. Last date and time of submission of Bid : 19.01.2026 upto 10:30 A.M. (for Sl. No. 1 to 16). Tender will be opened on 21.01.2026 at 10:30 A.M. for Sl. No. 1 to 16. The bid forms and other details are available on and from **26.12.2025** at **6.55 p.m.** (for Sl. No. 1 to 16) from the Website : **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app** (for Sl. No. 1 to 16).

CORRIGENDUM

(1) NIT No. : KMC/XIV/130/022/25-26/APAS (1st Call), (2) NIT No. : KMC/ XIV/130/023/25-26/APAS (1st Call), Published in this Newspaper on **23/12/2025 (Key No. 1781/25-26)** of **Engineering (Civil)/Br-XIV Department (Sl. No. 12 & 13).** Last date and time of submission of bid will be read as **08/01/2026 up to 11 a.m.** instead of 31/12/2025 up to 11 a.m. (For Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on **10/01/2026 at 11 a.m.** instead of 02/01/2026 at 11 a.m. (For Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

NIT No. : LTG/55/APAS/01/163/66/0001, Published in this Newspaper on **01/12/2025 (Key No. 1557/25-26)** of **Electrical/Lighting/Z-II Department (Sl. No. 1).** Last date and time of submission of bid will be read as **14/01/2026 up to 1 p.m.** instead of 22/12/2025 up to 1 p.m. Bid opening date will be read as **16/01/2026 at 1 p.m.** instead of 24/12/2025.

(1) NIT No. : KMC/LTG/197/ WD27/IV/Z II/25-26 (2) NIT No. KMC/LTG/206/WD25/IV/Z II/25-26, (3) NIT No. KMC/LTG/200/WD25/IV/Z II/25-26, published in this Newspaper on **17/12/2025 (Key No. 1723/25-26)** of **Electrical/Ltg/Z-II/ Department (For Sl. No. 18, 19 & 25).** Last date and time of submission of bid (online) will be read as **07/01/2026 up to 2 p.m.** instead of 27/12/2025 up to 2 p.m. (For Sl. No. 1 to 3).

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/101/APAS/01/150/307/0001/25-26 (2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/101/APAS/01/150/285/0001/25-26, (3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/101/APAS/01/150/288/307/0001/25-26, (4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/101/APAS/01/150/309/0002/25-26, (5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/101/APAS/01/150/310/0001/25-26, (6) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/106/APAS/01/150/31/0001/25-26, (7) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/106/APAS/01/150/50/0003/25-26, (8) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/106/APAS/01/150/45/0001/25-26, (9) NIT No. : KMC/LTG/Z IV/108/APAS/01/149/271/0001/25-26, (10) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/01/149/270/0002/25-26, (11) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/01/149/272/ 0001/25-26, (12) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/01/149/273/0001/25-26, (13) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/01/149/275/0001/25-26, (14) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/01/149/275/0002/25-26, (15) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/01/149/288/0002/25-26, published in this Newspaper on **17/12/2025 (Key No. 1725/25-26)** of **Electrical/Lighting/ Zone-IV Department (Sl. No. 45 to 59).** Last date and time of completion of bid will be read as **05/01/2026 - 2 p.m.** instead of 24/12/2025 up to 2 p.m. (For Sl. No. 1 to 15).

1841/25-26

চাষবাস

ছাদ কিংবা বারান্দার ছোট্ট টবেই ফলুক লাল টুকটুকে স্ট্রবেরি- সঠিক যত্ন, সার ও জল দেওয়ার সহজ গাইড

স্ট্রবেরি- নামটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে লাল টুকটুকে, রসালো আর মিষ্টি ফলের ছবি। কিন্তু বাজার থেকে কেনা স্ট্রবেরির মান নিয়ে অনেকেরই সংদেহ থাকে। কখনও অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহারের ভয়, কখনও আবার আকাশছোঁয়া দাম। এই সব ঝামেলা এড়াতে চাইলে সবচেয়ে ভালো উপায় হল- নিজের হাতেই স্ট্রবেরি চাষ। ভাবছেন, এত ছোট জায়গায় কী করে হবে? বিশ্বাস করুন, একটু নিয়ম মেনে যত্ন নিলে ছাদ, বারান্দা এমনকি জানলার ধারের ছোট টবেও অনায়াসে ফলাতে পারবেন সুস্বাদু স্ট্রবেরি। এই প্রতিবেদনে জানুন- কী ধরনের টব ও মাটি ব্যবহার করবেন, কী ভাবে গাছ লাগাবেন, কোথায় রাখবেন, কতটা জল দেবেন এবং কোন সার দিলে ফলন হবে বেশি। সঠিক টব ও মাটি বাছাইই সাফল্যের প্রথম ধাপ

স্ট্রবেরি গাছের শিক। খুব বেশি গভীরে যায় না। তাই খুব ব। টবের প্রয়োজন নেই। ৮-১০ ইঞ্চি গভীর ও চওা টব হলেই যথেষ্ট। তবে একটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ- টবের নীচে অবশ্যই জল বেরোনোর ছিদ্র থাকতে হবে। নইলে মাটিতে জল জমে গিয়ে শিক। পচে যেতে পারে। মাটির ক্ষেত্রে স্ট্রবেরি পছন্দ করে ঝরঝরে ও হালকা মাটি। সাধারণ বাগানের মাটি, বালি এবং ভার্মি কম্পোস্ট ১ঃ১ঃ১ অনুপাতে মিশিয়ে নিলে আদর্শ মিশ্রণ তৈরি হবে। চাইলে সামান্য কোকোপিট মেশাতে পারেন, এতে মাটি আরও হালকা থাকবে এবং জল ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়বে। কোন গাছ লাগাবেন এবং কী ভাবে? স্ট্রবেরি সাধারণত চারা বা রানার থেকে লাগানো হয়। নার্সারি থেকে সুস্থ, রোগমুক্ত চারা কিনে আনাই সবচেয়ে ভালো। চারা

লাগানোর সময় একটি বিষয় খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি- গাছের ' অংশটি (যেখান থেকে পাতা বেরোয়) যেন মাটির ঠিক উপরে থাকে। খুব গভীরে পুঁতে দিলে গাছ পচে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, আবার খুব ওপরে থাকলেও গাছ ঠিক মতো বাড়তে পারে না। চারা বসানোর পর হালকা ভাবে মাটি চাপা দিন এবং অল্প জল দিন, যাতে মাটি বসে যায়। রোদ ও পরিবেশ- কোথায় রাখবেন টব? স্ট্রবেরি গাছ রোদ ভালোবাসে। দিনে অন্তত ৫-৬ ঘণ্টা আলো দরকার। তবে কড়া দুপুরের রোদ গাছের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই ছাদের এমন জায়গায় বা বারান্দায় টব রাখুন, যেখানে সকাল কিংবা বিকেলের হালকা রোদ পাওয়া যায়। অতিরিক্ত গরমে পাতায় পোড়া দাগ পড়তে পারে। খুব বেশি গরম পড়লে দুপুরে হালকা ছায়ার ব্যবস্থা করলে গাছ আরও ভালো থাকবে।জল দেওয়ার সঠিক নিয়মঃ স্ট্রবেরি গাছ সব সময় হালকা স্যাঁতসেঁতে মাটি পছন্দ করে। কিন্তু জল জমে থাকা একেবারেই চলবে না। গরমকালে প্রতিদিন অল্প অল্প করে জল দেওয়া ভালো। শীতকালে মাটি শুকোলে তবেই জল দিন। একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা- পাতার উপর জল না দিয়ে গাছের গো।ায় জল দিন। এতে ছত্রাক সংক্রমণের ঝুঁকি অনেক কমে যায় এবং গাছ সুস্থ থাকে। কোন সার দেবেন, কখন দেবেন? চারা লাগানোর প্রায় ১৫-২০ দিন পর থেকে গাছকে নিয়মিত সার দিতে হবে। মাসে দু'বার জৈব সার দিলেই যথেষ্ট। ভার্মি কম্পোস্ট, ভালো ভাবে পচানো গোবর সার বা সর্ষের খোল ভেজানো জল ব্যবহার করতে পারেন। ফুল আসার সময় একটু বিশেষ যত্ন নিলে ফলন আরও ভালো হয়। কলার খোসা শুকিয়ে গুঁড়ো করে মাটিতে মিশিয়ে দিলে পটাশিয়ামের জোগান বাড়ে, ফলে ফল ধরতে সুবিধা হয়। রাসায়নিক সারের বদলে জৈব সার ব্যবহার করাই নিরাপদ ও উপকারী। সময় মতো ছাঁটাই ও পোকামাক। নিয়ন্ত্রণঃগাছ সুস্থ রাখতে নিয়মিত নজর দেওয়া জরুরি। হলুদ বা শুকনো পাতা দেখামাত্র কেটে ফেলুন। এতে গাছের শক্তি নষ্ট হয় না এবং নতুন পাতা ও ফুল আসতে সুবিধা হয়। পোকামাক।রে হাত থেকে বাঁচাতে ১০-১৫ দিন অন্তর নিম তেল জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে পারেন। এটি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও নিরাপদ উপায়। ফুল থেকে ফল তৈরি হওয়ার সময় গাছ বেশি নাড়াচাড়া না করাই ভালো। একটু যত্নেই মিলবে মিষ্টি ফল স্ট্রবেরি চাষ শুনতে যতটা কঠিন মনে হয়, আসলে ততটা নয়। নিয়ম মেনে রোদ, জল ও জৈব সার দিলেই কয়েক মাসের মধ্যেই নিজের টবের গাছেই ঝুলবে লাল টুকটুকে স্ট্রবেরি। বাজারের ভেজাল আর বেশি দামের চিন্তা ছাড়াই পরিবারের সঙ্গে উপভোগ করতে পারবেন নিজের হাতে ফলানো টাটকা স্ট্রবেরির স্বাদ। তাই আর দেরি কেন? আজই শুরু করুন ছাদ বা বারান্দার ছোট্ট স্ট্রবেরি বাগান।

মেয়াদোত্তীর্ণ বীজে সর্বনাশ! গজাল না বাঁধাকপি, ফুলকপির কুঁড়ি ঝরে গিয়ে সর্বস্বান্ত দক্ষিণ দিনাজপুরের চাষিরা

ফসলের আশায় মাঠে নেমেছিলেন, কিন্তু ফল মিলল ক্ষতি আর হতাশা। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছ থেকে কেনা বীজে ফুলকপি ও বাঁধাকপি চাষ করে ভয়াবহ লোকসানের মুখে পড়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের একাধিক চাষি। অভিযোগ, মেয়াদোত্তীর্ণ ও নিম্নমানের বীজ সরবরাহ করে চাষিদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে সংশ্লিষ্ট এনজিও। ক্ষতিপূরণের দাবিতে এখন সরব ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা। ঘটনাটি ঘটেছে হিলি ব্লকের পূর্ব রায়নগর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকার অন্তত ২২ জন চাষিকে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ফুলকপি ও বাঁধাকপির বীজ সরবরাহ করেছিল। নির্দিষ্ট সময় মেনে চাষিরা নিজেদের জমিতে সেই বীজ বপন করেন। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই সমস্যা ধরা পড়ে। চাষিদের অভিযোগ, বাঁধাকপির বীজ থেকে একটিও চারা গজায়নি। অন্যদিকে ফুলকপির ক্ষেত্রে প্রথমে চারা বের হলেও ১৫ দিনের মধ্যেই ফুলের কুঁড়ি শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। স্বাভাবিক বৃদ্ধি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত পুরো ফসলই নষ্ট হয়ে যায়। চাষিদের দাবি, এক বিঘা জমিতে ফুলকপি বা বাঁধাকপি চাষ করলে সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত লাভ হয়। কিন্তু এবার লাভ তো দূরের কথা, উল্টে চাষের খরচই উঠল না। জমি তৈরি, শ্রমিক, সার, জল- সব মিলিয়ে বিপুল অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা। সব মিলিয়ে এই ২২ জন চাষির মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা বলে দাবি করা হয়েছে। শুধু আর্থিক ক্ষতিই নয়, প্রায় চার মাসের চাষের মরসুম পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভবিষ্য চাষ নিয়েও অনিশ্চয়তায় ভুগছেন তাঁরা। এর প্রভাব পড়েছে স্থানীয় বাজারেও। এলাকার ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের একাংশ জানিয়েছেন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফুলকপি ও বাঁধাকপির জোগান কমে যাওয়ায় বাজারে দাম বেড়েছে। বাইরে থেকে কপি আনতে হওয়ায় খরচ বাড়ছে, যার বোঝা গিয়ে পড়ছে সাধারণ

মানুষের উপর। ক্ষতিগ্রস্ত চাষি ওম প্রকাশ স্বর্ণকার বলেন, আমরা প্রতি বছরই ওই এনজিওর কাছ থেকেই বীজ নিই। আগে কখনও এই রকম সমস্যা হয়নি। এবার যে বীজ দেওয়া হয়েছে, আমাদের ধারণা সেগুলি পুরনো এবং মেয়াদোত্তীর্ণ। নতুন প্যাকেটের মোড়কে সেগুলি আমাদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। তার ফলেই বাঁধাকপির চারা ওঠেনি, আর ফুলকপির কুঁড়ি নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি আরও জানান, বিষয়টি ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণের দাবি করা হয়েছে। অন্য এক চাষির কথায়, আমরা কৃষক মানুষ, বীজের গায়ে লেখা তারিখ দেখে সব সময় বুঝতে পারি না। এনজিওর উপর ভরসা করেই বীজ নিয়েছিলাম। কিন্তু এই ক্ষতির দায় কে নেবে? আমাদের সংসার তো এই চাষের উপরই নির্ভর করে। চাষিরা জানিয়েছেন, এনজিও কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার জানিয়েও এখনও পর্যন্ত কোনও স্পষ্ট আশ্বাস মেলেনি। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা ব্লক প্রশাসন এবং জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দ্রুত তদন্ত করে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথেও হাঁটার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। এ বিষয়ে জেলা উদ্যানপালন আধিকারিক রাজীব দাস বলেন, এই ধরনের কোনও লিখিত অভিযোগ এখনও আমাদের হাতে আসেনি। অভিযোগ পেলে অবশ্যই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হবে। যদি সত্যিই নিম্নমানের বা মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ সরবরাহ হয়ে থাকে, তাহলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সবজি চাষে বীজের গুণগত মান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামান্য ত্রুটি থাকলেই পুরো ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কৃষকদের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে প্রত্যয়িত বীজ কেনা জরুরি হলেও বাস্তবে অনেক সময় তাঁরা এনজিও বা স্থানীয় সরবরাহকারীদের উপরই নির্ভর করেন। ফলে এই ধরনের ঘটনার ঝুঁকি থেকেই যায়। এই ঘটনায় আবারও প্রশ্ন উঠছে- কৃষকদের বীজ সরবরাহ ব্যবস্থার তদারকি কতটা যথাযথ? স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির ভূমিকা ও দায়বদ্ধতা নিয়েও নতুন করে ভাবার প্রয়োজন অনুভব করছেন চাষিরা। এখন দেখার, প্রশাসনিক তদন্তে কী উঠে আসে এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা আদৌ ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পান কি না। দক্ষিণ দিনাজপুরের এই ঘটনা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, কৃষির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বীজের গুণমান ও সরবরাহ ব্যবস্থার উপর যথাযথ নজরদারি না থাকলে তার খেসারত দিতে হয় সরাসরি চাষিদেরই। মেয়াদোত্তীর্ণ বা নিম্নমানের বীজের কারণে শুধু একটি ফসল নষ্ট হয় না, নষ্ট হয় কৃষকের সময়, শ্রম ও ভবিষ্য পরিকল্পনা। চার মাসের চাষের মরসুম নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারগুলির জীবিকা আজ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এর প্রভাব পড়ছে স্থানীয় বাজারেও, যেখানে সবজির জোগান কমে গিয়ে সাধারণ মানুষের পকেটে বাড়তি চাপ পড়ছে।

এই ঘটনায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির দায়বদ্ধতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠছে। কৃষকদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে যদি পুরনো বা অযোগ্য বীজ সরবরাহ করা হয়ে থাকে, তবে তা নিছক অবহেলা নয়, বরং প্রতারণার সামিল। তাই দ্রুত প্রশাসনিক তদন্ত, দায়ী সংস্থার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এবং ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে বীজের গুণমান পরীক্ষা, লাইসেন্স ও নিয়মিত নজরদারি আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। নচে কৃষকের আস্থা যেমন ভাঙবে, তেমনই কৃষি ব্যবস্থার উপর মানুষের বিশ্বাসও ক্রমশ ক্ষয়ে যাবে।

গৃহযুদ্ধের ছায়ায় মায়ানমারের নির্বাচনঃ প্রথম দফার গণনায় এগিয়ে সেনাপন্থী ইউএসডিপি, ক্ষমতা বদলের ইঙ্গিত

দীর্ঘ পাঁচ বছর পর গৃহযুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় জর্জরিত মায়ানমারে শুরু হলো সাধারণ নির্বাচন। তবে এই ভোট ঘিরে বিতর্কের শেষ নেই। নোবেলজয়ী অং সান সু চি-র নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না। এর মধ্যেই প্রথম দফার ভোটগণনার ফল প্রকাশ্যে আসতেই স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলছে- সেনাপন্থী ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (ইউএসডিপি) বড় জয়ের পথে। রবিবার অনুষ্ঠিত প্রথম দফার ভোটের পর ইউএসডিপি দাবি করেছে, যেসব টাউনশিপে ভোটগণনা সম্পন্ন হয়েছে, সেখানে তারা বিপুল ব্যবধানে জয় পেয়েছে। দলের তরফে জানানো হয়েছে, ১০২টি টাউনশিপের মধ্যে ৮২টি নিম্নকক্ষের আসনে তারা জয়লাভ করেছে। অর্থাৎ, প্রথম পর্বের গণনা শেষ হওয়া আসনগুলির প্রায় ৮০ শতাংশেরও বেশি দখলে রেখেছে সেনা-সমর্থিত এই দল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ফলাফল মায়ানমারের ভবিষ্য রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, রাজধানী নেপিদো-র আটটি টাউনশিপের সবকটিতেই জয় পেয়েছে ইউএসডিপি। যদিও এখনও দুই দফার নির্বাচন বাকি থাকায় চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ পেতে সময় লাগবে, তবু প্রথম দফার এই বিপুল সাফল্য সেনাপন্থী শক্তির আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। ২০২০ সালের শেষ সাধারণ নির্বাচনে ইউএসডিপি ভরাডুবি ঘটেছিল অং সান সু চি-র নেতৃত্বাধীন এনএলডি-র কাছে। সেই নির্বাচনে এনএলডি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু সেনাবাহিনীর অভিযোগ ছিল, ভোটার তালিকা ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। সেই অভিযোগকে সামনে রেখেই ২০২১ সালে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে, ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় সু চি-র সরকারকে। গ্রেপ্তার হন সু চি সহ এনএলডি-র শীর্ষ নেতারা, কার্যত নিষিদ্ধ হয়ে যায় দলটি। এরপর থেকেই মায়ানমারে সামরিক জুন্টার শাসন চলছে। বর্তমানে দেশটির শাসনভার রয়েছে সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইং-এর নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকারের হাতে। রবিবার ভোটের পর তিনি আবারও দাবি করেছেন, এই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু। তাঁর কথায়, আমরা জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে চাই। একটি অসামরিক নেতৃত্বাধীন সরকারের পথ তৈরি করাই এই নির্বাচনের লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, ভোটের আয়োজন করছে সেনাবাহিনী। তাই আমাদের নাম কলঙ্কিত হতে দিতে পারি না। তবে বাস্তব চিত্র অনেকটাই ভিন্ন। গৃহযুদ্ধ ও নিরাপত্তাজনিত সমস্যার কারণে মায়ানমারের ৩৩০টি শহরের মধ্যে ৬৫টি শহরে ভোটই করা সম্ভব হয়নি। প্রথম দফায় ১০২টি শহরে ভোটগ্রহণ হয়েছে। জানা গিয়েছে, দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় এখনও সশস্ত্র সংঘর্ষ চলছে, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই নির্বাচনে মোট ৫৭টি রাজনৈতিক দল অংশ নিলেও অধিকাংশ দল নিজেদের অঞ্চল বা প্রদেশের বাইরে প্রার্থী দেয়নি। এনএলডি-র অনুপস্থিতিতে বিরোধী রাজনীতিও কার্যত দুর্বল। ফলে সেনাপন্থী ইউএসডিপি-র সামনে বড় কোনও চ্যালেঞ্জ নেই বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, এই নির্বাচনের মাধ্যমে সামরিক সরকার আন্তর্জাতিক মহলে নিজেদের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। মায়ানমারে নির্বাচন হচ্ছে মোট তিন দফায়।

আমেরিকায় চাকরি খোঁজার সময় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই ভারতীয় তরুণীর

৩০ ডিসেম্ভর ঃ আমেরিকায় চাকরি খোঁজার উদ্দেশ্যে আসা দুই ভারতীয় তরুণী মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। এই দুর্ঘটনা ঘটেছে ক্যালিফোর্নিয়ায়, যেখানে তারা এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার পর ফেরার পথে প্রাণ হারান। মৃত দুই তরুণীর নাম পুল্লাখাণ্ডানাম মেঘনা রানি এবং কাদিয়ালা ভাবনা। দু'জনেই ২৪ বছর বয়সী ছিলেন এবং তেলঙ্গানার মহবুবাবাদ জেলার গারলা এলাকার বাসিন্দা। তারা সম্প্রতি স্নাতকোত্তর শেষ করে আমেরিকায় এসেছিলেন চাকরি খোঁজার জন্য।সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, মেঘনা ও ভাবনা আমেরিকায় একসঙ্গে থাকতেন এবং খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। স্নাতকোত্তর শেষে চাকরি খুঁজতে আমেরিকায় চলে আসা এই তরুণীরা একে অপরের কাছেই ছিল। দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর, তাদের পরিবারগুলো শোকস্তব্ধ হয়ে প।ছে। গারলা এলাকায় গোটা গ্রামটি এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা নিয়ে শোকাহত, কারণ তারা স্থানীয় দুটি পরিচিত এবং প্রিয় পরিবার ছিল। মেঘনার বাবা নাগেশ্বর রাও গারলা এলাকার একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক, আর ভাবনার বাবা ওই জেলার একটি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান।দুর্ঘটনার পর থেকে পরিবার দুটি চেষ্টা করছে তাদের প্রিয়জনদের দেহ ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু, বিদেশ থেকে দেহ ফিরিয়ে আনা একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। এটি করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, যা সাধারণত অনেকের পক্ষে সংগ্রহ করা সহজ নয়। এই বিপুল টাকা জোগাড়ের জন্য মৃতদের আত্মীয়রা এক প্রকারের ফান্ডরেইজিংয়ের উদ্যোগ নিয়েছে। তারা GoFundMe নামক একটি পেজ তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে তারা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকায় আসা ভারতীয়দের জন্য বিদেশে মৃত্যুর ঘটনা কখনোই সহজ নয়। তবে এই ধরনৌ সাহায্য চাচ্ছেন। তারা আশা করছেন যে, তাদের এই বিপুল টাকা সংগ্রহের প্রক্রিয়া সফল হবে এবং তাদের প্রিয়জনদের মরদেহ শিগগিরই দেশে ফিরিয়ে আনা যাবে।

এই দুর্ঘটনার পর আমেরিকার কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করেছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি পথ দুর্ঘটনায় এই দুই তরুণীর মৃত্যু হওয়ায় স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। তারা দুর্ঘটনার কারণ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে, যাতে ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা রোধ করা যায়।মেঘনা এবং ভাবনা দুজনেই অত্যন্ত মেধাবী এবং স্বপ্নমুখী তরুণী ছিলেন। তাদের মধ্যে অদ্ভুত বন্ধন ছিল, যা অনেকের কাছেই এক প্রকার অনুপ্রেরণা হিসেবে দেখা যেত। তারা একে অপরের জন্য সবসময় সহায় ছিলেন এবং একে অপরের পাশে দাঁ।িয়ে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছেন। তাদের এই বন্ধুত্ব এবং সংগ্রামের গল্প তাদের পরিবার ও বন্ধুদের মনে চিরকাল বেঁচে থাকবে। মৃত্যুর পর, দুই তরুণীর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং গ্রামবাসীরা শোকের মধ্যে রয়েছেন। তাদের স্মৃতি এবং ভালোবাসা সারাজীবন তাদের পরিবারের মধ্যে বেঁচে থাকবে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা তাদের পরিবারের জন্য গভীর দু ঃখের বিষয়। মেঘনা ও ভাবনার মতো তরুণী যারা নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন, তাদের অকাল মৃত্যু সত্যিই এক অশেষ শোকের বিষয়।

ক্যালিফোর্নিয়ার এই দু'টি তরুণীর পরিবারের সদস্যরা এখন কঠিন এক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন। তারা সমস্ত জায়গায় সাহায্যের জন্য আবেদন করছেন। Go-FundMe পেজের মাধ্যমে তারা যে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করছেন, তা যদি সফল হয়, তবে অন্তত তাদের প্রিয়জনদের দেহ দেশের মাটিতে ফিরিয়ে আনতে কিছুটা সহায়তা হবে। পুরো গ্রাম এবং পরিবারের সদস্যরা একজোট হয়ে তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন, যাতে এই হতভাগ্য দুর্ঘটনার পর তারা তাদের প্রিয়জনদের শেষবার দেখতে পারেন। এটি একটি গভীর শোকের ঘটনা, কিন্তু এই কঠিন সময়ে পরিবারগুলো একত্রিত হয়ে সমস্যার সমাধান করতে সহায়তা করছে। যদিও এটা একটি অপ্রত্যাশিত এবং দু ঃখজনক ঘটনা, তবে তাদের আত্মীয়রা দঢ়তা নিয়ে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চেষ্টা করছেন। গোটা গ্রাম ও পরিবার তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহস দিচ্ছে, যাতে মেঘনা ও ভাবনার দেহ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য এবং অর্থ সংগ্রহ করা যায়।

আধুনিক যাত্রী সুবিধা এবং উন্নত পরিকাঠামো সহ বিমলগড় অমৃত স্টেশনের নতুন রূপদান

৩০ ডিসেম্বরঃ ভারতীয় রেল অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে দেশজুড়ে ১৩০০টিরও বেশি স্টেশন পুনর্নির্মাণ করছে। এর লক্ষ্য হলো উন্নত পরিকাঠামো, সহজগম্যতা এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধি করা। এই প্রকল্পটি স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে। এটি আঞ্চলিক বৃদ্ধি, পর্যটন এবং মসৃণ চলাচলেও সহায়তা করে। এই প্রকল্পের অধীনে ওড়িশার ৫৯টি স্টেশন পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। বিমলগড় রেলওয়ে স্টেশনটি নির্বাচিত স্টেশনগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিমলগড় জংশন, ওড়িশা-বিমলগড় স্টেশনটি ওড়িশার সু ন্দরগড় জেলায় অবস্থিত। স্টেশনটি যাত্রী চলাচল এবং পণ্য পরিবহন উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। এই পুনর্নির্মাণের ফলে স্টেশনটি আরও পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ এবং যাত্রী-বান্ধব হয়ে উঠবে। এই কাজের মূল লক্ষ্য হলো মৌলিক পরিকাঠামো এবং যাত্রী সুবিধা উন্নত করা। একটি উন্নত সম্মুখভাগ সহ নতুন স্টেশন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। নতুন প্রবেশ এবং প্রস্থান গেট স্থাপন করা হচ্ছে। একটি নতুন সার্কুলেটিং এরিয়া এবং উন্নত প্ল্যাটফর্ম শেড যাত্রীদের চলাচল ও আরাম বৃদ্ধি করবে। দিব্যাঙ্গজন-বান্ধব সুবিধার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। সার্কুলেটিং এরিয়া এবং প্ল্যাটফর্মে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য শৌচাগার তৈরি করা হচ্ছে। সকলের জন্য সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে র‍্যাম্প, জলের বুথ, স্পর্শযোগ্য পথ এবং ব্রেইল সাইনেজও যুক্ত করা হচ্ছে। অন্যান্য যাত্রী সুবিধার মধ্যে রয়েছে একটি ওয়েটিং হল এবং নতুন বসার ব্যবস্থা। প্ল্যাটফর্মের পৃষ্ঠতল উন্নত করা হচ্ছে। ছাউনি এবং সম্মুখভাগের আধুনিকীকরণও এই কাজের অংশ। আঞ্চলিক পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে স্টেশনের দেয়ালে স্থানীয় শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু দিয়ে চিত্রাঙ্কন করা হচ্ছে। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে বিমলগড় স্টেশনের পুনর্নির্মাণ আধুনিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং যাত্রী-কেন্দ্রিক রেল পরিকাঠামোর দিকে আরও একটি পদক্ষেপ।

মৃত্যুকে হার মানিয়ে দিল ১২ বছরের সাহস- চলন্ত গাড়িতে অজ্ঞান মাকে বাঁচিয়ে 'বীরপুরুষ' জ্যাকের নজিরবিহীন কীর্তি

৩০ ডিসেম্ভর ঃ চলন্ত গাড়ির ভেতরে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন মা। মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ হারাল গাড়ি, গতি ছুঁল ঘণ্টায় প্রায় ৯৫ কিলোমিটার। যে কোনও মুহূর্তে ঘটে যেতে পারত ভয়াবহ দুর্ঘটনা। সেই সময় পাশে বসে থাকা মাত্র ১২ বছরের এক কিশোর যে ভাবে ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামাল দিল, তা দেখে তাক লাগিয়েছে।

গোটা বিশ্ব। এই কিশোরের নাম জ্যাক হাওয়েলস। আজ সে শুধু তার মায়ের কাছেই নয়, নেটদুনিয়ার কাছেও এক ' ঘটনাটি ঘটেছে ব্রিটেনে। শীতের ভোরে ওয়েলস থেকে বার্মিংহামের উদ্দেশে গাড়ি চালাচ্ছিলেন নিকোলা হাওয়েলস। উদ্দেশ্য- ক্রিসমাসের কেনাকাটা। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ১২ বছরের ছেলে জ্যাক। যাওয়ার কথা ছিল এক বন্ধুর সঙ্গে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বন্ধুর পরিকল্পনা বাতিল হওয়ায় ছেলেকেই সঙ্গী করেছিলেন

CHANGE OF NAME

I,MD EKZAR ALI (OLD NAME) S/O- residing at VILL-SALLAPARA PO-PULINDA P.S-BELDANGA DIST-MURSHIDABAD PIN-742134, west bengal do hereby declare that I ,have changed my name from (old name) MD EKJAR ALI to (new name) EKJAR SK and henceforth I shall be known as (new name) EKJAR SK in all purpose , vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 30/12/2025.(new name) EKJAR SK and MD EKJAR ALI (old name) both name are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I PROSANTA KUMAR MONDAL and PROSANTA KR MONDAL S/O SHASANKA SEKHAR MONDAL residing at Vill-Bhabanipur, P.O.-Chakdah, P.S.-Chakdah, Dist-Nadia-741222, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PRASANTA KUMAR MONDAL as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata vide affidavit No 4075, Dated 27/01/2025. PROSANTA KUMAR MONDAL and PROSANTA KR MONDAL and PRASANTA KUMAR MONDAL both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Jawed, on behalf my minor son whose said name Md Zabiyar (son old name), residing at P-47 Garden Reach Po.Garden Reach , Kolkata , Pin - 700024, West Bengal, INDIA, I have changed my son name and he shall henceforth be known as Md Zaviyar (my son New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 29/12/2025. Md Zaviyar and Md Zabiyar both are same and identical person (my son).

CHANGE OF NAME

I Samir Kumar Sadhukhan, S/o-Late Manoranjan Sadhukhan, aged about 60 years, by faith-Hindu, by Profession-Business, residing at Vill & P.O.-Ichhapur, P.S- Chapra, Dist- Nadia, Pin-741164, W.B., do hereby declare that I have changed my name from Somiya Sadhukhan and Samir Sadhukhan to Samir Kumar Sadhukhan, and henceforth I shall be known as Samir Kumar Sadhukhan, in all purpose, vide affidavit no 13 at Krishnanagar, Nadia on 29/12/2025. Samir Kumar Sadhukhan, Samir Sadhukhan and Somiya Sadhukhan is same and one identical person

CHANGE OF NAME

I,MOJIBOR RAHAMAN (old name) S/O -HAFIJUDDIN SK residing at VILL& PORADHAKANTAPUR PS-KALIGANJ DIST-NADIA PIN-741181. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOJIBOR RAHAMAN (old name) to MUJIBAR RAHAMAN SEKH (new name) and henceforth, I shall be Known as MUJIBAR RAHAMAN SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 30/12/2025 . MUJIBAR RAHAMAN SEKH (new name) & MOJIBOR RAHAMAN (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rakesh Chandra Mondal (Old Name) S/O–Bidhan Mondal residing at Vill-Panchdara , PO-Panchdara Abhoynagar , PS-Tehatta , Nadia , West Bengal 741156 do hereby declared that I have changed my name from Rakesh Chandra Mondal to Rakesh Mondal and henceforth I shall be known as Rakesh Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/12/2025. My name Rakesh Mondal & Rakesh Chandra Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, JOYENUDDIN SK (OLD NAME) S/O-KHAYERUDDIN SK residing at VILL-CHAR KAKMARI PO-SAHEBNAGAR P.SSAGARPARA DIST-MURSHIDABAD PIN-742306, west bengal do hereby declare that I ,have changed my name fromJOYENUDDIN SK (old name) to MAINUL SK (new name) and henceforth I shall be known as (new name) MAINUL SK in allpurpose , vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 30/12/2025.(new name) MAINULSK and JOYENUDDIN SK (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I BIRENDRA JATIA S/O ATMA RAM JATIA residing at CJ-160, Salt Lake, P.O.-Sech Bhawan, P.S.-Bidhannagar East, Dist-North 24 Parganas-700091, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as BIRENDRA KUMAR JATIA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 30/12/2025. BIRENDRA JATIA and BIRENDRA KUMAR JATIA both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Aloke Kumar Das (Old Name) S/O–Tripureswar Das residing at 55/3B Dr Sundar Gopal Dhar Lane , PO-Khagra , PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742103 do hereby declared that I have changed my name from Aloke Kumar Das to Aloke Das and henceforth I shall be known as Aloke Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/12/2025. My name Aloke Das & Aloke Kumar Das both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Luthfor Rahman (Old Name) S/O–Habibuddin Biswas resident of Vill-Patikabari Bazarpara , Po-Patikabari , Ps-Nowda , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742121 do hereby declared that I have changed my name from Luthfor Rahman to Luthfor Rahaman and henceforth I shall be known as Luthfor Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 12/12/2025. My name Luthfor Rahaman & Luthfor Rahman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Odud Dewan (old name) Son of Safed Ali Dewan, residing at Uttar Dewanpara Bansra, Ps-Jibantala, South 24 Parganas Pin-743363, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Odut Dewan (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 30/12/2025. Odud Dewan (old name) and Odut Dewan (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD CHAND S/o Md Nasiruddin residing at 1/C, Brick Field Lane, Tiljala, Kolkata-700039 WB do hereby declare my father's correct and actual name MD NASIRUDDIN instead of NASIRUDDIN alias MD NASIR, vide affidavit No 15042 sworn before the Ld. 1st class Judicial Magistrate at Sealdah on 12/12/2025. MD NASIRUDDIN, NASIRUDDIN and MD NASIR all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, KALI HALDER (old name) W/O-Shambhu Dutta residing at 169/D.P.N. Mitra Brick Field Road, Paschim Putiari, P.S. Behala, Kolkata-700041 West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from KALI HALDER (old name) to SHYAMALI DUTTA (new name) and henceforth, I shall be Known as SHYAMALI DUTTA (new name) vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated on 29/12/2025. KALI HALDER and SHYAMALI DUTTA both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD. WAQQAS (old name) S/O- Md. Zahid residing at 59A, Biplabi Rash Behari Bose Road, Floor 1, Kolkata-700001 West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MD. WAQQAS (old name) to MD. WAQQAS ZAHID (new name) and henceforth, I shall be Known as MD. WAQQAS ZAHID (new name) vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata dated on 16/10/2025. MD. WAQQAS and MD. WAQQAS ZAHID both name are same and one identical person.

নাম পদবী পরিবর্তন

আমি আফরুজা লস্কর স্বামী আরিফবিল্লা লস্কর গ্রাম ও পোঃ- রামতনুনগর, ব্লক কাকদ্বীপ, থানা হারউড পয়েন্ট কোস্টাল, জেলা দক্ষিন ২৪ পরগনা। আমার মেয়ের জন্ম সার্টিফিকেটে ভুলবশত আথিকাথুল বতুল লস্কর আর আমার নাম আফরুজা খাতুন লেখা হয়েছে। কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট বলে গত ১৯শে ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে আমার মেয়ে আতিকাতুল বতুল লস্কর ও আমি আফরুজা লস্কর হলাম। আথিকাথুল বতুল আর আতিকাতুল বতুল লস্কর এবং আফরুজা খাতুন আর আফরুজা লস্কর এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Parwez Akhatar (Old Name) S/o Ali Hassan Residing at 18A/E, Kustia Masjid Bari Lane, P.o+P.s - Tiljala, District - Kolkata, Pin - 700039, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Parwez Akhtar (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 22-12-2025. Parwez Akhatar (Old Name) and Parwez Akhtar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rajiv Jaiswal (Old Name) S/o Deep Chand Jaiswal Residing at BF 37/4, Desh Bandhu Nagar Saha Para, P.o+P.s - Baguiati, District - North 24 Parganas, Pin - 700059 West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Rajiv Kumar Jaiswal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 30-12-2025. Rajiv Jaiswal (Old Name) and Rajiv Kumar Jaiswal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sabia Rahaman (Old Name) W/O–Hasanur Jaman Mondal resident of N0229 Berpara , Po-Patikabari , Ps-Nowda , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742121 do hereby declared that I have changed my name from Sabia Rahaman to Sobia Rahaman and henceforth I shall be known as Sobia Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 12/12/2025. My name Sobia Rahaman & Sabia Rahaman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sorifa Bibi (Old Name) W/O–Md Siraj Sk residing at Vill-Jiyadara , PO-Jibanti , PS-Kandi , Murshidabad, West Bengal 742136 do hereby declared that I have changed my name from Sorifa Bibi to Sarifa Khatun and henceforth I shall be known as Sarifa Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/12/2025. My name Sarifa Khatun & Sorifa Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bidhan Chandra Mandal (Old Name) S/O– Bholanath Mondal residing at Vill-Panchdara , PO-Panchdara Abhoynagar , PS-Tehatta , Nadia , West Bengal 741156 do hereby declared that I have changed my name from Bidhan Chandra Mandal to Bidhan Mondal and henceforth I shall be known as Bidhan Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/12/2025. My name Bidhan Mondal & Bidhan Chandra Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Monajit Biswas (Old Name) S/O– Mihir Biswas residing at Kurmitola , Ward No 11 , Near Kurmitola Shanti Hari Mandir , Murshidabad, West Bengal 742149 do hereby declared that I have changed my name from Monajit Biswas to Manojit Biswas and henceforth I shall be known as Manojit Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/12/2025. My name Manojit Biswas & Monajit Biswas both are same and one identical person.

লক্ষ্য ২২ আসনেই জয়, মুর্শিদাবাদে দায়িত্বে এলেন তৃণমূলের ৭ 'হেভিওয়েট' নেতা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩০ ডিসেম্বর ঃ লক্ষ্য ২০২৬- এর বিধানসভা নির্বাচনে ২০২১ এর ফলাফলকে ছাপিয়ে যাওয়া। সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি আগামী মাসের ২ তারিখ থেকে তাঁর জেলা সফর শুরু করতে চলেছেন। সমাজমাধ্যমের পাতায় ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রকাশ করে দিয়েছে আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভোটের স্লোগান। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলার ২২ টি আসন দখল করার লক্ষ্য নিয়ে রাজ্যের অন্য কয়েকটি জেলার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার সবগুলো বিধানসভার সাংগঠনিক কাজকর্ম দেখার জন্য চার বিধায়ক সহ মোট সাতজনকে বিশেষ সমন্বয়কারী হিসেবে নিয়োগ করলো তৃণমূল কংগ্রেস। মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের এক শীর্ষ নেতা বলেন, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলার ২২ টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ২০ টি আসন তৃণমূলের দখলে গিয়েছিলো। দু'টি আসন থেকে বিজেপি প্রার্থীরা জেতেন। তবে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের দলের শীর্ষ নেতৃত্ব মুর্শিদাবাদ জেলায় ২২ টি আসনকেই পাখির চোখ করে ভোট যুদ্ধে নামতে চলেছে। তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছে, মুর্শিদাবাদের দু'টি সাংগঠনিক জেলার বিভিন্ন বিধানসভার নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করার দায়িত্ব চারজন তৃণমূল বিধায়ক- ইমানি বিশ্বাস, আখরুজ্জামান, আশীষ মার্জিত এবং সৌমিক হোসেনকে যেমন দেওয়া হয়েছে তেমনি বর্তমানে দলের সাংগঠনিক পদে থাকা মোশারফ হোসেন মধু, শাওনি সিংহ রায় এবং আনারুল ইসলামকেও সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব আনা হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যখন ভোটের রণকৌশল তৈরির কাজে ব্যস্ত সেই সময় প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দিষ্ট দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ইংরেজি নতুন বছর শুরুর আগেই ভোটের ময়দানে পুরোপুরি নেমে পড়লো তা বলাই যায়। রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা রঘুনাথগঞ্জ তৃণমূল বিধায়ক আখরুজ্জামান জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ এবং লালগোলা বিধানসভা কেন্দ্রের সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পেয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্য জুড়ে তৃণমূল সরকারের আমলে যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে এবং 'উন্নয়নের পাঁচালী' আমরা প্রচার করছি সেগুলো যাতে সাধারণ মানুষের কাছে আরও ভালোভাবে পৌঁছে যায় এবং রাজ্যজুড়ে এসআইআর -এর যে কর্মকাণ্ড চলছে তাতে যাতে সাধারণ মানুষ কোনও অসুবিধার মধ্যে না পড়ে সমন্বয়কারী হিসেবে সেগুলো আমার দেখা কর্তব্য হবে। সুতির বিধায়ক তথা ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জ এবং সুতি বিধানসভা কেন্দ্রের সমন্বয়কারী ইমানি বিশ্বাস বলেন, আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি বিধানসভার নির্বাচনের আগে গুরুতর একটি দায়িত্ব দিয়েছেন। আমার দায়িত্বে থাকা তিনটি বিধানসভার কর্মীদেরকে নিয়ে খুব শীঘ্রই আলোচনায় বসবো। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে স্থানীয় স্তরে ভোটের কৌশল কী হবে তা সকলের মতামত নিয়ে ঠিক করা হবে। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি মোশারফ হোসেন মধুকে হরিহরপাড়া, বহরমপুর, নওদা, রেজিনগর এবং বেলডাঙার মতো পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্রের সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের আগে যাতে মসৃণ ভাবে দল পরিচালনা করা যায়, সরকারের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং উন্নয়নমূলক কাজের সমস্ত খতিয়ান মানুষের কাছে পৌঁছায় এবং সরকারি সমস্ত সুবিধা যাতে প্রত্যেক মানুষ পায় সেদিকে নজর রাখা আমার কর্তব্য হবে। তেমনই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফ থেকে যখন যে সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হবে তা ব্লক নেতৃত্ব এবং স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করা হবে।

যুবকের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ৩০ ডিসেম্বর ঃ রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিসার গাফিলতির কারণে মৃত্যু হল এক ১৪ বছরের কিশোরে। মৃতর নাম রঞ্জিত মাল। কড়কড়িয়া মোড় থেকে বেসিকে রঞ্জিত মাল একটি বাইকের পিছনে বসে ডিমের ট্রে নিয়ে আসছিলো। চলন্ত অবস্থায় একটি কুকুর গাড়িতে ঢুকে গেলে, গাড়ি থেকে ছিটকে রঞ্জিত ও পড়ে যায়। কিন্তু তার বুকে আঘাত লাগে। তারপর তাকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার জেরে উত্তেজনা রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। রামপুরহাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ত্রনে আনে। রঞ্জিত মালের বাড়ি তারাপীঠে সবুজ পল্লীতে। বাড়ি থেকে আজ দুপুরে বাইক থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন।এরপর রামপুরহাট মেডিকেল কলেজে তাকে ভর্তি করা হয়। পরিবারে দাবি কোনো চিকিৎসা করেনি চিকিৎসকরা। মায়ের অভিযোগ, ছেলে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলো। ডাক্তার বাবুর কাছে বার বার গিয়ে বলি, ছেলে ছটপট করছে। কিন্তু তারা কেউ এলো না এবং বলেছিলো তিন ঘন্টা পর যাবে। অথচ তারা গল্প করছিলো। তাও দেখতে এল না। ফলে আমার ছেলে মারা যায়। আমারা ওই চিকিৎসকের শাস্তি হোক। মৃত্যুর খবর ছড়াতে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এরপর রামপুরহাট থানার পুলিশ এসে নিয়ত্রনে আসে।

বিধায়ক অসীম সরকারের বিরুদ্ধে এফআইআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর, ৩০ ডিসেম্বর ঃ নদীয়ার হরিনঘাটার বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকারের বিরুদ্ধে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান সম্পর্কে অবমাননা মুলক মন্তব্য করা ও আপত্তিকর বিকৃত ব্যাখ্যার অভিযোগে মঙ্গলবার বারুইপুর থানায় এফ আই আর দায়ের করলেন 'বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদ' এর একটি প্রতিনিধিদল। তারা অভিযোগ পত্রে বলেন, অসীম সরকার মুসলমানদের ঐশীগ্রন্থ আল কুরানকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ ও মিথ্যা মন্তব্য করে মুসলিমদের ভাবাবেগে আঘাত করেছেন। ভারতীয় আইনে কারো ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করার অধিকার কারুর নেই। এই বেআইনি কাজের জন্য দ্রুত অসীম সরকারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে এবং তাকে গ্রেফতার করে উপযুক্ত ধারা দিয়ে প্রশাসনকে অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে অসীম সরকার উস্কানিমূলক বক্তব্য ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন মুলক রাজনীতি করার অপচেষ্টা করেছেন। রাজ্যে সরকারের নৈতিক দায়িত্ব হল দ্রুত শান্তি - শৃঙ্খলা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা রাখতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। এদিনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি মাওলানা মোজাফফর হোসেন, সাধারন সম্পাদক প্রফেসর ড. জাহান আলী পুরকাইত, সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি আব্দুর রউফ পাটুলি, বিশিষ্ট আইনজীবী আনিসুর রহমান, মাওলানা নুরুল ইসলাম, আবদুর রহমান সহ আরো অনেক।

শীতের দাপট ও ঘন কুয়াশায় কাঁপছে জঙ্গলমহল, পর্যটকদের ভিড় ঝাড়গ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৩০ ডিসেম্বর ঃ শীতের পারদ ক্রমশ নিম্নমুখী হতেই জঙ্গলমহল জুড়ে শীতের দাপট বাড়তে শুরু করেছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ঝাড়গ্রাম জেলা ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায়। কনকনে ঠান্ডার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘন কুয়াশা জনজীবনে বাড়তি সমস্যা সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে ভোরের দিকে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় গাড়ির চালক থেকে শুরু করে পথচারীরা চরম ভোগান্তির মুখে পড়ছেন। ঘন কুয়াশার কারণে অনেক জায়গায় যান চলাচল ধীরগতিতে হচ্ছে। তবুও শীতকে উপেক্ষা করেই সকাল থেকে বহু মানুষকে মর্নিং ওয়াক করতে দেখা গেছে। কেউ আবার শীত নিবারণের জন্য আগুন জ্বেলে তার উষ্ণতা নিচ্ছেন। অন্যদিকে, শীতপ্রেমী মানুষেরা সকালবেলায় শীতের আমেজ উপভোগ করতে চায়ের দোকানে ভিড় জমাচ্ছেন। কাপে কাপে গরম চা আর ধোঁয়া ওঠা ভাঁড়ে আড্ডায় মুখর হয়ে উঠছে এলাকার চায়ের ঠেকগুলো। একদিকে যেমন শীতের কারণে সাধারণ মানুষকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, অন্যদিকে আবার শীতের আনন্দ উপভোগ করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ছেন বহু মানুষ। শীত পড়তেই ঝাড়গ্রাম জেলায় পর্যটকদের ঢল নামতে শুরু করেছে। বনঘেরা প্রকৃতি, শীতের হালকা রোদ আর কুয়াশার আবেশে ঝাড়গ্রাম এখন পর্যটকদের কাছে বাড়তি আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় শীতের দাপট আরও জোরালো হয়েছে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে এসেছে ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার মাত্রা ছিল প্রায় ৯৫ শতাংশ। গতকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কয়েকদিন ধরেই জেলার তাপমাত্রা ১১ থেকে ১২ ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করছে।ভোর থেকেই ঘন কুয়াশার দাপটে জলপাইগুড়ি শহর কার্যত ঢেকে যায়। সকাল আটটা নাগাদও শহরের অধিকাংশ এলাকা কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল। কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় বেলা বাড়লেও রাস্তায় লোকজনের চলাচল ছিল তুলনামূলক কম। একই ছবি দেখা গেছে ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি সহ ডুয়ার্সের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতেও। ঠান্ডা হাওয়া ও কুয়াশার জেরে দুর্ঘটনা এড়াতে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জাতীয় সড়কে চালকদের সতর্ক করা হচ্ছে। রাতে অনেক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে চালকদের গরম চা ও জল খাইয়ে সচেতন করা হচ্ছে। অতিরিক্ত কুয়াশার কারণে বাইক ও গাড়িচালকদের ফগলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে দেখা যাচ্ছে। একদিকে কনকনে ঠান্ডায় সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ, অন্যদিকে শীতের আমেজ উপভোগ করতেও পিছিয়ে নেই জলপাইগুড়িবাসী। সকাল থেকেই চায়ের দোকানগুলিতে ভিড় চোখে পড়ছে। পাশাপাশি রাস্তায় থাকা দু ঃস্থ মানুষদের জন্য কম্বল বিতরণেও এগিয়ে এসেছেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী দিনে উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা আরও নামতে পারে।

জলপাইগুড়ির মেয়ে 'পুতুল'-এর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ শহর, ভারাক্রান্ত নয়াবস্তি এলাকার খালেদা জিয়ার পাড়া-প্রতিবেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৩০ ডিসেম্বর ঃ বছরের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে জলপাইগুড়ির শীতের সকাল এমনিতেই ছিল ধূসর। তার উপর মঙ্গলবার ভোরে পৌঁছাল এক দু ঃ সংবাদ। বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই কুয়াশায় মোড়া শহর যেন আরও নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এই শহরই যে তাঁর জন্মভূমি- জলপাইগুড়ির নয়াবস্তির সেই পরিচয় আজ আবার ফিরে এল মানুষের স্মৃতিতে। ছোটবেলার নাম 'পুতুল' নামেই তাঁকে চিনত পাড়া-প্রতিবেশী। ১৯৪৫ সালে অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত জলপাইগুড়ি শহরেই জন্ম হয় খালেদা জিয়ার। স্বাধীনতার আগের সেই সময়ে জলপাইগুড়ি ছিল এক অন্যরকম শহর- চা-বাগান, রেললাইন আর মিশ্র সংস্কৃতির এক অনন্য কেন্দ্র। সেখানেই কাটে খালেদার শৈশবের প্রথম অধ্যায়। বাবার নাম মহম্মদ ইসকান্দর। তিনি চা কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচার সংস্থা ' দাশ অ্যান্ড কোম্পানি'-তে কর্মরত ছিলেন। চাকরিসূত্রেই জলপাইগুড়িতে বসবাস ছিল তাঁদের পরিবারের। খালেদার পড়াশোনার শুরু জলপাইগুড়িরই সুনীতিবালা সদর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্কুলের রেজিস্টার, পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে এখনও তাঁর নাম খুঁজে পান শিক্ষকেরা। যদিও সময়ের স্রোতে স্কুলের অবয়ব অনেক বদলে গেছে, তবু ইতিহাসের পাতায় সেই নাম আজও অমলিন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বদলে দেয় বহু পরিবারের গল্প। সেই অস্থির সময়ে খালেদা জিয়ার পরিবারও জলপাইগুড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এক হিন্দু পরিবারের সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁরা চলে যান ওপারে। জলপাইগুড়ির নয়াবস্তিতে যে বাড়িতে খালেদারা থাকতেন, সেখানে বসবাস শুরু করে চক্রবর্তী পরিবার। এরপর আর কখনও স্থায়ীভাবে এই শহরে ফিরে আসেনি খালেদা জিয়ার পরিবার। কিন্তু সম্পর্কের সূত্র ছিন্ন হয়নি। বলছেন, রাজনীতির কিছু ব্যাপার নয়। আমাদের এখানকারই বাসিন্দা ছিল ওরা। তাই আজ আমাদের মন ভারাক্রান্ত। এই শোকের আবহ ছুঁয়ে গেছে তাঁর স্কুলকেও। সুনীতিবালা সদর প্রাথমিক বিদ্যালযের প্রধান শিক্ষক অরূপ দে জানান, আমি শুনেছি তাঁর কথা। ইতিহাস ঘেঁটে জানতে পেরেছি, এখানে তিনি পড়তেন। এখন তো স্কুল বন্ধ। তাই তাঁর স্মরণসভা নিয়ে কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলব। দিন ঠিক করা হবে।

চুরির মামলায় বড় সাফল্য মুর্শিদাবাদ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৩০ ডিসেম্বর ঃ এ যেন কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কেউটে উদ্ধার করলো পুলিশ। ডিসেম্বর মাসের ২৩ তারিখে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত মির্জাপুর দ্বিজপদ হাই স্কুল থেকে রাতের অন্ধকারে চুরি হয়ে যায় বেশ কয়েকটি দামি কম্পিউটার সহ অন্যান্য মেশিন। সেই ঘটনার তদন্ত করতে নেমে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ স্কুল থেকে জিনিস চুরি করার ঘটনার কিনারা করে ফেললো। একই সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে স্থানীয় একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে চুরি যাওয়া কম্পিউটার, ব্যাটারি সহ মূল্যবান বেশ কিছু চিকিৎসা সামগ্রী। এসডিপিও (জঙ্গিপুর) প্রবীর মন্ডল বলেন, ২৩ ডিসেম্বর মির্জাপুর দ্বিজপদ হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সঞ্জীব কুমার মন্ডল একটি লিখিত অভিযোগ করে জানান ২২ তারিখ গভীর রাতে স্কুল থেকে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স জিনিসের সঙ্গে ১০ টি কম্পিউটার সিপিইউ , দশটি ইউপিএস এবং দশটি মনিটর চুরি গেছে , স্কুল সূত্রের খবর, এই কম্পিউটারগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হতো। এই মামলার তদন্ত করতে নেমে ২৬ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ ধলো মাঠপাড়া গ্রাম থেকে কাজিবুল শেখ ওরফে কবীর শেখ নামে বছর তেইশের এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। ওই যুবককে দু'দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার পর তার দেখিয়ে দেওয়া জায়গা থেকে পুলিশ কম্পিউটারের দু'টি এলসিডি মনিটর, দু'টি মাউস, দু'টি কিবোর্ড, দু'টি ইউপিএস এবং সিপিইউ উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া জিনিসগুলো সবই দ্বিজপদ হাইস্কুল থেকে চুরি গিয়েছিল বলে পুলিশ জানতে পারে। এসডিপিও বলেন, এই ঘটনার তদন্ত করতে নেমে ধৃত কাজিবুল শেখকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা ধলো গ্রাম থেকেই আজমত শেখ এবং মানজারুল শেখ নামে আরও দুই যুবককে গ্রেপ্তার করি। ওই যুবকদের পুলিশে হেফাজতের নেওয়ার পর তাদের দেখিয়ে দেওয়া জায়গা থেকে দশটি কম্পিউটার মনিটর, ৬ টি ইউপিএস এবং ৯ টি সিপিইউ সহ আরও কিছু চুরি যাওয়া জিনিস উদ্ধার করা হয়। ধৃত যুবকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ খতিয়ে দেখছে ।

Office of the Block Development Officer
e-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: 4948, 4981 & 5079/BDO, Singur dt. 19.12.25, 23.12.25 and 26.12.25 for Construction/Renovation of 18 nos. Civil & 1 no. Electrical works under APAS and SDRF within Singur Development Block, Hooghly, WB. Last date for the online Bid submission is **20/01/26 & 26/01/26**. Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in** (tender ID: 2025_ ZPHD_977481_1, 2025_ZPHD_978948_1 to 17 & 2025_ZPHD_960320_1)
Sd/-
Block Development Officer
Singur Development Block

Office of the Executive Officer
e-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: 901/EO, Singur dt. 19.12.25 for Construction of 2 nos. Civil works under BEUP within Singur Panchayat Samity, Hooghly, WB. Last date for the online Bid submission is **20/01/26,** Detall will be avallable at the website: www.wbtenders.gov.in (tendor ID: **2025_ZPHD_977470_1 to 2**)
Sd/-Executive Officer
Singur Panchayet Samity

'সবুজ সাথী' প্রকল্পে ১০ লক্ষ সাইকেল কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে রাজ্য

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য সরকার 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য ১০ লক্ষ সাইকেল কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুল এবং মাদ্রাসায় পাঠরত নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই সাইকেল বিতরণ করা হবে। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, ছেলে ও মেয়ে- উভয় পড়ুয়াই এই প্রকল্পের আওতায় থাকবেন। প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে, মোট ১০ লক্ষ সাইকেলের প্রয়োজনকে দু'টি পৃথক লটে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি লটে থাকছে ৫ লক্ষ করে সাইকেল। নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণকারী ভারতীয় প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকেই এই সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হবে। টেন্ডারের শর্ত অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির পর্যাপ্ত আর্থিক সক্ষমতা, বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা এবং এর আগে সরকারি সংস্থাকে সাইকেল সরবরাহের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক। নির্বাচিত সংস্থাগুলির সরবরাহ করা সাইকেলগুলিকে বাধ্যতামূলক গুণমান সংক্রান্ত সমস্ত মানদণ্ড পূরণ করতে হবে। বিশেষ করে ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস-এর শংসাপত্র থাকা আবশ্যিক করা হয়েছে।

বিএলএ ২-দের শুনানিতে রাখার দাবিতে ডোমজুড়ে তৃণমূলের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৩০ ডিসেম্বর ঃ বিএলএ ২-দের শুনানিতে রাখার দাবিতে মঙ্গলবার সকালে হাওড়ার ডোমজুড়ে তৃণমূলের বিক্ষোভ ও রাস্তায় বসে স্লোগানের জেরে ছড়ায় উত্তেজনা। ডোমজুড় বিডিও অফিসের সামনেই বিএলএ ২- দের নিয়ে বিক্ষোভ হয়। শুনানি কেন্দ্রের বাইরে নির্বাচন কমিশনের এসআইআর এর শুনানি নিয়ে 'হয়রানি'র প্রতিবাদে স্লোগান দেন তাঁরা। জগৎবল্লভপুরের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সুবীর চ্যাটার্জি, ডোমজুড়ের যুব তৃণমূল ব্লক সভাপতি নুরাজ মোল্লা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূলের দাবি, অবিলম্বে বিএলএ ২-দের শুনানি কেন্দ্রের মধ্যে ঢুকতে দিতে হবে। আর এই দাবি তুলে এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী এবং বিএলএ-টু'রা ডোমজুড় বিডিও অফিসের সামনে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান। ডোমজুড় ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি নুরাজ মোল্লা বলেন, 'বিজেপির সাথে যুক্ত হয়ে নির্বাচন কমিশন বাংলার মানুষের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলছে। বাঁকড়া, কোরলা, পার্বতীপুর সহ দূর-দুরান্ত থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মহিলা, অসুস্থ মানুষ সহ অনেকেই অনেক টাকা খরচ করে এখানে আসছেন শুনানির জন্য। নির্বাচন কমিশনের কাছে জবাব চাই নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও কেন এই বয়স্ক মানুষকে শুনানির জন্য লাইন দিতে হচ্ছে। শুনানি ভিতরে চলছে। আমরা সেখানে ঢুকিনি। আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কোনও ব্যাঘাত না ঘটিয়ে মানুষের অসুবিধা যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছি। আমরা ইআরও'র সঙ্গেও কথা বলব।' এদিন জগৎবল্লভপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুবীর চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সারা বাংলা জুড়েই নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি এক হয়ে রয়েছে। বাংলার মানুষকে প্রতিটি পদক্ষেপে হয়রানি করা হচ্ছে। একমাস ধরে বিএলও'দের সঙ্গে বিএলএ-টু'রা অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন। কিন্তু হিয়ারিং এর সময় বিএলএ ২-দের বাদ দিয়ে দেওয়া হলো। হিয়ারিং এর সময় বিএলএ ২-দের কেন ডাকা হবে না আমাদের এই জায়গাতেই প্রতিবাদ। আমাদের দাবি সর্বদলের বিএলএ-২ দের হিয়ারিং এর সময় থাকতে দিতে হবে। এছাড়াও ৮০ বছরের উর্ধ্বে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে হিয়ারিং করতে হবে। প্রতিদিন নির্বাচন কমিশন এক একটা ফিরিস্তি বের করছে। আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতার

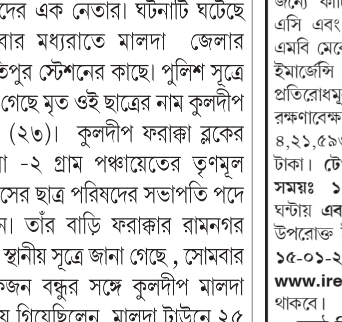

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুশিদাবাদ, ৩০ ডিসেম্বর ঃ মালদা জেলা থেকে উৎসবের কার্নিভাল দেখে ট্রেনে করে বাড়ি ফেরার সময় সেখান থেকে পড়ে মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ব্লকের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক নেতার। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার মধ্যরাতে মালদা জেলার খালতিপুর স্টেশনের কাছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত ওই ছাত্রের নাম কুলদীপ মন্ডল (২৩)। কুলদীপ ফরাক্কা ব্লকের বেওয়া -২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের সভাপতি পদে ছিলেন। তাঁর বাড়ি ফরাক্কার রামনগর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে , সোমবার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কুলদীপ মালদা জেলায় গিয়েছিলেন মালদা টাউনে ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা কার্নিভাল দেখতে। সেই অনুষ্ঠান দেখে মধ্যরাতে কুলদীপ ডাউন কাঞ্চনকন্যা ট্রেনে করে ফরাক্কায় বাড়ি ফিরছিলেন। সূত্রের খবর, ট্রেনটি যখন খালতিপুর স্টেশনে ঢোকার মুখে ছিল সেই সময় অসাবধানতাবশত কুলদীপ চলন্ত ট্রেন থেকে লাইনের উপর পড়ে যায়। এর ফলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে মালদা টাউন জিআরপি গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ফরাক্কা ব্লক আইএনটিটিইউসি সভাপতি অরুণময় দাস বলেন, কুলদীপ অত্যন্ত ভালো ছেলে ছিল। আমাদের দলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে তাঁকে সবসময় পাশে পেয়েছি । তিনি বলেন, কয়েক বছর আগে কুলদীপের মায়ের মৃত্যু হয়েছে, ওঁর বাবা কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন। কুলদীপ মালদা জেলায় কার্নিভাল দেখতে যাবে বলে আমাদের দলের সেই কর্মীকে ঝাড়খণ্ডে যাবে না বলে জানিয়ে দেয়। মঙ্গলবার সকালে আমরা জানতে পারি ট্রেনে করে বাড়ি ফেরার সময় অসাবধানতাবশত সেখান থেকে পড়ে গিয়ে কুলদীপের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু আমাদের দলের পক্ষে এক বড় ক্ষতি।

Office of The
ANDULIA GRAM PANCHAYAT
Village - Mahadia, Post- Mahadia PS - Kandi, District-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER No. MSD/KAN/ANDULIA/07/2025-26
On behalf of the ANDULIA G.P, the Prodhan ANDULIA G.P, invites etender for total 11(Eleven)Nos. different works. Bid submission closing date(Both Technical & Financial): **17/01/2026 at 16.00 Hrs.** Bid opening for Technical Proposals: **20/01/2026 at 12.00 Hrs.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Andulia Gram Panchayat

Office of the
SINGTI GRAM PANCHAYAT
P.O.:-SINGTI SHIBPUR, PIN-711226, Dist.-Howrah
Notice Inviting e-Tender No. (1) WB/HZP/UNPur/SINGTI/10/2025-26, (2) WB/HZP/UNPur/SINGTI/11/2025-26, Dated: 29/12/2025
The Pradhan, Singti Gram Panchayat invites e-tender for total 2(Two) nos. different works. Bid Submission closing date (online) **17/01/2026 at 12.00 PM.** Bid Opening date for Technical Proposal(online): **19/01/2026 at 11.00 AM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
or office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Singti Gram Panchayat

বিস্তৃত বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৬৩_২০২৫/কে/১২৯১ তারিখঃ ২৪-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ৬৩_২০২৫। কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলে- তিন (০৩) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটিহার মণ্ডলের এলএইচবি টাইপ এসি এবং টিএল কোচসমূহে উপলব্ধ করা এমবি মেকের আরইবিসির (রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার) বিস্তৃত বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪,২১,৫৯৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৮,৪০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-০১-২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী **১৫-০১-২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএণ্ডসিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বাহন ভাড়া করা
ডাক সংখ্যা. জিইএম/২০২৫/বি/৭০৪৭১৬৬ **তারিখঃ** ২৬-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নামঃ** নিউ জলপাইগুড়িতে: ডিএমই/পি/নিউ জলপাইগুড়ির সরকারি ব্যবহারের জন্যে লোকোমোটিভ ফেইল্যারের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ইহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ৩৬ মাসের এক সময়সীমার জন্যে নব স্থাপিত ইলেকট্রিক ট্রিপ শেডের দৈনিক তত্ত্বাবধানের জন্যে চালকসহ ০১ টি মারুতি সুজুকি এক্সএল৬/মাহিন্দ্রা স্করপিও/মাহিন্দ্রা বোলেরো অথবা অনুরূপ ডিজেল চালিত বাণিজ্যিক পরিদর্শন বাহন (নন-এসি) ভাড়া করা এবং কাটিহারে: এডিএমই/পি/কাটিহারের সরকারি ব্যবহারের জন্য লোকোমোটিভ ফেইল্যারের দেখভালের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তার অধিক্ষেত্রাধীন কম্বাইন্ড ক্রু লবি, রানিং রুম, আরসিডি ও অন্যান্য অ্যামবুশ চেকের দৈনিক তত্ত্বাবধানের কাজে ২৪ মাসের এক সময়সীমার জন্যে চালকসহ ০১ টি মারুতি এর্টিগা/মারুতি সুজুকি এক্সএল৬/মাহিন্দ্রা বোলেরো অথবা অনুরূপ ডিজেল/পেট্রোল চালিত বাণিজ্যিক পরিদর্শন যানবাহন (নন-এসি) ড্রাইভারসহ ০১টি বাহন ভাড়া করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩১,৫৮,১৬৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৬৩,২০০/- টাকা। **ডাক বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৬-০১-২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী **১৬-০১-২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/ওপি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NOTICE INVITING - E.TENDER
Office of the Dhulasimla Gram Panchayat **Nit no-76 to 95** Published Date- **31/12/2025 at 05.00 PM** Bid Submission End Date- **16/01/2026 at 11.00 AM** Opening Date-**19/01/2026 at 11.10 AM http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Dhulasimla Gram Panchayat

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এসসিএল-ইএনজিজি-১০৭-২০২৫, তারিখঃ ২৪-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১। **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/করিমগঞ্জ জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে লেভেল ক্রসিং গেটের উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যঃ ৫,০৭,০২,২৮৯.৩৩ টাকা; বায়নার ধনঃ ৪,০৩,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে ও খুলবে** ২০-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সার্বিক বার্ষিক প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি
টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৫৬_২০২৫/কে/১২৮৪; তারিখ: ২৪-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেণ্ডার নং. ঃ ৫৬_২০২৫; কাজের নাম ঃ** কাটিহার ডিভিশনে:- তিন (০৩) বছরের জন্য কাটিহার ডিভিশনে এলএইচবি টাইপ এসি এবং টিএল কোচে সরবরাহ করা ইলেকট্রোওয়েভস -এর তৈরী আরইবিসি (রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার) -এর সার্বিক বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ত্রুটি মেরামতের রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেণ্ডার মূল্য:** ৫৫,০৪,৩৯৪/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,১০,১০০/- টাকা; টেণ্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫-০১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেণ্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিস্তৃত বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৫৮_২০২৫/কে/১২৮৬ তারিখঃ ২৪-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ৫৮_২০২৫। কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলে- তিন (০৩) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটিহার মণ্ডলের এলএইচবি টাইপ এসি এবং টিএল কোচসমূহে উপলব্ধ করা এইচএইচপিই মেকের আরইবিসির (রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার) বিস্তৃত বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১৬,৮৬,৩৭২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩৩,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-০১-২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী **১৫-০১-২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএণ্ডসিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Office of the
SINGTI GRAM PANCHAYAT
P.O.:-SINGTI SHIBPUR, PIN-711226, Dist.-Howrah
Notice Inviting e-Tender No. (1) WB/HZP/UNPur/SINGTI/06/2025-26, (2) WB/HZP/UNPur/SINGTI/07/2025-26, (3) WB/HZP/UNPur/SINGTI/08/2025-26, (4) WB/HZP/UNPur/SINGTI/09/2025-26, Dated: 27/12/2025
The Pradhan, Singti Gram Panchayat invites e-tender for total 4(Four) nos. different works. Bid Submission closing date(online) **15/01/2026 at 12.00 PM**. Bid Opening date for Technical Proposal (online): **17/01/2026 at 11.00 AM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Singti Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO: NIT-03 and 04 /APAS/BDO/JDB/2025-26
Off line Tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **up to 05.30 PM of 09/01/2026** under APAS 2025-26 funds.
For details intending participants may contact to the office of the undersigned in any working day before the last date of dropping of tender documents.
Sd/-
Block Development officer
Joypur Development Block

OFFICE OF THE PRADHAN
JABARRAH-JHAPRA 1NO GRAM PANCHAYAT
Under Para Panchayat Samity
Vill + PO: Jhapra, Dist: Purulia
Memo No: 34/JJ-IGP/2025 **Date. 30/12/2025**
TENDER NOTICE
Sealed Tender for **NIT:10/2025-26 dated 31-12-2025** in prescribed Tender Form of Jabarrah-Jhapra 1 No Gram Panchayat is hereby invited from the bona fide and eligible contractors of different types of works in Gram Panchayat area, please contact if required with the Jabarrah-Jhapra 1 No Gram Panchayat within office hours as well as office day **upto 16-01-2026 up to 1:30 pm**. The list of Schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned.
Sd/- Pradhan
JABARRAH-JHAPRA 1NO GRAM PANCHAYAT

Office of the Sonaijuri Gram Panchayat
Purulia-I, Purulia
gp.sonaijuri@gmail.com
Notice Inviting e-Tender
The Pradhan, Sonaijuri Gram Panchayat, Purulia-I, Purulia invites online tender bearing **NIeT No NIT NO:- WBPUR/SGP/NIeT-02/25-26** Dated **19.12.25 for 19 nos work** from bonafied, resourceful contractor. Last date of bid submission **15.01.26**, Details of NIeT may be seen at **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Sonaijuri Gram Panchayat

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092
Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/Eng/APAS/NIT26/12e/25
Memo No-: 3221/Eng/S.D Dated: 26.12.2025
e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for Civil & Electrical works under this Municipality. Vide e-Tender ID No. **2025_MAD_5005336 _01-42** Closing date of Bid submission is **17.01.2026 up to 14.50 hours.**
Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality under APAS Scheme & visit website-**https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

Unity Small Finance Bank Limited
কর্পোরেট অফিসঃ সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (ই) মুম্বাই - ৪০০ ০৯৮
প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) দেখুন বিধি ৮(১)
যেহেতু, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে **ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের** একজন অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নে উল্লিখিত তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারদের উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলাম। যেহেতু নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর অধীনে আমাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলোর দখল গ্রহণ করেছি। এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলোর সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তিগুলোর সাথে যেকোনো লেনদেন নিম্নে উল্লিখিত অর্থের জন্য ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের চার্জ এবং তার উপর প্রযোজ্য সুদের অধীন হবে। ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলো খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কে আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা ৮-এর বিধানগুলো দেখুন।

ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারদের নাম এবং ঋণ হিসাব নম্বর	দাবি নোটিশের তারিখ এবং বকেয়া টাকার পরিমাণ
১. নিয়ামুল এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), প্রতিনিধিত্ব করছেন নিয়ামুল হোসেন মোল্লা ২. নিয়ামুল হোসেন মোল্লা (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) ৩. নিলুফা বেগম (সহ-ঋণগ্রহীতা) গ্রাম-কুমার হাট পাড়া, কুমারহাট উত্তর পাড়া, থানা-বারুইপুর, পোস্ট অফিস-কুমারহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৮৭। এছাড়াও, মৌজা কুমারহাট, এল আর দাগ নং ২৩১৫, জে এল নং.৬৯, থানা-বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এল আর খতিয়ান নং- ২১৭১, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৮৭। ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ USFBKOLLOAN000005012809 প্রতীকী দখলের তারিখ ঃ ২৯।১২।২০২৫	দাবি নোটিশ, তারিখ ১৫।০৩।২০২৫ পরিমাণঃ ১৪,৭২,৯৬১.৯৮ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ বাহাত্তর হাজার নয়শত একষট্টি টাকা এবং আটানব্বই পয়সা মাত্র) ১৫।০৩।২০২৫ তারিখ অনুযায়ী সাথে প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ।

বন্ধকীকৃত / সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণঃ প্রায় ২.৬২ ডেসিমেল পরিমাপের সমস্ত জমি, যা কিছুটা কম বা বেশি হতে পারে, এবং তার উপর নির্মিত দোতলা কাঠামোসহ, যা মৌজা - কুমারহাট, জে.আই. নং ৬৯, আর.এস. নং ৩, তৌজি নং ২৮৭-এর অন্তর্গত দাগ নং ২৩১৫-এর অধীনে অবস্থিত এবং আর.এস. খতিয়ান নং ১৫৬-এর সাথে সম্পর্কিত (এল.আর. খতিয়ান নং ৮৭৬/ ১, ১১৭৫ অনুযায়ী), হোল্ডিং নং ৪৬০৫-এ অবস্থিত এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থানার অধীন ধাপধাপি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে অবস্থিত, যার সীমানা নিম্নরূপঃ এবং প্রায় ০৩ ডেসিমেল পরিমাপের সমস্ত জমি, যা কিছুটা কম বা বেশি হতে পারে, এবং তার উপর নির্মিত দোতলা কাঠামোসহ, যা মৌজা - কুমারহাট, জে.আই. নং ৬৯, আর.এস. নং ৩, তৌজি নং ২৮৭-এর অন্তর্গত দাগ নং ২৩১৪, ২৩১৫, ২৩৪০-এর অধীনে অবস্থিত এবং আর.এস. খতিয়ান নং ১৫৪, ১৫৬-এর সাথে সম্পর্কিত (এল.আর. খতিয়ান নং ৮৭৬ / ১, ৪৫৪ অনুযায়ী), দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থানার অধীন ধাপধাপি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে অবস্থিত, যার সীমানা নিম্নরূপঃ সীমানা (বন্ধকী দলিল অনুযায়ী) পূর্ব- ২০ ফুট রাস্তা দ্বারা, পশ্চিম- কাজী রফিকের সম্পত্তি দ্বারা, উত্তর- শাহনাওয়াজ মণ্ডলের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণ- আব্দুল কালাম আজাদের সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখঃ ৩১।১২ ।২০২৫, স্থানঃ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ **স্বা /- অথোরাইজড অফিসার, ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড**

ব্লিটজে গুকেশকে চমকে জয় ছিনিয়ে নিলেন খুদে দাবাড়ু

সংবাদ সংস্থা, দোহা, ৩০ ডিসেম্বরঃ ২০২৫ সালের শুরু আর শেষের মধ্যে যেন দুস্তর ব্যবধান। যা হজম করে বেজায় বেগ পেতে হচ্ছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দোম্মারাজু গুকেশকে। দোহায় চলতি ফিডে ব্লিটজ চ্যাম্পিয়নশিপে সাক্ষী থাকতে হল এমন এক পরাজয়ের, যা দেখে রীতিমতো স্তম্ভিত দাবা দুনিয়া। প্রতিপক্ষ মাত্র ১২ বছরের, নাম সের্গেই স্কোলকিন। সময়ের চাপে এক মুহূর্তের ভুল-আর তাতেই মর্মান্তিক হারের সাক্ষী রইলেন গুকেশ। এদিন ম্যাচের মোড় ঘুরে যায় ৭০তম চালে। কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলছিলেন গুকেশ। তখন ঘড়িতে মাত্র আট সেকেন্ড, স্কোলকিনের হাতে ১৩। পরিস্থিতি এমন, যেখানে রুক বদল করে ড্রয়ের দিকে যাওয়া সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা। স্কোলকিন সেই প্রস্তাবই রাখেন। কিন্তু ড্র মানতে নারাজ গুকেশ। বরাবরের মতো লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। চাল দেন। সেখান থেকেই গড়বড় শুরু। খানিকক্ষণের মধ্যেই একটি বিশপ ও শেষ পন হারান তিনি। দশ চাল শেষে, বোর্ডে কোনও সম্ভাবনা না দেখে অসহায় আত্মসমর্পণ। সংখ্যাগুলো আরও বিস্ময়কর। ব্লিটজে গুকেশের রেটিং ২৬২৮, স্কোলকিনের প্রায় ২৪০০-২২৮ পয়েন্টের ফারাক। ক্লাসিক্যালে ২৭৫০-এর উপরে রেটিং নিয়ে 'সুপার গ্র্যান্ডমাস্টার' গুকেশ, আর খুদে প্রতিপক্ষ এখনও গ্র্যান্ডমাস্টার-ই নন। তবু ব্লিটজে সময় শেষ কথা। এক মুহূর্তের জেদ, এক চালের সিদ্ধান্ত-সব হিসেব গুবলেট করে দিতে পারে। অফিসিয়াল ফিডে স্ট্রিমে ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে গ্র্যান্ডমাস্টার মরিস অ্যাশলি চাঁচাছোলা। সোজাসাপ্টা মন্তব্য, ''এটা সম্ভবত এই রাউন্ডের সবচেয়ে বড় ভুল। গুকেশ ড্র একেবারেই পছন্দ করে না। জেতার চেষ্টা করে সবসময়। কিন্তু এই জায়গায় ড্র-ই ছিল সেরা ফল। যে জেদ শেষ পর্যন্ত ওকে ডোবাল।''

ঈশান বনাম ধ্রুব বনাম পন্থ

উইকেটের পেছনে দাঁড়ানোর ত্রিমুখী লড়াইয়ে কার পাল্লা ভারী?

নিজস্ব প্রতিবেদন

ভারতীয় ওয়ানডে দলে উইকেটকিপার নিয়ে আসলে কোনও সংখ্যাগত সংকট নেই। সমস্যা ভূমিকাগত। 'কে সবচেয়ে প্রতিভাবান'-এই প্রশ্নে জটিলতা নেই। সমস্যা, এই মুহূর্তে দলের কোন ভূমিকাটা পূরণ করতে হবে, আর কে সেটা সবচেয়ে ভালভাবে করতে পারছে-সেই নিয়ে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজের আগে তাই বিতর্কটা ঠিকভাবে ফ্রেম করা দরকার।

এই জায়গাটা ওপেনারের ব্যাকআপ নয়। এটা মিডল অর্ডারে নামা এমন এক উইকেটকিপার-ব্যাটারের জায়গা, যে ম্যাচের গতিপথ বদলাতে পারে, বাঁ-হাতি বিকল্প এনে দিতে জানে, আর পরিস্থিতি বুঝে টেম্পো পাল্টাতে দক্ষ। এই ফিল্টার বসালেই ত্রিমুখী লড়াই অনেক পরিষ্কার হয়ে যায়।

● **ধ্রুব জুরেলঃ আগুনে ফর্ম, কিন্তু এটুকুই কি যথেষ্ট?**

জুরেলের সাম্প্রতিক ছন্দ উপেক্ষা করার মতো নয়। বিজয় হাজারে ট্রফিতে উত্তরপ্রদেশের প্রথম তিন ম্যাচে কার্যত একা হাতে দলকে টেনেছেন। ৩ ইনিংসে ৩০৭ রান-বলকে বড় দেখছেন, ইনিংস গড়ছেন, আবার প্রয়োজনে গিয়ারও বদলাচ্ছেন। নির্বাচকদের চোখে এটা বড় প্লাস। কারণ এতে বোঝা যায়-ধ্রুব সময় নিয়ে চাপ সামলাতে পারেন, আবার শেষদিকে চালিয়ে খেলতেও পারদর্শী। কিন্তু ওয়ানডে দলে ঢোকার প্রশ্নে একটা বড় বাধা আছে। জুরেলের লিস্ট এ ক্রিকেটে ম্যাচ সংখ্যা এখনও বেশ কম, আর সবচেয়ে বড় কথা-ওয়ানডে সেটাপে তাঁর 'রোল আইডেন্টিটি' আপাতত পরিষ্কার নয়। তিনি কি ৫-৬ নম্বরে ফিনিশার? নাকি পরিস্থিতি সামলানো মিডল অর্ডার ব্যাট? উত্তরটা পরীক্ষাধীন। এই মুহূর্তে তাই জুরেল আদর্শ বিকল্প হিসেবে-এ-ট্যুর, ট্রাভেলিং রিজার্ভ বা ভবিষ্যতের বিনিয়োগ হিসেবে থাকবেন। নিউজিল্যান্ড সিরিজে তাঁকে এক নম্বর পছন্দ বানানোটা হয়তো তাড়াহুড়ো হয়ে যাবে।

● **ঋষভ পন্থঃ সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা**

প্রতিভার বিচারে পন্থের সঙ্গে কারও তুলনা চলে না। কেএল রাহুলের পর ভারতীয় ক্রিকেটে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে সবচেয়ে বড় 'আপসাইড' এখনও তাঁরই। কিন্তু সমস্যা এই, যে নির্বাচন হয় প্রতিভায় নয়, প্রাসঙ্গিকতায়। ওয়ানডে-তে পন্থের পরিসংখ্যান ভালো-৩১ ম্যাচে ৮৭১ রান, গড় ৩৩.৫০। মুশকিল অন্য জায়গায়। তাঁর ওয়ানডে ছন্দটা সাম্প্রতিক কালে সেভাবে জমেনি। ঘরোয়া ক্রিকেটেও ধারাবাহিকতার বার্তা নেই। বিজয় হাজারে-তে গুজরাতের বিরুদ্ধে ৭০ রানের ইনিংস চোখে পড়ার মতো। কিন্তু বাকি ম্যাচগুলো নীরব। এটা ব্যর্থতা নয়, তবে এই মুহূর্তে যখন সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ একের পর এক ঘরোয়া টুর্নামেন্টে ম্যাচ-ডিফাইনিং পারফরম্যান্স দিচ্ছে, তখন নমুনা যথেষ্ট জোরালো নয়। সংক্ষেপে বললে-পন্থ ভবিষ্যতের জন্য নয়, এখনও বর্তমানের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু আসন্ন সিরিজে এই নির্দিষ্ট ভূমিকা দক্ষতার সঙ্গে পালন করছেন বলে অন্য দু'জন তাঁর চাইতে এগিয়ে।

● **ঈশান কিষাণঃ সবদিক দিয়ে নিখুঁত ফিট**

এই ত্রিমুখী লড়াইয়ে সবচেয়ে এগিয়ে আপাতত ঈশান কিষাণ। ওয়ানডেতে তাঁর রেকর্ড আগে থেকেই ব্যাঙ্কড-২৭ ম্যাচ, ৯৩৩ রান, গড় ৪২.৪০। এর মধ্যে রয়েছে একটি ডাবল সেঞ্চুরিও। কিন্তু সংখ্যার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তাঁর প্রোফাইল। তিনি বাঁ-হাতি। উইকেটকিপার। এমন ব্যাটার, যিনি ৫ বা ৬ নম্বরে নেমে ৪০ বলের ওয়ার্ম-আপ ছাড়াই ম্যাচের গতি বদলাতে পারেন। সাম্প্রতিক ফর্মও প্রশ্নাতীত। চলতি বিজয় হাজারে-তে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে ৩৯ বলে ১২৫-কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তিনি ব্যাটিং করছিলেন ছয় নম্বরে! ঠিক সেই জায়গায়, যেখানে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট নমনীয়তা খোঁজে। এর সঙ্গে যদি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি যোগ করা হয়, যুক্তিটা আরও পোক্ত হবে। কারণ সেখানে কিষাণই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক-যা বুঝিয়ে দিচ্ছে, এটা এক-দুই ম্যাচের ঝলক নয়, বরং নিশ্ছিদ্র, অটুট ধারাবাহিকতা। সব মিলিয়ে সমস্যার নাম 'প্রতিযোগিতা' নয়, সমাধানের নাম 'ভূমিকা'। ধ্রুব জুরেল ভবিষ্যতের সম্পদ, এখনই চোখে রাখার মতো নাম। ঋষভ পন্থ সবচেয়ে বড় প্রতিভা, কিন্তু তাঁকে ফেরানোর আগে স্পষ্ট রানওয়ে দরকার। আর ঈশান এই মুহূর্তে আধুনিক ওয়ানডে স্কোয়াড প্লেয়ারের সংজ্ঞাটাই পূরণ করছেন-মাল্টি-পজিশন, ম্যাচ-আপ রেডি আর সর্বার্থে বিস্ফোরক! অতএব নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রশ্নটা যদি হয়-'এখন কে সবচেয়ে উপযোগী?' উত্তর আপাতত একটাই-ঈশান কিষাণ।

গিলদের নতুন কোচ খুঁজছে বিসিসিআই?

মুম্বই, ৩০ ডিসেম্বরঃ টেস্ট ক্রিকেটে ভারতীয় দলের অবস্থা তথৈবচ। কোচ গৌতম গম্ভীরের অধীনে গত দেড় বছরে ১৯টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে ভারতীয় দল। জয় মাত্র সাতটিতে। দলের শীর্ষ পদে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে পাঁচ দিনের ফরম্যাটে ভারতের বাজে পারফরম্যান্স সত্ত্বেও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)-এর কোচ গম্ভীরকে এখনই ছাঁটাই করার কোনও পরিকল্পনা নেই। খোদ বিসিসিআইয়ের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল এই বিষয়ে সিলমোহর দিয়েছেন। সম্প্রতি খবর রটে যায় যে, গম্ভীরের জায়গায় ভিভিএস লক্ষ্মণের স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছেন। কিন্তু বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া সেই খবর খারজি করে দেন। বিসিসিআই সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লাও গম্ভীরের দল থেকে বাদ পড়ার খবরটি অস্বীকার করেছেন। সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে তিনি বলেন, ''হেড কোচ গৌতম গম্ভীরকে নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত জল্পনা সম্পর্কে আমি বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট করে দিতে চাই। বিসিসিআই সচিবও (দেবজিৎ সাইকিয়া) এটি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতের জন্য বর্তমান হেড কোচকে অপসারণ বা নতুন কোনও কোচ নিয়োগের কোনও পরিকল্পনা নেই।'' দিল্লির প্রাক্তন বাঁহাতি ব্যাটার এবং প্রাক্তন ভারতীয় দলের ওপেনার গম্ভীর রাহুল দ্রাবিড়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেন। কিন্তু ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে শুভমন গিলদের টেস্ট পারফরম্যান্স আশাপ্রদ নয়। তাঁর কোচিংয়ে ভারত গত বছর অস্ট্রেলিয়ায় একটি টেস্ট এবং এই বছর ইংল্যান্ডে দু'টি টেস্ট জিতেছে। কিন্তু ঘরের মাঠে দর্শকদের সামনে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে যথাক্রমে ০-৩ এবং ০-২ ব্যবধানে লজ্জাজনক পরাজয়েরও শিকার হয়েছে। গম্ভীর এখন পর্যন্ত ঘরের মাঠে পাঁচটি হোম টেস্টে হেরেছেন। যা যে কোনও ভারতীয় প্রধান কোচের জন্য সর্বোচ্চ। তিনিই একমাত্র ভারতীয় প্রধান কোচ যিনি ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে

দু'বার হোয়াইটওয়াশ হয়েছেন। গত মাসে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দু'টি টেস্টেই পরাজয়ের সম্মুখীন হওয়ায়, পাঁচ দিনের ফরম্যাট থেকে টিম ইন্ডিয়ার প্রধান কোচের পদ থেকে গম্ভীরকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি উঠেছিল। কিন্তু বিসিসিআই এখনই গম্ভীরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইছে না। টিম ইন্ডিয়ার প্রধান কোচ হিসেবে গম্ভীরের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ২০২৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত। বিসিসিআইয়ের কথা শুনে তিনি ততদিন পর্যন্ত দলের দায়িত্বে থাকবেন। ভারত এরপর ২০২৬ সালের আগস্টে শ্রীলঙ্কায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একটি টেস্ট সিরিজ খেলবে এবং তারপর দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে নিউজিল্যান্ড সফর করবে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে (ডব্লিউটিসি)ভারতের ষষ্ঠ ও শেষ সিরিজটি ২০২৭ সালের প্রথম দিকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ থাকবে। ডব্লিউটিসি ২০২৭ ফাইনালে যোগ্যতা অর্জনের জন্য ভারতকে বাকি ন'টি ম্যাচের মধ্যে অন্তত সাতটিতে জিততেই হবে।

শুভমানকে টপকে চলতি বছরে সর্বাধিক রান সংগ্রাহক হতে পারবেন স্মৃতি মান্ধানা?

মুম্বই, ৩০ ডিসেম্বরঃ ২০২৫ সালটা যেন একেবারেই নিজের করে নিয়েছেন স্মৃতি মান্ধানা। বিশ্বকাপ জয়, রানের ধারাবাহিকতা, বড় ইনিংস-সব মিলিয়ে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের মুখ হয়ে উঠেছেন তিনি। এখন সামনে শুধু আর একটিই ধাপ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে চলতি বছরে সর্বাধিক রান সংগ্রাহকের তালিকায় শুভমান গিলকে টপকানো। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত স্মৃতির ঝুলিতে ১ হাজার ৭০৩ রান। অন্যদিকে, ছেলেদের ক্রিকেটে ২০২৫ সালে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন শুভমান-১ হাজার ৭৬৪। অর্থাৎ, শীর্ষে উঠতে স্মৃতির প্রয়োজন মাত্র ৬২ রান। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শেষ টি-২০ ম্যাচেই সেই সুযোগ আসতে চলেছে। সিরিজ ইতিমধ্যেই ভারতের পকেটে, ফলে আলোটা স্বাভাবিকভাবেই গিয়ে পড়েছে স্মৃতির ব্যাটে! চলতি মরশুমে ওয়ানডে ও টি-২০ মিলিয়ে ১ হাজার ৭০৩ রান-মহিলা ক্রিকেটে এক ক্যালেন্ডার বছরে যা সর্বাধিক। ওপেনিংয়ে নেমে বিভিন্ন কন্ডিশনে রান করা, দলকে এগিয়ে দেওয়া-সব মিলিয়ে ভারতের সাফল্যের মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছেন বাঁ-হাতি এই ব্যাটার। ব্যক্তিগত রেকর্ড যেন তাঁর কাছে টিম সাফল্যেরই বাই-প্রোডাক্ট। চলতি সিরিজেই স্মৃতি পৌঁছে গিয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০ হাজার রানের গণ্ডি পেরোনো ব্যাটারদের তালিকায়। মিতালি রাজের পর তিনিই দ্বিতীয় ভারতীয় মহিলা

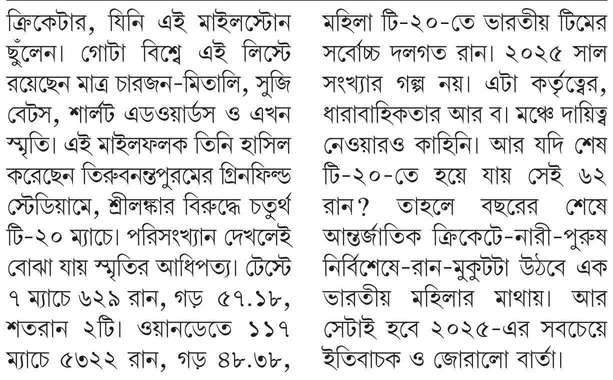

ক্রিকেটার, যিনি এই মাইলস্টোন ছুঁলেন। গোটা বিশ্বে এই লিস্টে রয়েছেন মাত্র চারজন-মিতালি, সুজি বেটস, শার্লট এডওয়ার্ডস ও এখন স্মৃতি। এই মাইলফলক তিনি হাসিল করেছেন তিরুবনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়ামে, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে চতুর্থ টি-২০ ম্যাচে। পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যায় স্মৃতির আধিপত্য। টেস্টে ৭ ম্যাচে ৬২৯ রান, গড় ৫৭.১৮, শতরান ২টি। ওয়ানডেতে ১১৭ ম্যাচে ৫৩২২ রান, গড় ৪৮.৩৮, শতরান ১৪টি। টি-২০-তে ১৫৭ ম্যাচে ৪১০২ রান-এই ফরম্যাটে সর্বকালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সাম্প্রতিকতম ইনিংসেই তার ছাপ স্পষ্ট-৪৮ বলে ৮০ রান, ১১টি চার ও ৩টি ছক্কায় সাজানো ইনিংস। যার সুবাদে দল তোলে ২২১/২, মহিলা টি-২০-তে ভারতীয় টিমের সর্বোচ্চ দলগত রান। ২০২৫ সাল সংখ্যার গল্প নয়। এটা কর্তৃত্বের, ধারাবাহিকতার আর ব। মঞ্চে দায়িত্ব নেওয়ারও কাহিনি। আর যদি শেষ টি-২০-তে হয়ে যায় সেই ৬২ রান? তাহলে বছরের শেষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে-রান-মুকুটটা উঠবে এক ভারতীয় মহিলার মাথায়। আর সেটাই হবে ২০২৫-এর সবচেয়ে ইতিবাচক ও জোরালো বার্তা।

কীভাবে হবে আইএসএল? রিপোর্ট চাইল ফেডারেশন

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বরঃ গত কয়েক মাস পর্যন্ত অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ডুবে ছিল ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। আদৌ এই টুর্নামেন্ট আয়োজিত হবে কিনা সেই নিয়ে দেখা দিয়েছিল ব্যাপক সংশয়। তবে বর্তমানে বেশ কিছুটা বদলেছে পরিস্থিতি। সর্বভারতীয় ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন তথা এআইএফএফ এর সঙ্গে দফায় দফায় ক্লাব জোটের বৈঠকের পর জট খুলতে শুরু করেছে এবার। এমনকি এবারের এই বৈঠকে অংশ নিয়েছে কলকাতা ময়দানের আরেক প্রধান ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। মনে করা হচ্ছে সব ঠিকঠাক এগোলে নতুন বছরের ফেব্রুয়ারি থেকেই হয়তো শুরু হবে আইএসএল। তবে এবার হয়তো হবে অন্য ফরম্যাটে। এছাড়াও এবার হয়তো থাকছে না হোম বা অ্যাওয়ে ম্যাচ। নির্বাচিত ভেন্যু গুলিতে হয়তো অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্টের সবকইটি ম্যাচ। এক্ষেত্রে টুর্নামেন্টের ১৪টি দলকে। ইস্ট এবং ওয়েস্ট অর্থাৎ দুইটি বিভাগে বিভক্ত করে রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে আয়োজিত হতে চলেছে দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ। এক্ষেত্রে টুর্নামেন্টের দুইটি গ্রুপ থেকে চারটি করে দল পৌঁছবে নকআউট রাউন্ডে। তারপর সিঙ্গেল লেগে কোয়ার্টার ফাইনাল সেমিফাইনাল ও ফাইনাল। এক্ষেত্রে বিজয়ী দল সর্বোচ্চ পনেরোর কাছাকাছি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে। তবে পরবর্তীতে সেটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলার জন্য মনোনীত হবে কিনা সেটাই দেখার। এই পরিস্থিতিতে উঠে আসছে আরেক তথ্য। শোনা যাচ্ছে, এবার ঠিক কিভাবে আয়োজিত হবে ভারতবর্ষের প্রথম সারির ফুটবল লিগ, সেই গোটা পরিকল্পনাটি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে জানানোর নির্দেশ দিয়েছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন। অর্থাৎ এএফসি। বলতে গেলে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের সিদ্ধান্তের দিকেই এবার নজর থাকবে প্রত্যেকের। সেই সাথে ব্যাপকভাবে উঠে আসছে সম্প্রচার মাধ্যমের বিষয়টি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো স্পষ্ট হয়ে যাবে সেটি।

প্রাক-মরসুমে দক্ষিণ আমেরিকায় খেলবেন মেসি-সুয়ারেজরা

সংবাদ সংস্থা, ফ্লোরিডা, ৩০ ডিসেম্বরঃ দক্ষিণ আমেরিকা সফর দিয়ে নতুন মরসুমের প্রস্তুতি শুরু করবে এমএলএস কাপ চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মায়ামি। এই সফরে পেরু, কলম্বিয়া ও ইকুয়েডরের ক্লাবের বিপক্ষে খেলবেন লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজরা। আগামী ২৪ জানুয়ারি পেরুর ক্লাব আলিয়ানসা লিমার মুখোমুখি হবে মায়ামি। পেরুতে এটি হবে মায়ামির টানা দ্বিতীয় প্রাক-মরসুম সফর। আলিয়ানসা লিমা পেরুর ফুটবল ইতিহাসের দ্বিতীয় সফলতম ক্লাব, যাদের প্রথম বিভাগ শিরোপা আছে ২৫টি। ম্যাচটি শুরু হবে স্থানীয় সময় বিকাল ৫টায়, যা উভয় মহাদেশের ফুটবল ভক্তদের এমএলএস চ্যাম্পিয়নদের খেলা দেখার সুযোগ করে দেবে। পেরুর পর মায়ামি যাবে কলম্বিয়ায়। ৩১ জানুয়ারি তারা খেলবে আতলেতিকো নাসিওনালের বিপক্ষে। ক্লাবটি সাধারণত লস ভার্দোলাগাস নামে পরিচিত। কলম্বিয়ার প্রথম বিভাগ ফুটবলে তাদের শিরোপা আছে ১৮টি। দুইবারের কনমেবল কোপা লিবের্তাদোরেস চ্যাম্পিয়নও তারা।

মায়ামির সফর শেষ হবে প্রথমবারের মতো ইকুয়েডরের কোনো দলের বিপক্ষে খেলে। ৭ ফেব্রুয়ারি দেশটির সফলতম দল ও শীর্ষ লিগের ১৬ বারের চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা দি গয়াইয়াকিলের মুখোমুখি হবে হাভিয়ের মাসচেরানোর দল। দক্ষিণ আমেরিকা সফর শেষে ফ্লোরিডায় ফিরবে মায়ামি। ২১ ফেব্রুয়ারি লস অ্যাঞ্জেলস এফসির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এমএলএসের শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করবে তারা। মেসি ২০২৩ সালে মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর ওই মরসুমে ক্লাবটি জিতে নেয় লিগস কাপের প্রথম আসরের শিরোপা, এই ক্লাবেরও যা প্রথম ট্রফি। এরপর গত মরসুমে সাপোর্টার্স শিল্ড ও এবার সবচেয়ে বড় ট্রফি এমএলএস কাপ জিতে নেয় তারা। সবকটিতেই আছে রেকর্ড আটবারের ব্যালন দ'র জয়ী মেসির জাদুর ছোঁয়া।

হাকিমির ফেরার রাতে রঙিন মরক্কো, একটি ম্যাচ না জিতেও শেষ ষোলোয় মালি

রাবা, ৩০ ডিসেম্বরঃ ম্যাচে গোল হলো তিনটি। তবে সবচেয়ে বড় গর্জন শোনা গেল ৬৪তম মিনিটে। বদলি হিসেবে তখন মাঠে নামলেন আশরাফ হাকিমি। চোট কাটিয়ে দীর্ঘদিন পর অধিনায়ককে মাঠে ফিরতে দেখে উত্তাল হয়ে উঠল গ্যালারি। সমর্থকদের ভালোবাসা পেয়ে তার মুখেও উঠল চওড়া হাসি। ম্যাচটি শেষ করলেন তিনি ভালোভাবেই। তার দল বড় জয়ে নিশ্চিত করল গ্রুপের শীর্ষস্থান। আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সে জাম্বিয়াকে ৩-০ গোলে হারাল মরক্কো। তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে থেকেই তারা শেষ ষোলোয় পৌঁছে গেল তারা প্রত্যাশিতভাবে। আগের দুই ম্যাচের পারফরম্যান্স অবশ্য প্রত্যাশিত ছিল না। একটি জয় ও আরেকটিতে ড্র করলেও ফেভারিটদের পারফরম্যান্সে ছিল না চেনা ধার। অবশেষে এই ম্যাচে তাদেরকে দেখা গেল আপন ছন্দে। টুর্নামেন্টে মরক্কোর সেরা দুই ফুটবলার এই ম্যাচেরও দুই নায়ক। দুটি গোল করেন আইয়ুব এল কাবি, একটি ব্রাহিম দিয়াস। রাবাতে মঙ্গলবার ম্যাচের নবম মিনিটেই এল-কাবির হেড এগিয়ে দেয় দলকে। ২৭তম মিনিটে গোল করেন দিয়াস। রিয়াল মাদ্রিদের তারকা এই নিয়ে আসরের তিন ম্যাচেই পেলেন গোলের স্বাদ। দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে দুর্দান্ত এক বাইসাইকেল কিকে গোল করেন এল কাবি। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে কমোরোসের বিপক্ষেও বাইসাইকেল শটে গোল করেছিলেন অলিম্পিয়াকোসের ৩২ বছর বয়সী স্ট্রাইকার। তিন গোল করে এল কাবি ও দিয়াস এখন যৌথভাবে টুর্নামেন্টের গোলের তালিকায় শীর্ষে। তাদের সঙ্গে আছেন আলজেরিয়ার

রিয়াদ মাহরেজ। পারফরম্যান্সে ছন্দে ফেরার পাশাপাশি মরক্কোর জন্য স্বস্তি হাকিমির মাঠে ফেরা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চোট পেয়ে বাইরে ছিটকে পড়ার প্রায় আট সপ্তাহ পর তিনি ফিরলেন। আফ্রিকার বর্ষসেরা ফুটবলারের এই আসরে খেলা নিয়ে সংশয় ছিল। তবে টুর্নামেন্ট চলার সময় সুস্থ হয়ে উঠবেন আশা করে তাকে দলে রাখা হয়েছিল। নকআউট পর্বের আগে তাকে ফিরে পাওয়া দলের জন্য বড় প্রেরণা। ফেরার ম্যাচে গোলের সম্ভাবনাও জাগিয়েছিলেন হাকিমি। ৮১তম মিনিটে তার শট অল্পের জন্য গোল হয়নি গোলকিপার ফুল লেংথ ডাইভ দিয়ে কোনোরকমে আটকে দেওয়ায়। শেষ ষোলো নিশ্চিতের পর মরক্কোর কোচ ওয়ালিদ রেগেরুই বলেছেন, ''শুরুতেই গোল করতে পারলে ম্যাচের চিত্র বদলে যায়। আমাদের এভাবেই এগোতে হবে। তবে কোনো অতিরিক্ত আত্মতুষ্টিতে যেন না ভুগি। পা মাটিতেই রাখতে হবে।'' শেষ ষোলোয় এই গ্রুপ থেকে মরক্কোর সঙ্গী হয়েছে মালি। ৮৮ মিনিটে আমাদু হায়দারা লাল কার্ড দেখায় শেষ দিকে ১০ জনের দল নিয়েও কোমোরোসের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে তারা। এর আগে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচেও জাম্বিয়া ও মরক্কোর বিপক্ষে ড্র করেছিল মালি। গ্রুপ 'এ'-তে ৩ ম্যাচে ২ জয় ও ১ ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকল মরক্কো। আর সমান ম্যাচে ৩ ড্রয়ে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ২ নম্বরে মালি। গ্রুপ 'বি'তে আগেই শেষ ষোলো নিশ্চিত করা মিসর মাঠে নেমেছিল দুই সেরা তারকা মোহাম্মদ সালাহ ও ওমর মারমুশকে বেঞ্চে রেখে। এই দুজনকে ছাড়াই শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেও অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে জিততে পারেনি দলটি। এই গ্রুপের অন্য ম্যাচটি অবশ্য বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়েছে। যেখানে জমে ওঠা লড়াইয়ে জিম্বাবোয়েকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এদিন ম্যাচের ৭ মিনিটে দক্ষিণ আফ্রিকাকে এগিয়ে দেন তশেপাং মোরেমি। ১৯ মিনিটে সেই গোল শোধ করেন তাওয়ান্দা মাসওয়ানহিসে। বিরতির পর ৫০ মিনিটে আফ্রিকাকে এগিয়ে দেন লাইলে ফস্টার। ৭৩ মিনিটে আত্মঘাতী গোলের সুবাদে ফের ম্যাচে ফেরে জিম্বাবোয়ে। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি। অসউইন অ্যাপোলিসের পেনাল্টি গোলে ৮২ মিনিটে নিশ্চিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকার জয়। এ জয়েই গ্রুপ 'বি'তে মিসরের সঙ্গী হয়ে শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। মিসরের পয়েন্ট ৩ ম্যাচে ৭, আর দক্ষিণ আফ্রিকার পয়েন্ট সমান ম্যাচে ৬।

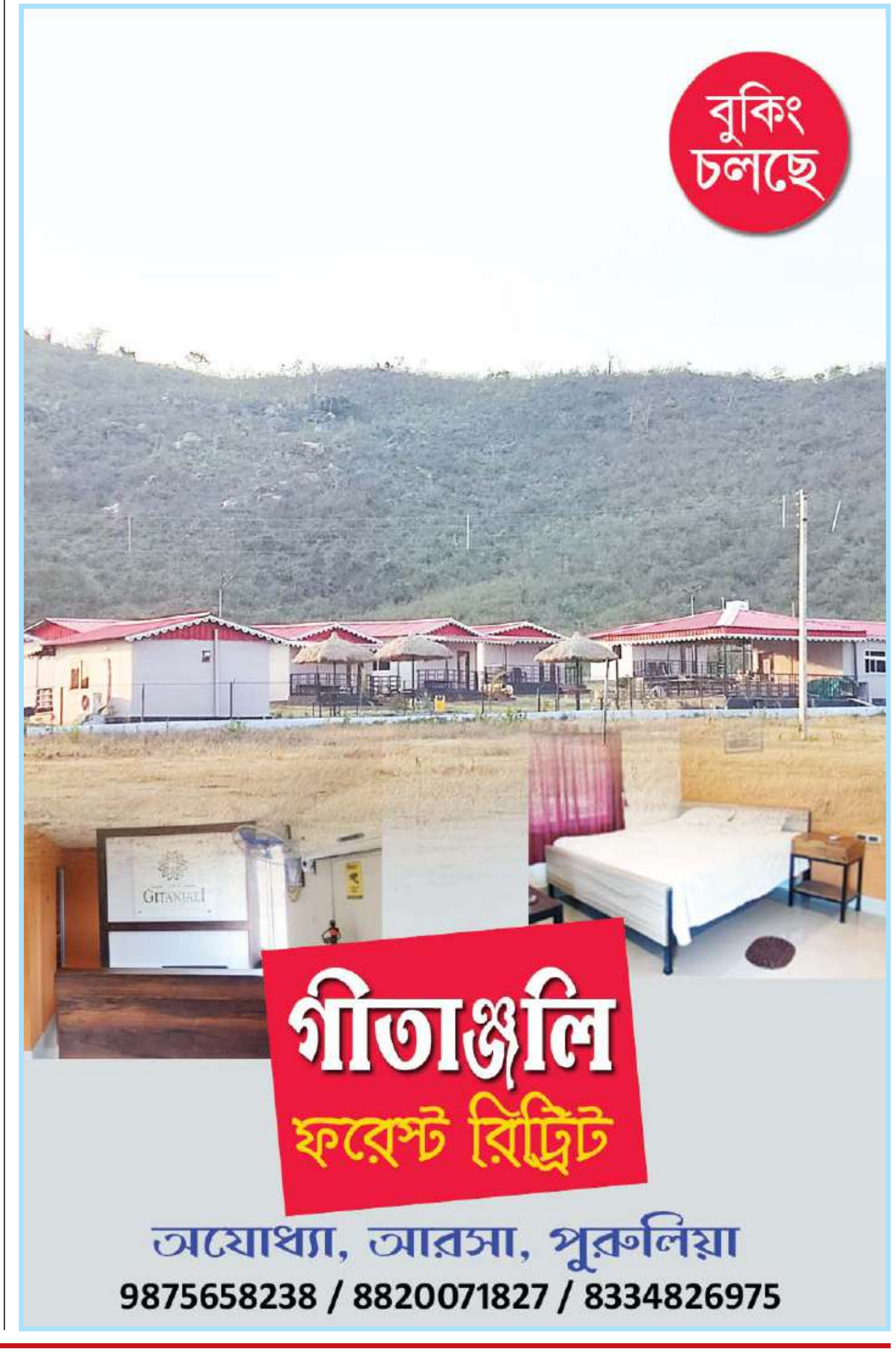

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com